উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,০৫৮.৯০ (+৩০৩.০৩)
নিফটি : ২৫,৬৩৭.৮০ (+৮৮.৮০)

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি
চিনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

বানভাসি হিমাচল
হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৬°
কোচবিহার	৩৪°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৬°

কালীগঞ্জে এনআইএ চান সুকান্ত
কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। » ৫

শিলিগুড়ি ১৩ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 June 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 41

ছিনতাইবাজরা অধরা

গয়না পরতে ভয় শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : এটিএম লুট, গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য, সোনার দোকানে ডাকাতির পর শিলিগুড়ির 'ক্রাইম সিরিজ'-এ নয়া সংযোজন একের পর এক ছিনতাই। গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক এমন ঘটনা ঘটেছে শহর শিলিগুড়িতে। দুটি ঘটনার ভিডিও আবার ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায় (যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। শুধু ছিনতাই করেই ক্ষান্ত হয়নি দুষ্কৃতীরা, রীতিমতো মারধর করা হয়েছে মহিলাকে। কিন্তু একটি ঘটনাতেও পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আর তাতেই তেতে উঠছেন শহরবাসী।

প্রশ্নে নিরাপত্তা
- গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে শহরে
- কোনও ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, কোনও ঘটনার আবার ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়
- ৪৮ ঘণ্টা পেরোলেও দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি পুলিশ
- বারবার অপরাধমূলক ঘটনা ঘটতে থাকায় শহরের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

এসবের মাঝে শুক্রবারও রবীন্দ্রনগরে ছিনতাইয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এক মহিলা দাবি করেন, টোটোয় চেপে তিনি যাচ্ছিলেন। পাশেই দুই মহিলা বসে ছিলেন। হঠাৎ টের পান, গলার হারটা নেই। এরপর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা টোটোটি দাঁড় করান। এরপর এক মহিলার হাত থেকে ওই সোনা উদ্ধার হয়। যদিও রাত পর্যন্ত ওই ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের নজরদারি কতটা খারাপ হলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। লাগাতার অপরাধের ঘটনা সামনে এনে অনেকেই শিলিগুড়িকে আখ্যা দিচ্ছেন 'অপরাধ নগরী' হিসেবে। সোনার গয়না পরে রাস্তায় বেরোতেও রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন শহরবাসী। স্বামীজি সরণির বাসিন্দা কাকলি পাল পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। পেশার তাগিদেই টোটোয় চেপে যাতায়াত করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্ট দেখে তিনি আতঙ্কিত। কাকলি বলছেন, 'আর পাঁচটা মধ্যবিত্তের মতোই গায়ে সামান্য কিছু সোনার গয়না পরি। যা সব শুনছি আর দেখছি, তাতে সোনা আর পরা যাবে না। কারণ একবার কিছু খোয়া গেলে দ্বিতীয়বার বানানোর সাধ্যি নেই আর।'

কাকলির মতো ভাবনা যে অনেকেরই তা স্পষ্ট হয়েছে একাধিক মিম-এও। একটি পোস্টে যেমন লেখা হয়েছে, 'আমি কি তবে গয়না পরব না? পরব না গয়না?' নিমেষের মধ্যেই ভাইরাল সেই পোস্ট।

শহরে যে ক'টি ছিনতাইয়ের ঘটনা এখনও পর্যন্ত সামনে এসেছে, তাতে দুষ্কৃতীরা স্থানীয় নয় বলেই মত পুলিশের একাংশের। অভিযুক্তদের জুতো, পোশাকের ধরন থেকে টুপি পরার স্টাইল খতিয়ে দেখে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, তারা প্রত্যেকেই ভিনরাজ্যের। সবক'টি ঘটনাতেই ছিনতাইয়ের ধরন একেবারে এক। ফলে এটি যে কোনও ছিঁচকে ছিনতাইবাজের কাজ নয়, তা একপ্রকার স্পষ্ট। পুলিশের এমন সন্দেহের পেছনে আরও একটি কারণ রয়েছে। ছিনতাইকারী হিসেবে পুলিশের খাতায় যারা দাগি দুষ্কৃতী, তারা প্রত্যেকেই নাকি এখন সংশোধনাগারে। তাহলে হয় শহরে নতুন গ্যাং তৈরি হয়েছে নতুবা বাইরের গ্যাং এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

এরপর বারোর পাতায়

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধুমধাম...

জগন্নাথকে দোল খাইয়ে রথযাত্রার সূচনা দিঘায় (উপরে)। শিলিগুড়িতে ইসকনের রথ ঘিরে ভক্তদের উল্লাস। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই ও সূত্রধর

কলেজেই গণধর্ষণ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণ। তাও খাস কলকাতা শহরে। শিউরে ওঠার মতো ঘটনার বিবরণ। শহরের ব্যস্ত এলাকা কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণের শিকার এক ছাত্রী। কলেজের ইউনিয়ন রুমে আটকে তাঁর ওপর অত্যাচার চলে। অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রেহাই দেওয়া হয়নি তাঁকে। কলেজের নিরাপত্তারক্ষীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পাননি ওই নিগৃহীতা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পুনরাবৃত্তি যেন। ল' কলেজের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনই আবার তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই কলেজের ইউনিট সভাপতি। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অবশ্য দ্রুত তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। আদালত তাঁদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে।

গ্রেপ্তার ৩
- কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণ
- অসুস্থ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়নি
- অভিযুক্ত ৩ জনই তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত
- মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি

মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ আবার ওই কলেজের শিক্ষাকর্মী হিসেবে এখন কর্মরত। কলেজ পরিচালন কমিটির সুপারিশে তিনি ওই চাকরি পেয়েছিলেন। বাকি দুই অভিযুক্ত প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদ ওই কলেজের পড়ুয়া ও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। খাস কলকাতায় আবার এরকম ঘটনায় উত্তেজনার পারদ চড়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতাও। বিজেপি, বাম, কংগ্রেস, ডিএসও আলাদা আলাদাভাবে কলেজ ও কসবার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিমধ্যে জাতীয় মহিলা কমিশন এব্যাপারে তিনদিনের মধ্যে পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই ঘটনা ফের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে তৃণমূলের। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি দিঘা থেকে কলকাতায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

প্রসাদ প্রকল্প বনাম খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

গৌতম সরকার

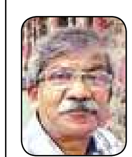

প-এ প্রশাসন। প-এ প্রসাদ। বাংলায় রাজনীতির বর্ণমালায় প-এর দুই প্রকারভেদ। যদিও ভেদ ভেঙে শব্দ দুটি এখন মিলেমিশে একাকার। আপাতত প্রসাদ তৈরি আর প্রসাদ বিলিতে যুক্ত প্রশাসন। দুয়ারে র‍্যাশনে চাল-গমের সঙ্গে প্রসাদ। চাল-গমে দাম দিতে হয়। প্রসাদ এক্কেবারে ফ্রি। ভরতুকি দেওয়া সরকারি প্রকল্প যে। দলদাস প্রশাসন, দলদাস পুলিশ ইত্যাদি শব্দবন্ধ বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। অভিধানে নতুন শব্দ যোগ করা যায়- ধর্মসেবক প্রশাসন, ধর্মসেবী সরকার।

বিডিও, পুরসভার চেয়ারম্যান না হয় প্রশাসনের অংশ। শুধু তৃণমূল নেতার পরিচয়ে যাঁরা বাড়ি বাড়ি প্রসাদ বিলোচ্ছেন, তাঁরা কোন প্রশাসন? এক অদ্ভুত মিলিজুলি বকচ্ছপ অবতার যেন। কোনটা প্রশাসন আর কোনটা শাসকদল- ফারাকটা গুলিয়ে গিয়েছে। থুড়ি, গুলিয়ে গিয়েছে নয়, গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের সকলে শুধু সংগঠনের নেতা হয়ে থাকলে খুশি হন না। প্রশাসনে ছড়ি ঘোরাতে না পারলে যে মান-ইজ্জত থাকে না।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

স্মৃতি উসকাচ্ছে আরজি করের
» পাঁচের পাতায়

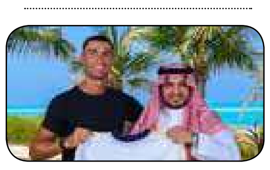

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর
» তেরোর পাতায়

আবেগের বাঁধ ভাঙল রথযাত্রায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : দিনের শুরুতে বেশ গরম। তবু রথযাত্রা বলে কথা। তাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সবার সমস্ত শারীরিক অস্বস্তি যেন নিমেষেই উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ভোরের আলো ফোটার পরপরই ইসকনে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। কারও গলায় ঝিনুকের মালা, কারও হাতে শঙ্খ, কেউ বা খুদে কাউকে কোলে বসিয়েছেন। চারপাশে ঢাকঢোল, কাঁসর-ঘণ্টা, খোলকরতালের ধ্বনি। রাস্তায় পরপর তিন রথের সামনে হরিনামে অনেকেই নাচতে ব্যস্ত। কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও চোখে পড়ার মতোই ভিড় ছিল। রথের দড়ি একটু ছোঁয়ার জন্য এদিন সবার মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা গেল তা যেন বহু অপ্রাপ্তিকে নিমেষেই ভুলিয়ে দিচ্ছিল।

মাথায় ফুল, কপালে চন্দন, গায়ে গোপী জামা চড়ানো শ্রীনিকা দত্ত, প্রিয়া সরকার, নিরঞ্জন সূত্রধর, শুভম দে'রা এদিন দারুণ চোখ টানল। 'মা আমি রথ টানতে পারব তো?' বলে ছোট্ট রিয়া যখন তার মাকে প্রশ্ন করছিল তখন তার দিকে অনেকেরই নজর। কাজের চাপে এদিন অনেকেই ইসকন মন্দিরে যেতে পারেননি। তাই রথ যখন সেবক রোডের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই শব্দ শুনে দৌড়ে রথের দড়ি ধরতে প্রিয়াংশু সাহা, সুপ্রিয়া পালরা ছুটে এলেন। প্রিয়াংশু বলছিলেন, 'এদিন সরকারি কর্মীদের কাজে ছুটি ছিল। বেসরকারি ক্ষেত্রে আমাদের ছিল না। অফিসে ছিলাম। রথযাত্রার শব্দ শুনে অফিসে নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। দৌড়ে নেমে আসি।'

শক্তিগড়ের কাছে দুই বান্ধবীকে ঝগড়া করতে দেখা গেল। কী নিয়ে? একটি আপেল। রথ থেকে ছোড়া আপেল কে নেবে নিয়েই দুজনের মধ্যে রাগ, অভিমান। ইসকন মোড়ে কোলে ছয় মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে পায়েল দাস দাঁড়িয়ে ছিলেন। খুদের কপালে চন্দনের টিপ। হাতে ঘণ্টী। রথের দড়িতে টান দিয়ে সেই হাত খুদের গায়ে বোলাতে বোলাতে বিড়বিড় করছিলেন, 'ওর জীবনের প্রথম রথ। ভেবেছি প্রভুর রথের টান যেন ওর ভাগ্যটা ভালো করে দেয়।' রথখোলায় রাধা নামে কিশোর সাগর এদিন আবেগে ভেসে গেল। সত্তরোর্ধ্ব গোপলা চৌধুরী চম্পাসারির মোড়ে রথের দড়িতে টান দিচ্ছিলেন। বললেন, 'ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে সবার ভালো করবেন।' জিলিপি, পাঁপড়, মাটির খেলনাবাটি, কাঠের রথ, এসবে রথের মেলাও জমে উঠেছিল। মোবাইল ফোনে এদিনের সমস্ত মুহূর্ত জীবনভরের জন্য বন্দি থেকে গেল।

প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক

ডিএ মেটাতে আরও ৬ মাস চায় রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৭ জুন : প্রত্যাশায় জল। আপাতত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) বকেয়া মিলবে না বাংলার সরকারি কর্মচারীদের। কোষাগারে অর্থের অভাবের যুক্তি দেখিয়ে ডিএ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও ৬ মাস সময় চেয়ে শুক্রবার আবেদন করেছিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালত অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেদনটি গ্রহণ করেনি। তবে জানিয়ে দিয়েছে, অবকাশকালীন বেঞ্চ সোমবার এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্ট ৬ সপ্তাহের মধ্যে ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও রাজ্য সরকার ওই বকেয়া দেওয়ার ঘোষণা করেনি। উলটে শুক্রবার আরও সময় চেয়ে আবেদন করেছে সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অবশ্য এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

তাঁর বক্তব্য, 'এ নিয়ে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আমি কোনও উত্তর দেব না।' রাজ্য সরকারের এই মনোভাবে ফের হতাশা নেমেছে রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ ডিএ প্রাপকদের মনে। এঁদের মধ্যে যেমন সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা আছেন, তেমনই আছেন সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন নিগমের কর্মী ও পেনশন প্রাপকরা। তাঁদের আশা আপাতত অপূর্ণই থাকল সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও।

সুপ্রিম দুয়ারে
- ডিএ'র ২৫ শতাংশ বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট
- ২৭ জুন সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে
- শুক্রবার আরও ৬ মাস সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য সরকার
- ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে

ক্ষুব্ধ ডিএ আদায়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সরকারের অর্থাভাবের যুক্তি প্রসঙ্গে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। তবে আমরাও তৈরি আছি। কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে সরকারকে কাটমানি শিল্প চালিয়ে যেতে দেব না।' মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানোর পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জিও জানিয়েছে নবান্ন। ওই প্রসঙ্গে মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানালেই গৃহীত হবে, এমন কথা নেই। সময় পেরিয়ে যাওয়ায় আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠিয়েছি অর্থসচিব ও মুখ্যসচিবকে। ডিএ দিতেই হবে।' এরপর বারোর পাতায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে **অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-অকশন। ক্র.নং.; এসইকিউনং.; লটনং/ক্যাটিগরি ও স্টেশন নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জিইএন-৩৫-২৫-২** ও বরিয়ারপুর। ২; এএ/২; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জিইএন-৪০-২৫-২** ও সবোর। ৩; এএ/৩; **এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জিইএন-৩১-২৫-২** ও রাজমহল। ৪; এএ/৪; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিইএন-৩৯-২৫-২** ও মির্জাচৌকি। ৫; এএ/৫; **এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জিইএন-২৮-২৫-২** ও ঘোঘা। ৬; এএ/৬; **এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জিইএন-৪৪-২৫-৪** ও সাহিবগঞ্জ। ৭; এএ/৭; **এটিএম-এমএলডিটি-এসজিআরপি-জিইএন-৪১-২৪-১** ও শিবনারায়ণপুর। ৮; এএ/৮; **এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জিইএন-৩৩-২৫-২** ও অভয়পুর। ৯; এএ/৯; **এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জিইএন-৪২-২৫-২** ও তিনপাহাড়। ১০; এএ/১০; **এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জিইএন-৩৮-২৫-২** ও জঙ্গিপুর রোড। ১১; এএ/১১; **এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জিইএন-৪৩-২৫-২** ও পীরপৈঁতি। ১২; এএ/১২; **এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জিইএন-২৫-২৫-২** ও বাঁকা। ১৩; এএ/১৩; **এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জিইএন-২৯-২৫-২** ও মুঙ্গের। ১৪; এএ/১৪; **এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জিইএন-৩৬-২৫-২** ও গোড্ডা। ১৫; এএ/১৫; **এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জিইএন-৩০-২৫-২** ও মালদা টাউন। ১৬; এএ/১৬; **এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জিইএন-২৭-২৫-২** ও ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-98/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

আজ টিভিতে

শোভাবাজার রাজবাড়ির স্পেশাল **খাস্তা কচুরি** তৈরি শেখাবেন দেবরাজ মিত্র এবং নুপুর মিত্র। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বরবাদ, বিকেল ৩.২৫ যোদ্ধা, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.১৫ কি করে তোকে বলবো

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ রূপবান, দুপুর ২.০০ শিমুল পারুল, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ৯.৩০ আশীর্বাদ, ১২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রক্তঋণ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.০০ কাবিল, দুপুর ১.৩০ মহেঞ্জোদারো, বিকেল ৪.১৫ হেলিকপ্টার ইলা, সন্ধে ৬.৩০ পাটিয়ালা হাউস, রাত ৯.০০ বরফি, ১১.৩০ এক্সকিউজ মি

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৬ গদর-টু, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, রাত ৮.০০ আরআরআর

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ সরকার-থ্রি, ২.২২ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৩৯ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ বদলাপুর

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.০০ ট্যাঙ্গল, বিকেল ৩.৩০ কং : স্কাল আইল্যান্ড, ৫.১৫ ফ্রিকি ফ্রাইডে, রাত ১১.১৫ স্পিড-টু

বেশ করেছি প্রেম করেছি
সন্ধে ৭.০০ **জলসা মুভিজ**

আরআরআর রাত ৮.০০
জি সিনেমা

সুপার স্নেকস সন্ধে ৭.১১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্সেল-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. ও **লট নং.** নিম্নরূপ : ১; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ২; ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৩; ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৪; ১২৩৩৫-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। ৫; ১৩০৭২-এসএলআর-আর১-জেএমপি-এইচডব্লুএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-101/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে ভাগলপুর (বিজিপি), কাজরা (কেজেএইচ), নিমতিতা (এমআইএলই), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নাথনগর (এনএটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-২০২৫-০৭। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। ক্র.নং. **লট নং.** ও **স্টেশন** নিম্নরূপঃ ১; পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১ ও ভাগলপুর। ২; পার্কিং-এমএলডিটি- কেজেএইচ-এমএক্স-৫০-২৫-১ ও কাজরা। ৩; পার্কিং-এমএলডিটি- এনআইএলই- এমএক্স-৫৪-২৩-১ ও নিমতিতা। ৪; পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ ও সুজনিপাড়া। ৫; পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২ ও নাথনগর। ৬; পার্কিং-এমএলডিটি-এসজিজি-এমএক্স-৪২-২৫-১ ও সুলতানগঞ্জ। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-102/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_২৪_২৫-২৬ তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** "য়ার্ড উন্নতকরণ-সামসি য়ার্ড" এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১,৩৫,৯১,২৪৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৩,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পেগাসিস্টেমের সঙ্গে মউ আইইএমের

নিউজ ব্যুরো

২৭ জুন : আইইএম-ইউইএম পরিচালিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সুপরিচিত নাম। এই সংস্থার রাজারহাট ক্যাম্পাসে পূর্ব ভারতের প্রথম সংস্থা হিসেবে ২০ জুন তারা বিশ্বখ্যাত সংস্থা পেগাসিস্টেমের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করে। এই উদ্যোগের ফলে আইইএম–এর সল্টলেক ও রাজারহাট ক্যাম্পাসের সকল পড়ুয়া পেগাসিস্টেম প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শিখতে পারবেন। আইইএমের ডিরেক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং পেগাসিস্টেম–এর ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনন্তচরণ নায়েকের আশা, এই চুক্তির ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ডিজিটাল অর্থনীতির এই প্রতিযোগিতায় এই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

অ্যাফিডেভিট

গত 2.9.24 তাং আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ashok Roy ও Asoke Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (B/S)

কর্মখালি

কোম্পানিতে গ্র্যাজুয়েট Female Office Assistant চাই। Salary (15000-20000), সাথে রয়েছে PF, ESI ও অন্যান্য সুবিধে। Con- সেবক রোড, শিলিগুড়ি, Ph- 9434056065. (C/116855)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও DEl. Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমি যুগল রায় পিতা আশানন্দ রায়, কালিয়াগঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। আমার পারিবারিক পদবি রায়। আমার পুত্র দিল রায়ের জন্য প্রমাণপত্রে নং-১৮৯৫১, তাং ১৫/০৯/১৭, আমাদের সকলের নামের পদবি বর্মন হওয়ায় রায়গঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অ্যাফিডেভিট বলে বর্মন হইতে রায় হইলাম।

(C/ 117239)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এম-পিডি-ওটি-০২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫। সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পো.অ.: ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে/সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত যথেষ্ট সক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নামঃ** মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ জংশন, জামালপুর জংশন ও গোড্ডা-তে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে যাত্রারত কোচে জল সরবরাহের ব্যবস্থা (কোচ ওয়াটারিং)। **অবস্থানঃ** পশ্চিমবঙ্গের মালদা টাউন, ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ ও গোড্ডা এবং বিহারের জামালপুর। **কাজের টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৬,৯৩,২৪৯.৭২ টাকা অর্থাৎ ২৬,৯৩,২৫০ টাকা, ১৮% জিএসটি সহ। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমাঃ** সম্মতিপত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **জমাযোগ্য বায়নামূল্যঃ** ৫৩,৯০০ টাকা। **অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৭.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in**। নোটিশ বোর্ডঃ (১) সিনিয়ার ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। (২) এএমই/ভাগলপুর জংশন ও এএমই/সাহিবগঞ্জ অফিস। (৩) এসএসই/সি অ্যান্ড ডব্লু/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর, জামালপুর-এর অফিস। **দ্রষ্টব্যঃ** (i) ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি পড়ে দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। (ii) উল্লিখিত কাজের জন্য টেন্ডারটি সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেমের হবে। (iii) এই কাজের জন্য পিভিসি প্রযোজ্য নয়। (iv) শিল্প নীতি ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত স্টার্টআপ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়মে বর্ণিত সব রকমের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে। (v) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, সকল টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। (vi) জিসিসি এপ্রিল ২০২২ অনুযায়ী, টেন্ডার মূল্যমানের ২% হিসাবে বায়নামূল্য ধার্য হবে। (vii) টেন্ডার নথির অ্যানেক্সার-IX অনুযায়ী, টেন্ডার নথির সাথে টেন্ডারদাতাকে নথির সত্যতা/যথার্থতা সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির বয়ান জমা/আপলোড করতে হবে। এই বয়ান জমা না করতে বিডদাতার বিড তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (MLD-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

LAW ADMISSION ONLY EWS CANDIDATES SESSION:- 2025-2026

Balurghat Law College is inviting online application for admission in 5 years B.A., L.L.B integrated Course. Forms will be available from the College website (**www.balurghatlawcollege.ac.in**) on and from 28.06.2025 to 06.07.2025. Interested only EWS candidates may contact on Mobile No- 9382097598/9832790510.

Santosh Kumar Tiwary
Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that public at large that the one of my Client intend to purchase land measuring 3 Katha, L.R. Khatian no. 288, R.S. Khatian no. 365, in R.S. Plot no. 151, L.R. Plot no.117, situated within Mouza- Dabgram sheet no. 11 (R.S.) & 77 (L.R.), J.L. no. 2, Pargana Baikunthapur, P.S. Bhaktinagar, District- Jalpaiguri, A.D.S.R. Bhaktinagar, under Dabgram-II Gram Panchayat, in the State of W.B sale deed no. I-01106/2016 registered in the office of the A.D.S.R. Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, owner Mr. Bheba Adhikary, son of Kakar Singh Roy of Dabgram, Purchased from Mr. Samar Roy, Son of Mr. Nati Singh Roy. If any person have objections, claim, in that respect, he may contact with me or my client with all documents within 7 (seven) days from the date of publication. Thereafter no claim / demand shall not be entertained.

Sd/-
SHANKAR PD. SHARMA
Advocate, Siliguri

কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিএলএসএমএলডিটি এনএফআর০২২০২৫-২০২৬, তারিখ : ২৩-০৬-২০২৫। **স্থান সহ কাজের নামঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ও পক্ষ থেকে "কুলিং সিস্টেম এবং তাপ নিরোধকের আপগ্রেডেশন সহ আরএমএসের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ"-এর ঠিকা প্রদানের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এলওএ লাভের সময় থেকে (০৩) তিন মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের বিস্তারিত বিবরণ টেন্ডার নথিতে দেওয়া হয়েছে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৫,২৫,২০০/- টাকা; **বায়নার ধন :** ৩০,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়** ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ, **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যেতে পারে।

সিনি. ডিএমই/ডিএসএল/মালদা টাউন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৩, তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের এসএসই এসআইজি মালদা টাউনের সেকশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৭৬,৯১,৩১৫/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৮৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট- ঝলঝলিয়া, জেলা মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) [অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক] মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন (এমএলডিটি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পে-ইউজ-০৭-২০২৫। অকশন শুরুর তারিখঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **লট নং.** পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টিওআই-২৫-২৫-১। **স্টেশনঃ** মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-103/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম)-এর চুক্তি সম্পাদনের জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ ডব্লুভিএম-২০২৫-০৭। অকশন শুরুঃ** ১০.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লুভিএম) স্টলের জন্য ই-অকশন। **এসইকিউ নং.:** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশনঃ** গোড্ডা, হাঁসডিহা, মির্জা চৌকি, সাহিবগঞ্জ, বরহারওয়া, তিনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-97/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০২/২০২৫
টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত টেকনিশিয়ান গ্রেড III এবং সিগনালে টেকনিশিয়ান গ্রেড I পদে আবেদনের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮.০৭.২০২৫। আবেদনপত্রটি **শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে** জমা দেওয়া যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ২৮শে জুন ২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ২৮শে জুলাই ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	৭(সপ্তম) সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী)	শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবি এর)
টেকনিশিয়ান গ্রেড I সিগনাল	৫	২৯,২০০/-	বি-১	১৮-৩৩ বছর	১৮৩	৬২৩৮
টেকনিশিয়ান গ্রেড III	২	১৯,৯০০/-	বিস্তারিত কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সংযুক্তি 'এ' দেখুন	১৮-৩০ বছর	৬০৫৫	

দ্রষ্টব্য :
(১) প্রতিটি প্রার্থী শুধুমাত্র একটি আরআরবিতে নির্দিষ্ট বেতনের স্তরে আবেদন করতে পারবেন, এবং শুধুমাত্র একটি অনলাইন আবেদনপত্র যেকোনো অথবা সকল বেতনের স্তরের অন্তর্গত বিজ্ঞাপিত পদে আবেদন করতে পারবেন।
(২) প্রতিটি বেতনের স্তরের জন্য একটি আলাদা আবেদনপত্র জমা করতে হবে।
(৩) প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য ডিজি লকার/ আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং ০২/২০২৫ অনুসরণ করুন যেটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির সরকারি ওয়েবসাইটে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হবে।

সিইএন নং- ০২/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	আজমের www.rrbajmer.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in
গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in
মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	মুজাফফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
রাঁচি www.rrbranchi.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvanathapuram.gov.in
গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in	*****	*****	*****

যেকোনো সংশোধনী/সংযোজন/উপরোক্ত নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি সময় বিশেষে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত আরআরবি-এর ওয়েবসাইটগুলিতে জারি করা হবে।

নং- আরআরবি/ বিএনসি/ আরটি/এডিভিটি/০২/২০২৫
তারিখ : ২৮.০৬.২০২৫

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI, WEST BENGAL

[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India:

NOTICE INVITING TENDER

No. 2- 11/Tender/JNVJ/2025-26/F&A/ Dated -26.06.2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having GST registration and updated commercial Tax clearance certificates (except Food Grains and Grocery Items/, Motor Winding and Fan Repairing Works, Building Repairing M&R Items, Sweets, Snacks & Milk product/Green Vegetable & Fruits items or Non-Veg/Hair cutting / Students Daily Use Items (Toilet items). The tender forms & other details will be available in the office of Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from 28.06.2025 to 17.07.2025 up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/Jalpaigudi/ en/ home/** If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the SBI saving Bank account No-37473753189 i.r.o **The Principal, PM Shri School JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No-SBIN0018783, Branch Code-18783.** Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by 17.07.2025 up to 04.00 PM through Currier/ Speed Post / Registered post/ Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri School PM Shri School JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 18.07.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C in the office of the Principal, PM Shri School JNV, Nagrakata, Dist-Jalpaiguri. The right to accept or reject the tender (fully Of partially, will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No.	Items/Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Food grains and Grocery items (grains, pulses, oils, spices, etc.)	20000	200
02	Green Vegetables & Fruits (Potato, Onion, fruits etc.)	10000	200
03	Motor Winding and Fan Repairing Work	3000	200
04	Building Maintenance Repairing (M&R) Items	10000	200
05	Non Veg items (Fish, Chicken, Eggs and Mutton etc.)	5000	200
06	Students Daily Use items (Toilet items)	5000	200
07	Sweets, Snacks & Milk products	5000	200
08	Hair cutting	1000	200

PRINCIPAL
J.N.V., Jalpaiguri, West Bengal

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগ থাকবে। খরচে রাশ টানুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা এখনই কাটবে না। দূরের কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় সংসারে অশান্তি। মিথুন : দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। কর্কট : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ। বিকেলের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। সিংহ : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কন্যা : বাড়ির বহুমূল্য কোনও জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কথাবার্তা বলুন। তুলা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে দূরে থাকুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধিবলে বড় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : আর্থিক লেনদেন খুব সাবধানে করুন। টাকা নয়ছয়ের জন্য সংসারে অশান্তি। মকর : কর্মক্ষেত্রে কোনও সহকর্মীর কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। দাম্পত্যে অশান্তি মিটবে। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কোনও উচ্চপদস্থ কর্তার সাহায্যে উন্নতিলাভ। মীন : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৭ আষাঢ়, ২৮ জুন ২০২৫, ১৩ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি, ২ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। শনিবার, তৃতীয়া দিবা ১২।২২। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৩০। হর্ষণযোগ রাত্রি ১০।৪৯। গরকরণ দিবা ১২।২২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৬।৩৮ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮। ৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ৯।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ) – তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবিপত্তারিণীব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃত ২

গোয়ালপোখর, ২৭ জুন : গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে গোয়ালপোখরে পুলিশের পৃথক দুটি অভিযানে ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল দুজনকে। বৃহস্পতিবার রাতে পাঞ্জিপাড়া বাজার থেকে কুরবান আলি এবং গেন্দাবাড়ি থেকে আবদুল মালিক ধরা পড়ে। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৬২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এছাড়া একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। ইসলামপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে। মাদক পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাঞ্জিপাড়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ব্রাউন সুগার পাচারের চেষ্টা করছিল কুরবান। সেসময় পুলিশ টের পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, আবদুল গেন্দাবাড়িতে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশের সন্দেহ হলে তল্লাশি চালিয়ে বাইকের ডিকি থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই নিয়ে গত এক মাসে গোয়ালপোখরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক অভিযান চালিয়ে মাদক পাচারের অভিযোগে এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক ভাঙতে অভিযান অব্যাহত। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মাদক সরবরাহের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

এটাকে মার।।

শুক্রবার শিলিগুড়ির রথখোলায় রথের মেলায় ছবিটি তুলেছেন সুশান্ত পাল।

উদ্বোধন হল 'বিলেদের পড়ার ঘর'

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : রামকৃষ্ণ মিশন শিলিগুড়ি এবং রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে ফ্রি কোচিং সেন্টার এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের নানা কোর্স শেখানো হচ্ছে একদম বিনামূল্যে। এই উদ্যোগে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ। শুক্রবার ডাবগ্রাম পোড়াঝাড় যুব সমিতি ক্লাব ও পাঠাগারের তিনটে ঘরের উদ্বোধন করা হয়। নাম দেওয়া হয়েছে 'বিলেদের পড়ার ঘর'।

উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন শিলিগুড়ির সম্পাদক স্বামী বিশ্বধারানন্দজি মহারাজ, অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সিএসআর রমেশকুমার ভন্ডমানি, শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রঞ্জিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বামী বিশ্বধারানন্দজি মহারাজ বলেন, 'নভেম্বর মাস থেকেই আমাদের এই ফ্রি কোচিং সেন্টার শুরু হয়েছে। এখন পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে, তাই আরও জায়গার প্রয়োজন ছিল আমাদের। সেকারণে এই নতুন ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে। এতে পড়ুয়াদের অসুবিধা কমবে।'

দিল্লিতে গিয়েও পার নেই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : দিনদুপুরে হিলকার্ট রোডে ঘটে যাওয়া দুঃসাহসিক ডাকাতির পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ছবিতে এক মহিলার সঙ্গে দুই তরুণ ছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই দুই তরুণের কোড নেম 'বাবা' ও 'রাহুল'। ওই মহিলা নয়, এই দুই দুষ্কৃতী যে অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল, সেই তথ্য তদন্তকারীদের হাতে উঠে আসে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, দিল্লিতে যাওয়া পুলিশের বিশেষ দলের নাগালে চলে এসেছে রাহুল। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে মাথা ন্যাড়া করলেও, রাহুলের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও নিরাপত্তা ও তদন্তের স্বার্থে এখনই ব্যাপারটা খোলসা করতে চাইছেন না পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং শুধু বলছেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির পরিকল্পনা মহম্মদ আসাদ থাকলেও, গত রবিবারের ঘটনায় প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিল রাহুল। পরিকল্পনাতেও রাহুলের ভূমিকা ছিল অনেকটা। তদন্তে এমন কিছু তথ্য আসায় রাহুলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাথা মনে করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মহম্মদ আসাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ২২ তারিখ ঘটনা ঘটানোর আগে প্রধান রাস্তা এড়ানোর জন্য সংলগ্ন গলিতে দু'দিন ট্রায়াল চলেছে। চলতি মাসের ৫ ও ১৮ তারিখ হওয়া সেই ট্রায়ালে রাহুলই নেতৃত্ব দিয়েছিল। শুধু রুট হিসেবে ট্রায়াল নয়, ওই দু'দিন টার্গেট করা ওই সোনার দোকানেও ঢুকেছিল ওই দুষ্কৃতী। সেখানে ঢুকে সোনার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল। দোকানে কর্মীদের অজান্তেই দু'দিন রেকি করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অপরাধীর প্রোফাইল পরীক্ষা করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার হওয়া দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা কার্যত একমত, বিহারের এই দুষ্কৃতী অত্যন্ত 'হাইপ্রোফাইল'।

এদিকে, রবিবার ঘটনার দিন 'বাবা'-র কাছে একধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছিল। দোকানের ভেতরে ঢোকার পর আশপাশের অবস্থা দেখে ওই দুষ্কৃতী বুকের কাছে থাকা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস টিপে দিয়েছিল। বাইরে থাকা সাফিক খান, মহম্মদ সামসাদদের যা সংকেত পাঠিয়েছিল। বাবার খোঁজও করছে পুলিশ। তদন্তে অ্যাপটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাপটিকে নিয়ে তদন্ত করা সাইবার ক্রাইম থানার এক কর্তার কথায়, অ্যাপটিকে হোয়াটসঅ্যাপের ডুপ্লিকেট বললে ভুল হবে না। হোয়াটসঅ্যাপের মতন সেখানে চ্যাটিং সিস্টেমের পাশাপাশি কল সিস্টেমও রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপের মতোই সেই সিস্টেম দিয়ে কল করে ওরা কথা বলত। তবে ওই অ্যাপে কোনও ডেটা সেভ থাকে না।

অন্যদিকে, মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাদের টার্গেট মূলত বছরে দশ লক্ষ টাকা। মহম্মদ আসাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সে ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। তিনজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহম্মদ এহসান রাজস্থান থেকে ভাড়া করা সাফিক খানের সঙ্গে দশ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। বিহারের মহম্মদ সামসাদের সঙ্গে পাঁচ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছিল। এদিকে, পুলিশের অনুমান ঘটনায় জড়িত বাকি সদস্যদের অধিকাংশই নেপালে পালিয়ে গিয়েছে। যা চাপ বাড়িয়েছে পুলিশের অন্দরে। এই অবস্থায় সোনা কতটা পুনরুদ্ধার করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে।

পুলিশের নাগালে

■ ডাকাতি কাণ্ডের অন্যতম নেতৃত্বে থাকা রাহুল পুলিশের নাগালে

■ মাথা ন্যাড়া করলেও তার পালানোর সমস্ত রাস্তা বন্ধ করেছে পুলিশ

■ রাহুলের পর বাবা'র খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় নজর শিলিগুড়ি পুলিশের

মেরিট লিস্ট নিয়ে নয়া বিতর্ক

কোচবিহার, ২৭ জুন : হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে ওয়েবসাইটে স্নাতক স্তরে (ইউজি) ভর্তিতে মেরিট লিস্ট বের করা হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠল কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউবিকেভি) বিরুদ্ধে। ২০১০ সালের পর যেসব জনগোষ্ঠী ওবিসি তালিকাভুক্ত হয়েছিল, সেগুলো ২০২৪ সালের কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বাতিল। ২০১০ সালের আগে ওবিসি-এ, ওবিসি-বি শ্রেণিবিন্যাসও ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত তালিকায় ৩৮ জন ওবিসি-এ এবং ১০০ জন ওবিসি-বি ক্যাটিগোরির প্রার্থীর নাম রয়েছে।

এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিশানা করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ইউবিকেভি কর্তৃপক্ষ কি ওবিসি সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ নিয়ে ওয়াকিবহাল নয়? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে 'সুবিধা' দিতে এই 'বিশেষ' তালিকা প্রকাশ?

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ প্রদ্যুৎকুমার পালের এ বিষয়ে সাফাই, 'আমরা যখন এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম, তখন কোর্টের অর্ডারে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু পরিষ্কার ছিল না। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবশ্য আদালতের বেশ কয়েকটি অর্ডার এসেছে। ফলে ভর্তির প্রক্রিয়া ওই অর্ডারগুলোকে ভিত্তি করেই করা হবে।' তাঁর সংযোজন, 'আপাতত প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট বের করা হয়েছে। ফাইনাল মেরিট লিস্ট দেওয়া হয়নি।'

২০১০ সালের আগে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে ঘোষণা করা হয়। চাকরি হোক বা পড়াশোনা, ওই জনগোষ্ঠীগুলির শংসাপত্রই গ্রাহ্য করা হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বাম ও তৃণমূল সরকারের আমলে ওবিসি তালিকায় এই নতুন সংযোজিত ৭৭টি জনগোষ্ঠীকে বাতিল করা হয়েছে। চলতি বছর ২৬ জুন কলকাতা হাইকোর্ট আরেকটি রায়ে বলেছে, এখনই ওবিসি-এ, ওবিসি-বি শ্রেণিবিন্যাসকে বিবেচনায় আনা যাবে না।

ব্যাগে মদ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : ট্রলিব্যাগে বৃহস্পতিবার রাতে বিহারে মদ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনায় জল ঢালল পুলিশ। উদ্ধার হল ৪৮ বোতল বিদেশি মদ। ধৃতের নাম মুকুন্দ যাদব, বিহারের বাসিন্দা। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বৈদ্যনাথ আগে আয়ুর্বেদ

কব্জ হর

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি

দ্রুত কার্যকরী রাতারাতি উপশম

পাউডার ও ট্যাবলেট–এ উপলব্ধ

www.baidyanath.com

SBI

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ফোন: 022-22820427

প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ

ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে

শূন্যপদের সংখ্যা: 541

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয় ফী এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ সহ অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার এবং অনলাইনে ফী প্রদানের লিঙ্ক ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/careers/current-openings**-এ বিজ্ঞাপন নং. **CRPD/PO/2025-26/04**-এর অধীনে উপলব্ধ। প্রার্থীদের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন মনোযোগ সহকারে পড়তে বলা হচ্ছে এবং আবেদন করার ও ফি পাঠানোর আগে নিজেদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরনের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

- **অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: 24.06.2025 থেকে 14.07.2025 পর্যন্ত।**

যেকোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **"CONTACT US"** -এ লিখে জানান।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 24.06.2025

মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে ল্যাডার শিফটিং -এর কাজ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষান্বিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত কাজটি ২২.০৮.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে **০২.০৯.২০২৫ তারিখ** থেকে শুরু হবে। **সুতরাং খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (২২.০৮.২০২৫ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (২৬.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।

প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচীঃ **০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ** এবং **০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন নন-ইন্টারলকিং কাজ**। তদনুযায়ী, প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচির জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ

ইএমইউ/প্যাসেঞ্জার বাতিল

বর্দ্ধমান থেকেঃ ● **৬৩৫০৫** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫০৭** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১১** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৩** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫৪৯** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, **৬৩৫১৭** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও **৬৩৫২৩** বর্দ্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫৮৩** বর্দ্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও **৬৩০১১** বর্দ্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **আসানসোল থেকেঃ** ● **৬৩৫০৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫০৮** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১২** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে। ● **৬৩৫১৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২২** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ, **৬৩৫২৬** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩৫২৪** আসানসোল-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে। **রামপুরহাট থেকেঃ** ● **৬৩৫৮৪** রামপুরহাট-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ও **৬৩০১২** রামপুরহাট-বর্দ্ধমান এমইএমইউ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

আপ ট্রেন: (১) ১৩৫০৩ বর্দ্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(২) ১৩১৮৭** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৩) ১২৩৩৭** হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৪) ১২৩৪৭** হাওড়া-রামপুরহাট সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩০১১** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৬) ২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৭) ১২৩৮৩** শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **(৮) ১৩১৭৯** শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫)।

ডাউন ট্রেন : (১) ১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্দ্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(২) ১৩১৮৮** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৩) ১২৩৩৮** বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৪) ১২৩৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া শহিদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫, ০৭.০৯.২০২৫ ও ০৮.০৯.২০২৫)। **(৬) ২২৩২২** সিউড়ি -হাওড়া হুল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)। **(৭) ১২৩৮৪** আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **(৮) ১৩১৮০** সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

আপ ট্রেন: ● **১২৩৪৩** শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। ● **১৩০১৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৭** শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৩** শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৯** শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৩** শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০১৫** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৩১** হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৫৯** কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫), **১২৩৬৩** কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৬১** কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

ডাউন ট্রেন: ● **১২৩৪৪** হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া -ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন- দমদম হয়ে চলবে। ● **১৩০১৮** আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০২৮** আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। ● **১২৩৭৮** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩১৭৪** সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫), **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৯.২০২৫), **১৩১৬২** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) ও **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। ● **১২৩৪৬** গুয়াহাটি হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫), **১৩০১৬** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫), **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫) ও **১৩০৩২** জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ ও ০৬.০৯.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখেঃ (১) ৬৩৫১৯ বর্দ্ধমান- বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ বর্দ্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। **(২) ৬৩৫২০** বোকারো স্টিল সিটি-বর্দ্ধমান এমইএমইউ বর্দ্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) ৬৩০৬৩ বর্দ্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ বর্দ্ধমান থেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.তে পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ২২৩০১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) ১২৫১০ গুয়াহাটি - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ ও ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে যথাক্রমে ৩০ মিনিট ও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **(২) ১৩১৬০** যোগবাণী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **(৩) ২২৫০৪** ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্যঃ ১৩৪২৭/১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ০৬.০৯.২০২৫ ও ০৭.০৯.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ স্পেশাল বা সেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ব্যক্তিগত জমিতে সরকারি নিকাশিনালা

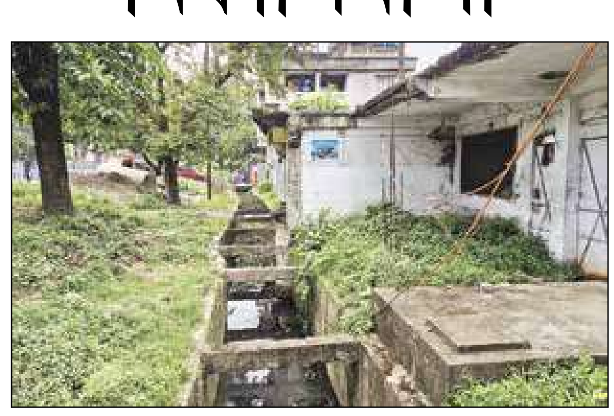

শক্তিগড়ে এই নিকাশিনালা ঘিরেই বিতর্ক।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : পূর্ত দপ্তরের নিকাশিনালা তৈরি করতে গিয়ে সরকারি জায়গা ছাপিয়ে একজনের বাড়ির কিছুটা অংশ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বারবার স্থানীয় স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কাজ না হওয়ায়, সরাসরি 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলো'-তে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। আর তার জেরেই রাজ্য স্তর থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেই তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার অভিযোগকারী বলছেন, 'নিকাশিনালা তৈরির সময় আমার বাড়ির সামনে এসে নালাটি সরকারি জমি ছেড়ে আমার জমিতে ঢুকে যায়। আমার দোকানও ভাঙা হয়েছে। ওই সময়ই প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু কাজ না হওয়ায় সরাসরি 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলো'-তে অভিযোগ জানাই।' তাঁর দাবি, হয় জমি ছেড়ে দিতে হবে, অন্যথায় তাঁকে জমির দাম বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ কুণ্ডু বলেছেন, 'একটা তদন্তের নির্দেশ এসেছে। আমরা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে জমি মেপে রিপোর্ট দিতে বলেছি। সেই রিপোর্ট রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

শক্তিগড়ে পূর্ত দপ্তরের একটি পরিদর্শন বাংলো রয়েছে। সেই পরিদর্শন বাংলোতে প্রতি বছর বর্ষায় হাঁটুজল জমে যেত। সেই জল বের করার জন্য বাংলোর সামনে থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে চওড়া নিকাশিনালা তৈরি করা হয়েছে। এই নিকাশিনালাকে ঘিরেই সমস্যার সূত্রপাত। বাংলোর সামনে থেকে সরকারি জমির ওপর দিয়েই নিকাশিনালা সোজা নৌকাঘাটের দিকে গেলেও মাঝে একটি জায়গায় আঁকাবাঁকা হয়ে গিয়েছে। সেখানেই এক ব্যক্তির দোকান, বাড়ির কিছুটা ভাঙা পড়েছে। ওই বাড়ির মালিক দেবাশিস ঘোষ বলেন, 'নিকাশিনালা তৈরির সময় আচমকা আমাদের বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হয়। অথচ আশপাশে আমাদের বাড়ির সমানভাবে থাকা অন্য কোনও বাড়ির জায়গা নেওয়া হয়নি। তাহলে আমার বাড়ির এখানেই নিকাশিনালা কেন বাড়ির অংশে ঢুকিয়ে দেওয়া হল?' তাঁর বক্তব্য, একাধিকবার ঘটনার প্রতিবাদ করা হলেও কেউই কথা শোনেননি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁর স্ত্রী নীলিমা ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীকে বলো-তে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার পরেই তদন্তের নির্দেশ এসেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন স্তর থেকে ফোনও করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

দেবাশিসবাবু বলেন, 'আমরা জমি মেপে দেখেছি। আমাদের জমি যে ওই নিকাশিনালায় চলে গিয়েছে, সেটা প্রমাণ হয়েছে জমি জরিপে। সরকারিভাবেও জমি মেপে দেখা হোক, আপত্তি নেই।'

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায় নিকাশিনালাটি দেবাশিসবাবুর বাড়ির জায়গায় এসে সামান্য ঘুরে গিয়েছে। যার ফলে তাঁর একাধিক দোকান, বাড়ির সামনের অংশ ভাঙা পড়েছে। এখন এই জমি ফেরত অথবা জমির দাম বাবদ ক্ষতিপূরণ চাইছে ওই পরিবার। কিন্তু সামনে প্রচুর সরকারি জমি থাকা সত্ত্বেও কেন এভাবে একজনের ব্যক্তিগত জমি নেওয়া হল, সেই প্রশ্নও উঠছে। পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, 'এমনটা হওয়ার কথা নয়, তবুও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪৪। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বেলা ১২টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১১.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। অকশনের ধরণঃ শেষে বন্ধ। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৪.০৬.২০২৫, সন্ধ্যা ৬.৩৪ মিনিট। **ক্র.নং; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; দৈনিক/ট্রিপ; বন্ধের তারিখ/সময় ও প্রয়োজনীয় টার্নওভার নিম্নরূপঃ** ১; এএ/১; **১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৮;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ২; এএ/২; **১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট; ০। ৩; এএ/৩; **১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৫;১১-০৭-২৫ দুপুর ১২.৫০মিনিট; ০। ৪; এএ/৪; **১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ১০৪;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.০০ টা; ০। ৫; এএ/৫; **১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- বিকেএন-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৪১৭;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৬; এএ/৬; **১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.২০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৭; এএ/৭; **১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ- এনওকিউ-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..);৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৩০ মিনিট; ৫০,০০,০০০। ৮; এএ/৮; **১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৪০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ১.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১০; এএ/১০; **১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএমটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস (আরএলডব্লুএলআরআরএল..); ৭৩০;১১-০৭-২৫ দুপুর ২.০০টা;২০,০০,০০০। ১১; এএ/১১; **১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.১০ মিনিট; ০। ১২; এএ/১২; **১৯৪১৪-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.২০ মিনিট; ০। ১৩; এএ/১৩; **১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৩০ মিনিট; ০। ১৪; এএ/১৪; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ১০৪; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৪০ মিনিট; ০। ১৫; এএ/১৫; **১৫০৪৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৪১৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ২.৫০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৬; এএ/১৬; **১৫০৪৯-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৮; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.০০টা; ০। ১৭; এএ/১৭; **১৩১৭৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.১০ মিনিট; ২০,০০,০০০। ১৮; এএ/১৮; **১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.২০ মিনিট; ০। ১৯; এএ/১৯; **১৩১৬৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৫২১; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৩০ মিনিট; ০। ২০; এএ/২০; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৪০ মিনিট; ০। ২১; এএ/২১; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ১১-০৭-২৫ দুপুর ৩.৫০ মিনিট; ০। ২২; এবি/১; **১৩১৮১-১৩১৮২-ভিপি-১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ১০৫; ১১-০৭-২৫ বিকাল ৪.০০টা; ৫০,০০,০০০। **রেট ইউনিট ঃ** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ২১ প্রতিটির জন্য) এবং ট্রিপ প্রতি রাউন্ড (দু দিকে) (ক্র.নং. ২২-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **বায়না মূল্যঃ** ১০% (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস ঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-100/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পাড়ায় বসত করে কয়জনা, কেউ জানে না

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : এরা ঠিক যেন পরিযায়ী। দেবীডাঙ্গায় যাঁরা জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা বা সিকিমের বাসিন্দা। শীতকালে তাঁরা পরিবার নিয়ে এখানে আসেন। দু-তিন মাস কাটিয়ে ফেরেন নিজ গৃহে। তাই প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা গভীরে পৌঁছায় না। কে আসছেন, কতদিন থাকছেন, আদৌ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন কি না- সেসব খোঁজ রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

বৃহস্পতিবার দেবীডাঙ্গার হিমকোর্স ভবন এলাকায় একটি দোতলা বাড়ি থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। দশ মাস ধরে ঘরের ভেতর দেহটি পড়ে থাকলেও ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কেউ। অবাক হওয়ার মতো ঘটনাই বটে। স্থানীয়দের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট হল, যাঁরা এলাকার পুরোনো বাসিন্দা, তাঁদের সঙ্গে 'পরিযায়ী'-দের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

চম্পাসারি মূল রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরে ঢুকতে হবে হিমকোর্স ভবনে পৌঁছাতে। শুনসান রাস্তার দু'পাশে খালি জমি আর কিছু নির্মীয়মাণ অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি। চলার পথে কয়েকটি বাড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ আসছিল টাইলস কাটার। চর্চিত বাড়ির সামনে দেখা গেল, কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে গল্প করছেন নীচু স্বরে। মাঝেমধ্যে আবার বাড়িটির দিকে তাকাচ্ছেন।

-আপনারা কী এলাকার? কঙ্কাল উদ্ধার হওয়া বাড়ির কাউকে চিনতেন?

একজন হিন্দি ভাষায় উত্তর দিলেন, 'আমি কয়েকদিন আগেই একটি বাড়িতে ভাড়ায় এসেছি। চিনি না কাউকে।'

সেখান থেকে খানিকটা এগিয়ে নজরে পড়ল, টিনের একটি ছোট ঘর। তার সামনেই অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে। কংক্রিটের নির্মাণের আড়ালে চলে গিয়েছে ঘরটি। ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মঞ্জু মাহাতো। আলাপচারিতার পর মঞ্জু বললেন, 'আমাদের জন্ম এখানে। আশপাশে কারা আসছে-যাচ্ছে, বোঝা যায় না। ওরা সবাই বড়লোক। আমাদের সঙ্গে তেমন কথা বলে না। আমরাও বলি না।'

দেবীডাঙ্গার হিমকোর্স ভবন এলাকায় শুনসান রাস্তাঘাট। শুক্রবার।

তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, পাহাড় থেকে এসে অনেকেই জমি কিনেছেন এখানে। তারপর বাড়ি বানিয়ে কেউ ভাড়ায় দিচ্ছেন, কেউবা আসছেন শুধুমাত্র শীতকালে। একদল আবার নিজেদের জমি কয়েকগুণ দামে বিক্রি করেছেন প্রোমোটারের কাছে। সেখানে মাথা তুলছে অ্যাপার্টমেন্ট।

ছোট মুদির দোকান চালান ববিতা মাহাতো। কঙ্কালের প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, 'ওই মহিলা একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে মাঝেমধ্যে দোকানে আসতেন সামগ্রী কিনতে। গতবছর শুরুর দিকে একবার এসেছিলেন। তারপর আর দেখিনি। তবে উনি কোন বাড়িতে থাকতেন, সেটা জানতাম না। কে অত খবর রাখে। কেউ পরিচিতি বাড়াতে না চাইলে, আমরা আগ বাড়িয়ে আলাপ জমাই না।'

বছর তিনেক হল বাড়ি বানিয়েছেন ওয়াংচু ভুটিয়া। তাঁর কথায়, 'জায়গাটি খুব শান্তিপ্রিয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসেন। সারাবছর খুব কম লোকই থাকেন। আমরাও থাকি না। তাই ততটা সখ্য তৈরি হয় না।'

মঞ্জু, ববিতা হোক বা ওয়াংচু- সকলের কথায় একটাই প্রতিধ্বনি শোনা গেল, পাড়ায় নতুন লোকজন কোথা থেকে কতজন আসছেন, তাঁরা কেমন, কারও কোনও সমস্যা হল কি না ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবেশীদের আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে।

তবে বৃহস্পতিবারের ঘটনা মনে দাগ কেটেছে দেবীডাঙ্গার পুরোনো বাসিন্দাদের। সনু মুন্ডা নামে এক তরুণের মতে, 'এলাকায় লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। কঙ্কাল উদ্ধার আমাদের ভাবার বাইরের ঘটনা। কিছুদিন আগেই এখানে গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছিল। পথবাতি নেই, রাতে কে বা কারা পাড়ায় ঢোকে, কোন বাড়িতে লোক আসে, তাঁরা কী করে- কেউ জানে না। বহিরাগতরা নেশার আসর জমাচ্ছে এলাকায়। নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করে সবাইকে একজোট হতে হবে। বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে বড় বিপদ হতে পারে।'

প্রতারণার টাকায় পার্টি, দরাজহস্ত দেবযানী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : ভুয়ো নথি ব্যবহার করে ভয় দেখিয়ে কলকাতার এক প্রবীণের সঙ্গে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মী দেবযানী নাগ ঘোষকে। সেই মহিলার সম্পর্কে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। পুলিশের জালে ধরা পড়ার আগে নাকি তিনি পরিচিতদের পার্টি দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, প্রতারণার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর ঘরের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাও শুরু করেন। বাড়িতে থাকা পুরোনো এয়ার কন্ডিশনার মেশিন থেকে মিক্সচার গ্রাইন্ডার বিলিয়ে দেন পরিচিতদের মধ্যে। ঘনিষ্ঠ এক আবাসিককেও দেন ঘরের সামগ্রী। জীবনযাত্রায় আচমকা এহেন বদল দেখে সন্দেহ জাগে প্রতিবেশী, স্বজনদের মনে। ব্যাংকে ঢোকা টাকা নিয়েও নাকি দেবযানীর কথায় বারবার বদল এসেছে।

ওই পুরকর্মী ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি আবাসনে থাকেন। সেখানকার এক আবাসিকের কথায়, 'জানুয়ারিতে হঠাৎ দেবযানী প্রচার করতে শুরু করল, তার ব্যাংকে নাকি বিদেশ থেকে লক্ষাধিক টাকা ঢুকেছে। কথাটি শোনার পর দেবযানীকে তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই বলেছিলেন, পুলিশকে সবটা জানাতে। কেউই বুঝতে পারেননি, আসল ঘটনা কী। বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সে কীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশকে বলার বদলে দেবযানী ঘরের ইন্টিরিয়রে মন দিল।' আরেকজন বললেন, 'বাড়ির জিনিসপত্র পরিচিতদের মধ্যে বিলোতে শুরু করল। এসব দেখে সত্যিই অস্বাভাবিক লাগছিল।'

এভাবে কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করেই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন দেবযানী। তারপর একদিন জানান, ব্যাংকে ঢোকা টাকার উৎসের হদিস তিনি পেয়েছেন। সমস্ত সমস্যা মিটে গিয়েছে। ধৃতের এক পরিচিতের দাবি, 'চলতি মাসের প্রথমদিকে দেবযানী ফের এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করল। তার দাবি ছিল, লটারি জিতে সে একটি গাড়ি পেয়েছে। তবে গাড়ি রাখার জায়গা নেই, তাই সে সেটা বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রির টাকা দিয়েই পরিচিতদের জন্য একটা ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বাড়িতে। ওই পার্টিতে গিয়ে দেখি, খাবারের এলাহি ব্যবস্থা। প্রচুর টাকা খরচ করেছিল।'

কিন্তু বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হল না প্রতারণার অর্থে বিলাসবহুল জীবনযাপন। কলকাতা থেকে সাইবার স্টেশনের পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করল তাঁকে। পর্দা ফাঁসের পর সেই পরিচিতরাই হতবাক। এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন দেবযানী, তা প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁদের। দেবযানীর বাড়ির সামগ্রী যাঁরা নিয়েছেন, যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তার দেওয়া পার্টিতে- তাঁদের এখন আফসোসের অন্ত নেই।

কীর্তিকলাপ

- ঘরের পুরোনো এসি মেশিন, মিক্সচার গ্রাইন্ডার বিলোতে শুরু করেন
- প্রথমে দাবি, বিদেশ থেকে টাকা ঢুকেছে অ্যাকাউন্টে
- পুলিশকে জানাতে বললেও এড়িয়ে যান, ঘরসজ্জায় মন দেন
- এবার দাবি, টাকার উৎসের হদিস মিলেছে
- তারপর বলেছেন, লটারিতে জেতা গাড়ি বিক্রি করে পার্টি দিচ্ছেন
- সন্দেহ জেগেছিল পরিচিতদের মনে, গ্রেপ্তার হতেই পর্দা ফাঁস

প্রাণবন্ত।। *ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন আরিফ আলম।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মহাসমারোহে রথযাত্রা, বসল মেলা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৭ জুন : নৃত্যনাট্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খড়িবাড়ির বাতাসিতে রথের দড়িতে টান পড়ল। শুক্রবার বাতাসিতে মহাসমারোহে পালিত হয় রথযাত্রা। এবছর বাতাসি ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত রথযাত্রাটি ৩৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোপার্বণের পর রথের দড়িতে টান পড়ে। ব্যবসায়ী সমিতির তরফে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মাঠে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন বিকাল থেকে রথের

দড়ি টানতে প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়। এদিন রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান তাপস মণ্ডল প্রমুখ।

চোপড়া ব্লকেও মহাসমারোহে রথযাত্রা হয়। সদর চোপড়া, কালাগছ, কাঁচাকালী, দাসপাড়া ও সোনাপুরের তিন মাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। ব্লকের একাধিক জায়গায় মেলা বসে। এবার সদর চোপড়ায় ফুটবল মাঠের বদলে চোপড়া হাইস্কুল মাঠে মেলা বসে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

বাগডোগরা শ্রীকলোনির রাধাগোবিন্দ মন্দির, লোকনাথনগরের জগন্নাথ দেব রাধাগোবিন্দ মন্দির, গোঁসাইপুর মুলাইজোত, গোপিনাথজি গৌড়ীয় মঠ এবং রানিডাঙ্গায় রথযাত্রা হয়েছে। মাটিগাড়া থানা এলাকায় ভাঙ্গাপুল, পতিরামজোত, মেডিকেল কলেজ গেট নম্বর-১ রাধাগোবিন্দ মন্দির, পাথরঘাটার গোয়েল মোড় এবং উত্তরায়ণে রথযাত্রা হয়।

প্রথম পর্যায় আরও দেড় বছরে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : শিলিগুড়ি শহরের ১৯টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পরিষেবার কাজ শেষ হতে আরও দেড় বছর সময় প্রয়োজন। আগামী বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। অর্থাৎ শুধু এই বর্ষা নয়, আগামী বছরের বর্ষাতেও শহরবাসীকে ভুগতে হবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সমীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। অর্থাৎ শহরের বাকি ২৮টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ কেবল পাততে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি শুরু হবে দ্রুত।

ভূগর্ভস্থ কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ

কলেজপাড়ায় ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ পরিদর্শনে মেয়র ও অন্যরা।

শুক্রবার সকালে পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ খতিয়ে দেখেন বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকরা। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহার উপস্থিতিতে সংস্থার জোনাল ম্যানেজার শৌভিক বেরা, শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার (শহর) শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকা পরিদর্শন করেন। কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'বিদ্যুতের কেবল পাততে গিয়ে পানীয় জলের পাইপলাইন ফাটিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে ওয়ার্ডের বহু বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে। এসবের দ্রুত মেরামতি প্রয়োজন। আমরা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিকদের যত্ন নিয়ে কাজ করার আবেদন জানিয়েছি।'

গত বছরের ডিসেম্বরে শিলিগুড়িতে বিদ্যুতের ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা শুরু হয়। ২৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি ওয়ার্ডে মোট ২২০ কিলোমিটার রাস্তায় এই ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা হচ্ছে। বেশিরভাগ এলাকাতেই ৩৩ হাজার এবং ১১ হাজার ভোল্টের হাই টেনশন বিদ্যুৎ কেবল মাটির তলা দিয়ে যাবে। ফলে রাস্তায় বসানো খুঁটিতে শুধুমাত্র লো টেনশন লাইনের তার থাকবে। হিলকার্ট, বিধান ও সেবক রোডের পাশাপাশি কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্ত ধরনের কেবল মাটির তলা দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি থাকছে না। সেখানে আলাদাভাবে পথবাতির জন্য বিশেষ খুঁটি পোঁতা হবে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্তারা বলছেন, 'ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা শেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হবে।'

তবে, যে সমস্ত ওয়ার্ডে কেবল পাতার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে, বর্ষা শুরু হতেই সেখানকার পথের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। জলকাদায় মাখামাখি রাস্তায় চলতে গিয়ে মেজাজ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আটকাচ্ছে সাইকেল, বাইক ও গাড়ির চাকা। বিদ্যুৎ সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, একাধিক ওয়ার্ডে কেবল পাতার কাজ শেষ হওয়ার পর বাকি কাজগুলো হচ্ছে। সেটা হয়ে গেলেই পুরনিগমকে চিঠি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের জন্য জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে, ১৯টি ওয়ার্ডের পুরো কাজ শেষ হতে আগামী বছরের ডিসেম্বর অবধি সময় প্রয়োজন।

ঘরুগছে কর্মীসভা

চোপড়া, ২৭ জুন : ঘরুগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী বৈঠক হল চোপড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে। সংগঠনের জেলার প্রচার সম্পাদক রাজীব সিংহ জানান, এদিনের বৈঠকে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ রায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ধরলায় ডুবে মৃত্যু দুই পড়ুয়ার

ময়নাগুড়ি, ২৭ জুন : ধরলা নদীতে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে আরেক স্কুল পড়ুয়া। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিট ব্রহ্মপুর ঠাকুরের ডাঙ্গা এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অমৃত রায় (১২) ও কমলেশ রায়ের (১২)। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে নয়ন মণ্ডল নামের আরেক স্কুল পড়ুয়া। তারা তিনজন একে-অপরের বন্ধু ছিল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ধরলা নদীর যেখানে সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বালি মাফিয়ারা বালি তোলে। সেজন্য নদীতে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। আর নদীখাতের সেই গর্তে ডুবে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। ঘটনার পর বেআইনি বালি উত্তোলনের প্রতিবাদে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা।

মৃত অমৃতের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি খোলারবাড়ি এলাকায়। সে দিন তিনেক আগে মায়ের সঙ্গে ঠাকুরেরডাঙ্গায় মামার বাড়িতে এসেছিল। কমলেশ ও নয়নের বাড়ি ঠাকুরেরডাঙ্গা এলাকাতেই। নদীর গভীরতা এতটাই বেশি ছিল যে তারা তিনজন নদীর মধ্যে থাকা একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। সাঁতার জানত কেবল নয়ন। সে কোনওভাবে গর্ত থেকে উপরে উঠে এসে চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করে। স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজির পর গর্তের মধ্যে থেকে অমৃত ও কমলেশকে উদ্ধার করে।

কালিম্পংয়ের কফির ব্র্যান্ডিংয়ে উদ্যোগ প্রশাসনের

দার্জিলিং চায়ের সুবাস ছাপিয়ে যাচ্ছে কফি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : দার্জিলিংয়ের চা যেমন বিশ্ববিখ্যাত, ঠিক সেভাবেই কালিম্পংয়ের কফিকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে চাইছে সরকার। জেলায় পরীক্ষামূলক কফি চাষ সফল হওয়ার পর এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কফি চাষের অগ্রগতি ঘটাতে জেলা শাসকের উদ্যোগে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে।

ওই কমিটিতে জেলা প্রশাসন, উদ্যানপালন বিভাগ এবং কফিচাষিদের প্রতিনিধি রয়েছেন। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলছেন, 'কালিম্পংয়ে কফি চাষের মাধ্যমে এখানকার অর্থনীতিকে আরও উন্নত করা এবং বিদেশের বাজারে কফি রপ্তানিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' উল্লেখ্য, কালিম্পংয়ের কফি চাষকে প্রথম তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সিঙ্কোনা প্রকল্পের অধীনে ২০১৩-১৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কফি চাষ শুরু হয়। ইতিমধ্যে ওই পরীক্ষায় সাফল্য মিলেছে। যার জন্য প্রকল্পের অধীনে থাকা মংপু, রংগু, জলঢাকা, মনসুং ডিভিশনে অনেকটা জায়গাজুড়ে কফির চাষ হচ্ছে। সেই কফি স্থানীয়ভাবে আউটলেটের মাধ্যমে বিক্রিও করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এখানকার উৎপাদিত কিছু কফি দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে বলে প্রকল্প অধিকর্তা ডঃ স্যামুয়েল রাই জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'সিঙ্কোনা প্রকল্পে উৎপাদিত কফি অত্যন্ত সুস্বাদু। বাজারে চলতি যে কোনও কফির সঙ্গে স্বাদ, গন্ধে টেক্কা দিতে পারে এই কফি।'

এই সাফল্যের পর এবার কালিম্পং জেলায় কফি চাষের এলাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ের সার্কিট হাউসে কফি চাষের উন্নয়ন নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। বৈঠকে জেলা শাসক, উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি কয়েকজন কফিচাষি এবং কৃষক সংঘের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

> কালিম্পংয়ে কফি চাষের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও উন্নত করা এবং বিদেশের বাজারে কফি রপ্তানিই আমাদের লক্ষ্য।
>
> **-বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি**
> *জেলা শাসক, কালিম্পং*

কফি চাষের পরিধি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন প্রস্তুতি নেওয়া, চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ, কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য এই বৈঠক থেকে জেলা স্তরের একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক জানান, ব্লক স্তরেও কমিটি তৈরি করা হবে। তাঁর বক্তব্য, 'দার্জিলিংয়ের চায়ের যেমন বিশ্ববাজারে একটা ব্র্যান্ডিং রয়েছে, কালিম্পংয়ের কফিকেও ব্র্যান্ডিং করা আমাদের লক্ষ্য। উৎসাহী কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হবে।'

ট্রেনে কাটা

চোপড়া, ২৭ জুন : চোপড়ার কালাগছ অঞ্চলে ট্রেনে কাটা পড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের মৃত্যু হল। আনুমানিক ৩০ বছর বয়সি ওই তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

আগাছায় ছেয়েছে প্রতীক্ষালয়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য একসময় দার্জিলিং মোড় থেকে জ্ঞানজ্যোতি মোড় পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বসে যাতে যাত্রীরা তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে পারেন, তাই এগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

যদিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলির বর্তমানে শোচনীয় অবস্থা। কোথাও যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের সামনের জায়গা আগাছায় ভরে গিয়েছে, কোথাও আবার যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আগের মতো বসার অবস্থা আর নেই। এবিষয়ে স্থানীয়দের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, শুধু নামেই যাত্রী প্রতীক্ষালয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল দশা যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের। পাথরঘাটায়।

ওই এলাকায় বসতি গড়ে ওঠার পাশাপাশি সারাদিন ধরে বহু স্কুল পড়ুয়া যাতায়াত করে। সুকনার দিকে যাওয়ার জন্য অনেকে ওই এলাকায় অটো, গাড়ি বা ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করেন। অনেক সময় তাঁদের দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এই কথা মাথায় রেখে এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল।

এলাকায় যেতে নজরে পড়ল, কার্যত প্রায় সবগুলি যাত্রী প্রতীক্ষালয় আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। এমনকি সেই জায়গাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, কিছুক্ষেত্রে যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার মতো পরিস্থিতিও নেই।

স্থানীয় অমর শর্মার কথায়, 'প্রায় দু'বছর আগে যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। তাই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।' এলাকার আরেক বাসিন্দা অনুপ থাপা বলেন, 'কর্তৃপক্ষের উচিত যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদি সেখানে দাঁড়ানো বা বসার মতো পরিস্থিতি না থাকে তাহলে মুশকিল।' পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবি জোরালো হয়েছে।

প্রথা ভেঙে মদনমোহনের রথযাত্রা, জোর বিতর্ক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ জুন : রাজ আমলের প্রথা ভেঙে এবার মদনমোহনের রথযাত্রা হল। রাজ আমলের নিয়ম অনুযায়ী রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধিই প্রথম দড়ি টেনে মদনমোহনের রথযাত্রা শুরু করেন। সেই নিয়ম মানতে শুক্রবার বিকেলে অসুস্থ শরীরেও মদনমোহনবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন অজয় দেববক্সী।

তিনি বর্তমানে রাজপরিবারের ধর্মীয় প্রতিনিধি। কিন্তু রীতি ভেঙে তাঁকে উপেক্ষা করেই রথের চাকা গড়াল। তিনি যখন মদনমোহনবাড়িতে বসে রয়েছেন তখন তাঁর অজান্তেই কর্তৃপক্ষ অন্যদের নিয়ে রথযাত্রা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। ইতিহাসে এই প্রথমবার মদনমোহনের রথযাত্রার নিয়মভঙ্গ হল বলে আক্ষেপ করছেন অজয়। তাঁর বদলে নেতা-আধিকারিকদের দিয়ে রথের দড়ি টানানোয় অপমানিত বোধ করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

অজয় বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী আমি দড়ি না টানলে রথ যাবে না। আমি তখন মদনমোহনবাড়িতে বসে রয়েছি। একজন এসে বললেন আপনাকে দড়ি টানতে হবে, চলুন। আমি যেতে যেতেই দেখলাম রথ চলা শুরু করে দিয়েছে। তারপর আমি বাড়ি চলে এলাম। আয়োজকরা জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, নেতাদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাকে কেউ পাত্তাই দিল না। চূড়ান্ত অপমান করা হল আমাকে।'

এদিন বিকেলে মদনমোহনবাড়িতে থাকা কাঠামিয়া মন্দিরে মদনমোহনের পুজো ও অঞ্জলি হয়। এরপর মদনমোহনকে রথে তোলা হয়। মন্দিরে বৈরাতি নৃত্য সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আগে থেকেই হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন রথের দড়ি টানার জন্য।

কোচবিহারে মদনমোহনের রথযাত্রায় ভক্তদের উল্লাস। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

পুজো শেষে রথের দড়ি টেনে রথযাত্রা শুরুর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি অরবিন্দকুমার মিনা, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ অন্যরা। কিন্তু যাঁর হাত দিয়ে রথের প্রথম দড়ি টানার কথা, সেই অজয় দেববক্সীই সেখানে ছিলেন না। তাঁকে ছাড়াই কীভাবে রথযাত্রা শুরু করা হল? এই প্রশ্নের জবাবে সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'আমি ওখানে ছিলাম। তবে এরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

এই ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের তরফে নিন্দার ঝড় উঠেছে। কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেছেন, 'ঐতিহ্যবাহী নিয়মকে এভাবে অমান্য করা একটি বড় আঘাত ও লজ্জার। যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা যদি সঠিকভাবে কাজ করতেন তাহলে এরকম ঘটনা হত না। ধর্মীয় সংস্কৃতির উপর এভাবে আঘাত করা উচিত নয়।'

বিমানে মৃত্যু

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা যাত্রীর। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ওড়ার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। আরজি করে দেহ পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে ধৃত

বীরভূমের লাভপুরে বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হল তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে মহম্মদ কাইফ। ধৃতের বয়স ১৯। বোমা বিস্ফোরণের অন্যতম কান্ডারি হিসেবে তাকে মনে করছে পুলিশ।

ছাত্রীকে হেনস্তা

বাংলায় কথা বলায় দুই ছাত্রীকে হেনস্তা করা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অবাঙালি আগ্রাসনের দিকে আঙুল তুলেছে 'আমরা বাঙালি' দল। ঘটনা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

উদ্ধার বাইক

হাড়োয়ায় ধরা পড়ল বাইক চুরি চক্র। ৬টি বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত দুই অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। শহরজুড়ে বাইক সহ অন্যান্য যান চুরি চক্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিলোত্তমায় ফের নারী নিগ্রহ

স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের

কলকাতা, ২৭ জুন : ঠিক ছ'মাস আগেও প্রতিবাদের স্বরে মুখরিত হয়েছিল তিলোত্তমা। কলকাতার রাজপথ ঢেকেছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' লেখনীতে। আন্দোলনের তীব্রতা ছুঁয়েছিল রাজ্য সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দেশে। রাতের কলকাতার দখল নিয়েছিলেন মহিলারা। এখনও সেই স্মৃতি মুছে যায়নি। কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন অভয়া। এবার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণধর্ষণের ঘটনায় ফের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কসবা-কাণ্ড স্মৃতি উসকে দিল আরজি করের। এই ঘটনায় সর্বতোভাবে কসবা কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁদের মেয়ে একদিন ঠিক বিচার পাবে। আইনের প্রতি তাঁদের আস্থা রয়েছে। তাই যে কোনওরকম আইনি সহযোগিতা তাঁরা এই ঘটনায় দিতে রাজি বলে জানিয়েছেন আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার। আরজি কর কাণ্ডে রাজপথে আন্দোলনের ঝড় তুলেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। এখনও বিচার হয়নি অভয়ার। এই পরিস্থিতিতে ফের কসবার ঘটনায় গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়ে পথে নামার দাবি করেছেন তাঁরা। নাগরিক সমাজকে পাশে থাকার আহ্বান করেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা।

আরজি করের ঘটনায় নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টে এখনও চলছে বিচারের দর কষাকষি।

> মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।
>
> **কিঞ্জল নন্দ**

অগাস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডের একবছর পূর্ণ হবে। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনার শিকার হয়েছেন পড়ুয়া। তাঁকে নিজের মেয়ের মতো বললেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি বলেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটার পর প্রতিবেশীরা সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কোনও ঘটনা ঘটলে তার পরের পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এখন এই পরিবারের সঙ্গেও তা ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা এই পরিবারের পাশে রয়েছি। সমস্তরকম আইনি সাহায্য করতে রাজি। গণআন্দোলনেও শামিল থাকব।' এই ঘটনার পরই পথে নেমেছে অভয়া মঞ্চ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার চিকিৎসকরা কসবা থানায় ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা হবে বলে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, 'ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন প্রয়োজন। আরজি করের সময় শাসক দলের সঙ্গে যুক্তদের দেখা গিয়েছিল। এখন বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তীব্র গণআন্দোলন দরকার। প্রশাসনের ওপর সমান্তরাল চাপ সৃষ্টি করা দরকার। গ্রেপ্তার হওয়া মানে শাস্তি পাওয়া নয়।'

আরেক চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'মাথায় দাদা-দিদির হাত থাকলে অনেকে ধরাকে সরা মনে করে। এরপর দেখা যাবে এরাও বেরিয়ে যাবে। এটা আমার কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।' চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া বলেন, 'এই ধরনের ঘটনাগুলি আটকানোর জন্য আমরা পথে নেমেছিলাম। কিছু মাস পরেই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শাসক দল ঘনিষ্ঠ। নাগরিক সমাজকেও আমরা পাশে থাকার আবেদন করছি।'

অভিযুক্তের শাসক ঘনিষ্ঠতার বহু প্রমাণ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ জুন : সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র এখনও তৃণমূলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও তিনি দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য পদে রয়েছেন। আর দলের এই সক্রিয় কর্মীর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল। বিষয়টি জানার পর কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে দিঘা থেকেই ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনা সামাল দিতে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়কে বলেন মমতা। অভিযুক্তর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের ছবি সামনে এসেছে। ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন অভিযুক্ত। পরিস্থিতি কিভাবে সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ থেকে ২০২২ সালে পাশ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনও পদে না থাকলেও অস্থায়ী কর্মী হিসেবেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলিপুর দায়রা আদালতে তিনি নিজেকে ক্রিমিনাল আইনজীবী বলে পরিচয় দিতেন। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্টও ছিলেন একসময়। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেইমতোই ওই নির্যাতিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

তবে আরজি করের পর ফের শিক্ষাঙ্গণে ধর্ষণের ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল ও রাজ্য সরকার। এদিনই দিঘা থেকে রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ফিরহাদ হাকিমকে ফোন করেন মমতা। তবে অভিযুক্ত এখনও দলের কোনও পদে নেই বলে সাফাই দেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল।

তৃণমূলের অনেক শীর্ষনেতার সঙ্গে অভিযুক্তের ছবি।

হওয়ার জন্য দক্ষিণ কলকাতার নেতাদের ধরাধরি শুরু করেছিলেন। কলেজে থাকাকালীনই মারধর করার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। এর আগেও বহু ছাত্রীকে জিএস করার টোপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। এই নির্যাতিতাকেও জিএস করার টোপ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার এদিনই মমতার নির্দেশে তৃণমূল ভবনে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'এই রাজ্যে অভিযুক্তদের মালা পরানো হয় না। আমরা অপরাজিতা বিল তৈরি করেছি। কিন্তু রাজ্যপাল তা অনুমোদন দেননি। আমরা চাই এই ঘটনার কঠোরতম শাস্তি হোক। আমরা ধর্ষকদের প্রশ্রয় দিই না।'

সোনার ঝাড়ুতে রাস্তা ঝাঁট মুখ্যমন্ত্রীর, সঙ্গে ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাস ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (ওপরে)। রথযাত্রায় শামিল বিদেশিরা (মাঝে)। দিঘার রাস্তায় মানুষের ঢল (নীচে)। ছবি-পিটিআই।

মাহেশের রথযাত্রা... শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নাবালিকার মৃত্যুতে এনআইএ চান সুকান্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : কালীগঞ্জে নাবালিকা খুনের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে তামান্নার পরিবার। শুক্রবার কালীগঞ্জে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সুকান্ত বলেন, 'তামান্নার পরিবার যদি সিবিআই তদন্ত চায়, তাহলে সেটাই হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনার তদন্তে এনআইএ ঢুকতেই পারে। ঘটনার সঙ্গে যেহেতু বোমা বিস্ফোরণের বিষয়টি জড়িত, তাই এনআইএ তদন্ত হলে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতরা সবাই গ্রেপ্তার হবে।'

নিহত তামান্না খাতুনের বাড়িতে রথের দিন যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। সুকান্তর দাবি, এব্যাপারে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও যাতে তামান্নার পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে না পারেন, তার জন্য আগেভাগেই দেবগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তামান্নার পরিবারকে। যদিও পুলিশের দাবি, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কৃষ্ণনগর জজ কোর্টে নাবালিকা খুনের ব্যাপারে তার বাবা-মায়ের জবানবন্দি রেকর্ড করানোর জন্যই তামান্নার বাবা-মাকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। মোলান্দি যাওয়ার পথে সেই খবর পেয়ে সুকান্ত বাড়িতে না গিয়ে কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের উদ্দেশে রওনা হন। জবানবন্দি দেওয়ার পর তামান্নার বাবা-মায়ের সঙ্গে আদালতের বাইরে দেখা করেন তিনি। পরে মোলান্দির বাড়িতেও যান। সুকান্তকে কাছে পেয়ে মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ফের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মা সাবিনা। তদন্তে আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'ওঁরা আমাদের দল করেন না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নয়, শুধু মানবিক কারণেই বিজেপি তাঁদের পাশে থাকতে চায়।'

গ্রামে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন সাবিনা। এদিনও দুই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ২৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও মাত্র ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি।

মৃত নাবালিকার মায়ের সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার। সংবাদচিত্র।

মমতার হাতে ঝাঁটা, রথ গড়াল দিঘায়

চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

দিঘা ও কলকাতা, ২৭ জুন : সমুদ্রের জোয়ারের গর্জন, আলোকসজ্জা, কীর্তনের ছন্দ আর চন্দনের সুগন্ধ মিশিয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দিঘা। সমুদ্র সৈকতের টানে বছরভর যে পর্যটকরা দিঘায় পৌঁছোতেন, তাঁরা এখন যাচ্ছেন জগন্নাথদেবের দর্শনে। দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ শুক্রবার সাক্ষী থেকেছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা দেখতে। অলিতে-গলিতে শুধুই কীর্তন ও হরিনামের সুর। নিম কাঠের বিগ্রহের দেবত্রয়ীর রথ প্রথমবার গড়াল সমুদ্র সৈকতের রাস্তায়। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথের নাম দেওয়া হয়েছে নন্দীঘোষ, তালধ্বজ, দর্পদলন। এই রথে চড়ে পাহান্ডি বিজয়ের মধ্যে দিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন জগন্নাথদেব। অবশ্যই মধ্যমণি থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পরই দিঘায় গড়াল রথের চাকা। লক্ষাধিক মানুষ শুধুমাত্র রথের রশি ধরার জন্য রাস্তার দু-ধারে সকাল থেকে অপেক্ষায় ছিলেন। ইসকনের সন্ন্যাসীদের হরেকৃষ্ণ নামের মধ্যে দিয়েই মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল জগন্নাথদেবের রথ।

উৎসব দেখতে বৃহস্পতিবার থেকেই দিঘায় ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ দিঘার প্রথম রথযাত্রার সাক্ষী থাকতে এসেছেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তদের ভিড়ে শুধুই হরেকৃষ্ণ আর জয় জগন্নাথ বাণী শোনা যাচ্ছে। মুছে গিয়েছে সমস্ত সীমানার গণ্ডি। খোল, করতাল হাতে সৈকতনগরীতে পায়ে পা মিলিয়ে নাচের মাধ্যমে শামিল সকলে। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিল কিছুটা খারাপ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর তার মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হল রথযাত্রা। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তা রথের সঙ্গে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের সঙ্গে হাতও মেলালেন। বোঝানোর চেষ্টা করলেন 'আমি তোমাদেরই লোক।'

সকাল ৯টায় পুজো শুরু হয়। ৫২ রকমের ভোগ দিয়ে জগন্নাথদেবকে পুজো দেওয়া হয়। বেলা ১টায় শুরু হয় আরতি। এরপর নিম কাঠের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বিগ্রহ তোলা হয় রথে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন। এদিনও বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ৩ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে মাসির বাড়ি পৌঁছোন। তবে দিঘায় রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের উন্মাদনা যে ক্রমেই বাড়ছে, তা বোঝা গেল জিলিপি, পাঁপড় ভাজার দোকান দেখে। স্থানীয় তপন মাইতি বলেন, 'দিঘার জগন্নাথ মন্দির আমাদের অনেকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উত্তম বারিক বলেন, 'দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ দিঘায় এসেছেন।'

দিঘার প্রসাদ হিন্দুদের নিতে মানা শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ জুন : রথযাত্রার মঞ্চ থেকেও ফের হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিলেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারী। দিঘার রথযাত্রার সূচনায় নারকেল না ফাটায়, অনুষ্ঠানের সূচিতা নিয়ে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু।

শুক্রবার বেলা সোয়া বারোটা নাগাদ কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে মহাজাতি সদনের বিপরীতে রথের অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু। সারা ভারত বাউল, কীর্তনিয়া শিল্পী সংসদ আয়োজিত এই রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার আগে মঞ্চ থেকে সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এসব জাতপাত সরিয়ে রেখে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। আমরা কেউ রামকৃষ্ণ আশ্রম, কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কেউ অনুকূল ঠাকুর আবার কেউ মতুয়া মহাসংঘের শিষ্য হতে পারি। সেই পরিচয় বজায় রেখেই সব হিন্দুদের এক হতে হবে। এটা সময়ের ডাক। সময় এসেছে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে জোট বাঁধুন তৈরি হোন।'

'২৬-এর নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিজেপি। রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী থেকে এদিনের রথযাত্রায় হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলাকেই পাখির চোখ করেছেন শুভেন্দু। রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি হিন্দু পথে নামবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছু জায়গায় রামনবমীর মিছিলে জনসমাগম হলেও, শুভেন্দুর ১ কোটির লক্ষ্য থেকে তা ছিল অনেক দূরে। এদিনও রথযাত্রা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, হিন্দুদের ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা নিয়ে বাধা এলেও, রামনবমী থেকে রথযাত্রা সবক্ষেত্রেই হিন্দুরা তাদের শক্তি দেখাবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য দখল করতে ধর্মীয় মেরুকরণই হাতিয়ার বিজেপির। হিন্দু ভোট একজোট করতেই রামনবমী থেকে শুরু করে রথযাত্রায় নেমেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে কতটা এগোনো গেল তা মাপতেই এই শক্তিপ্রদর্শন। উত্তর কলকাতার এই রথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ।

এদিন সরকারি উদ্যোগে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রাই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। দিঘায় নতুন মন্দির ও রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যবাসীর মধ্যে আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জনতা জনার্দনের সেই মনোভাব বুঝেই সরাসরি দিঘার রথ নিয়ে এদিন কড়া সমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'যতখুশি ভাস্কর্য তৈরি হোক, মন্দিরও হোক আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের চারধাম নিয়ে খেলা করার অধিকার কারও নেই। পুরীধামকে আপনি বদলাতে পারেন না।' তবে এদিনও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সামসুদ্দিনের তৈরি হালাল মিষ্টি কখনও হিন্দুরা জগন্নাথের প্রসাদ বলে গ্রহণ করবে না।' এরপর রথের রশি ধরে দু-টান দিয়েই শুভেন্দু তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

ফের চালু রেজিস্ট্রেশন

কলকাতা, ২৭ জুন : চার দফা সুযোগ পেলেও রাজ্যের স্কুলগুলির একাংশ এখনও মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করেনি। প্রায় ৯ হাজার স্কুল পড়ুয়াদের নথিভুক্ত করেছে। এখনও রেজিস্ট্রেশন বাকি প্রায় ১,৫০০ স্কুলের। তাদেরকে সময় দিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ফের অনলাইন পোর্টাল খুলছে ২৮ জুন। সকাল ১১টা থেকে ৫ জুলাই সকাল ১১টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

রিকশায় সওয়ারি 'জীবন্ত' জগন্নাথ, সুভদ্রারা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ জুন : হাতে টানা রিকশা। তাতে স্বয়ং বিরাজমান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। জীবন্ত দেবত্রয়ীকে দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়। আর তাতেই আনন্দে মশগুল তিন জীবন্ত দেবতা। বার বার ইতিউতি চেয়ে দেখছে তারা। কেউ কেউ এসে তাদের পায়ে প্রণাম ঠুকে যাচ্ছে। আসলে তারা বিশেষভাবে সক্ষম। তাদেরই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হিসেবে সজ্জিত অবস্থায় টানা রিকশায় বসানো হয়েছে। ওরাও চায় সমাজে সাধারণ মানুষের মতো প্রতিটি উৎসবে মুখরিত হতে। কিন্তু বাস্তবতা তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। এবার এই শিশুদের নিয়েই রথযাত্রার পূর্ণ তিথিতে অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল উত্তর কলকাতায়। কলকাতার পুরাতন ঐতিহ্য হাতে টানা রিকশাকে সামনে এনে দেওয়া হল বিশেষ বার্তা। সেইসঙ্গে এই মাহেন্দ্রক্ষণে মুখে হাসি ফুটল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের।

কারোর হাতে ঝাঁটা, কারোর হাতে ডান্ডিয়া, কারোর হাতে গঙ্গার জলসম্বলিত ঘট। ঝাঁট দিয়ে, গঙ্গার জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হল জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথের রাস্তা। সেই পথেই রিকশায় করে শ্যামপুকুর থেকে দরজিপাড়া পর্যন্ত চলল দেবত্রয়ীদের টানা রিকশা। কলকাতার বুকে বর্তমানে যা প্রায় বিলীন হতে বসেছে। গুটিকয়েক উত্তর কলকাতার রাস্তায় দেখা গেলেও এই ঐতিহ্য অবলুপ্তির পথে। তবে শহর তিলোত্তমা এখনও পুরোনো ঐতিহ্য এখনও বজায় রাখতে চায়। তাই হাতে টানা রিকশা করেই রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে পরিক্রমণ করানো হল। পরিক্রমায় অংশ নেওয়া অধিকাংশই শারীরিকভাবে সক্ষম। কেউ হাঁটল মায়ের হাত ধরে, কেউ ঠাকুমা বা দাদুর কোলে। অনেকে চলতে পারে না। তাদের বসার ব্যবস্তা করা হল ম্যাটাডোরে।

অভিভাবক সর্বাণী জানা বললেন, 'এদের তো কোনও অপরাধ থাকে না। তবে সমাজ কেন এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখে। কারোর পরিবারে এমন সন্তান হলে সেই পরিবারকেও অন্য চোখে দেখা হয়। এই দশকে এসেও আমরা কি সমাজে পরিবর্তন আনতে পেরেছি।'

উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় বললেন, '৩০ বছর ধরে আমরা রথযাত্রার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকি। প্রতিবছর হুইল চেয়ারে করেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পরিক্রমা করানো হয়। কিন্তু এই বছর হাতে টানা রিকশায় করানো হচ্ছে। আর এই শিশুদেরও আনন্দ উৎসবে অংশ নিতে ইচ্ছে হয়। তাই এই উদ্যোগ।'

শ্যামবাজারে বিশেষভাবে সক্ষমরা দেবতার বেশে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

দল চাইলে দায়িত্বের দৌড়ে দিলীপ

কলকাতা, ২৭ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন না দিলীপ ঘোষ। তবে দল চাইলে আবার দায়িত্ব নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, দলের নির্দেশ থাকলে তা মানতেই হবে তাঁকে। শুক্রবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর চাউর হতেই বাংলার গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষপর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। দিলীপ বলেন, 'আর ওসবের মধ্যে আমি নেই।' তবে দল সর্বসম্মতিক্রমে এরকম দায়িত্ব দিলে দিলীপ দলের নির্দেশ পালন করতে পিছপা হবেন না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪১ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ আষাঢ় ১৪৩২

নয়া ইতিহাস

৪১ বছর বাদে ফের মহাকাশ অভিযানে দ্বিতীয় কোনও ভারতীয়। ১৯৮৪ সালে গিয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি অন্তরীক্ষে গিয়েছিলেন। এবার বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শুধু মহাকাশে গেলেন তা নয়, প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। এই সাফল্য প্রত্যেক ভারতীয়র গর্ব।

রাকেশ থেকে শুভাংশু- মহাকাশ গবেষণায় দীর্ঘ পথ পার হল ভারত। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে তবে শুভাংশু পৌঁছোলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে। ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে শুভাংশু সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন গিয়েছে সেখানে। ২৮ ঘণ্টা পর ড্রাগন যানটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সফট ডকিং শুরু করে। মহাকাশ স্টেশনে ১৪ দিন থাকবেন এই ভারতীয় মহাকাশচারী।

উচ্ছ্বসিত শুভাংশুর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর পরিবারও এই সাফল্যে আপ্লুত। আগামীদিনে ভারতের গগনযান পাঠানোর যে পরিকল্পনা আছে, তাতে থাকবেন শুভাংশু। স্পেসএক্সের অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা গগনযানের অভিযানে কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। এর আগে চন্দ্রযান-৩, আদিত্য এল-১ মিশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল ভারত।

গোটা বিশ্বে মহাকাশ গবেষণায় গত চার দশকে প্রশ্নাতীত সাফল্য এসেছে। ভারতও একাধিক সাফল্য পেয়েছে। নানা সময় বহু উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারত। তার জেরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বহু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার এই সাফল্য সত্ত্বেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় ভারতীয়ের মহাকাশে যেতে কেন ৪১ বছর সময় লেগে গেল?

গগনযান তৈরি এবং উৎক্ষেপণে এত সময় লাগছে কেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। নভশ্চরদের নিরাপদে যাত্রা এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার দিকে নজর দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে বটে। কিন্তু শুধু সেই কারণে একটি প্রকল্পের শম্বুকগতিতে এগোনো কোনও যুক্তি হতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে মহাকাশ গবেষণা উত্তরোত্তর বেড়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া এবং চিনের অগ্রগতির ধারে-কাছে ভারত যেতে পারেনি।

এর অন্যতম বড় কারণ, ভারতে মহাকাশ গবেষণায় প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মহাকাশ গবেষণার জন্য ১৩,৪১৬.২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০২৪ সালে ওই বরাদ্দ পরিমাণ ১৩,০৪২.৭৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২.৮৬ শতাংশ বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু এই বরাদ্দ বৃদ্ধির তুলনায় গগনযানের মতো প্রকল্পে খরচ অনেক বেশি। গোড়ার দিকে গগনযান প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছিল ১০ হাজার কোটি টাকা। সেটা বেড়ে ইতিমধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এমন নয় যে, ভারত কম খরচে মহাকাশ গবেষণা করতে পারে না। কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে শুভাংশুরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছেন, সেটি নাসা এবং মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের স্পেসএক্সের যৌথ উদ্যোগ। বেসরকারি বিনিয়োগ ছাড়া এই মুহূর্তে বড় মাপের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতি অসম্ভব। ভারতের ইসরো ইতিমধ্যে স্পেসএক্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জিস্যাট এন২ উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে বেসরকারি বিনিয়োগকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে হামেশাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ ওঠে। কাজেই ইসরো ভবিষ্যতে এলন মাস্কের মতো ধনকুবেরের সংস্থার সঙ্গে বড় আকারে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইলে কাজটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করা দরকার। জাতীয় স্বার্থকে অসুরক্ষিত করে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

রাকেশ, শুভাংশুরা নিঃসন্দেহে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিশা দেখিয়েছেন। সেই দিশায় গবেষণার কাজের পরিধি বাড়াতে হলে যথেষ্ট রসদ জোগাড় প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বন্ধ করে মহাকাশ গবেষণায় সরকার অধিক নজর দিলে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নয়ন হবে, বিজ্ঞানমনস্কতারও প্রসার ঘটবে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অবরুদ্ধ দেশে আফ্রিকার 'নতুন মুক্তিসূর্য'

বারকিনা ফাসোর তরুণ প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। ভারতে তাঁর বয়সি বড় নেতা কই?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দেশটার উত্তর-পশ্চিমে মালি। উত্তর-পূর্বে নাইজার। দক্ষিণ-পূর্বে বেনিন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আইভরি কোস্ট। দক্ষিণে ঘানা ও টোগো।

একেবারে সব দিক বন্ধ। ছয় দেশ দিয়ে অবরুদ্ধ একেবারে।

এই আফ্রিকান দেশটার নাম বারকিনা ফাসো। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৪৪টি দেশ ভূগোলের বিচারে ডেড লকড। মানে এসব দেশের কোনওদিকেই সমুদ্র নেই। যেমন পাশের ভুটান, নেপাল ও আফগানিস্তান। বারকিনা ফাসোও তাই।

এসবের মধ্যে বারকিনা ফাসোকে নিয়ে লিখতে বসার একটাই কারণ। হঠাৎই এক অদ্ভুত কারণে বিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে দেশটা।

এমনিতে ইউরোপ বাদে অবরুদ্ধ দেশগুলোর অবস্থা শোচনীয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লেগেই থাকে। আন্তর্জাতিক জল না থাকা এক বিশাল সমস্যা। সেখানে জল পাওয়ার লড়াই প্রবল। তার জন্য নিয়মিত রক্ত ঝরে, গুলি চলে, অর্থ লুটপাট লেগে থাকে।

এমন প্রেক্ষাপটেই বারকিনা ফাসোর মিলিটারি শাসক ইব্রাহিম ট্রায়োরের নাম উঠছে বারবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তাঁকে নিয়ে অসংখ্য সব ভিডিও। যেখানে ট্রায়োরে কতটা মহান দেখানো হচ্ছে। তাঁর মহানুভবতার গল্প ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রান্তে। বিদেশি এয়ার হোস্টেস তাঁর চেহারা দেখে ব্যঙ্গ করছে, অথচ ট্রায়োরে নির্বাক। এতটাই নাকি মহানুভব ও ক্ষমাশীল।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি। কোনটা সত্যি, কোনটা ফেক- খুঁজে বের করা কঠিন। এমনও ভিডিও পাবেন, যেখানে জাস্টিন বিবের, রিহানা, বিয়ন্সে গান গাইছেন ট্রায়োরেকে কুর্নিশ করে। কেউ বলছে কবিতা। বিতর্কিত আমেরিকান গায়ক আর কেলি চোখে জল নিয়ে গাইছেন, 'গড প্রোটেক্ট ইব্রাহিম ট্রায়োরে'। অবশ্যই এআই দিয়ে তৈরি। বিবের, রিহানা, বিয়ন্সেও জীবনে এমন কোনও গান করেননি।

ট্রায়োরের বয়স মাত্র ৩৭। তিনি যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর সুবিধে নেবেন, তা জানা কথাই। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি যখন ক্ষমতা দখল করেন, তাঁকে কেউই চিনত না দেশে। এখন একটি ভাষণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর আমূল বদলে গিয়েছে ছবি। সেখানে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তা কে লিখে দিয়েছেন, প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন নেই একটা ব্যাপার নিয়ে। ভাষণের আবেদন ছিল মারাত্মক। অবধারিতভাবে কোনও বিখ্যাত লেখক লিখে দিয়েছেন।

ক্ষমতায় আসার পরই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এতদিন এলাকার দাদা ফ্রান্সকে মানতে রাজি নন আর। ফ্রান্সকে তাড়িয়ে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে চান। সেই পুরোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, রাশিয়াকেও ঠিক কমিউনিস্ট দেশ বলা কঠিন। তবু পুতিনের কথামতোই চলছেন ট্রায়োরে। আর্থিক নীতি অনেকটাই বামঘেঁষা। বারকিনা ফাসোর খনিজ দ্রব্য প্রচুর। সোনার খনিই অনেক। এতদিন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়ার মালিক ছিল সোনার খনির। বারকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট সব চুক্তি বাতিল করে সরকারের হাতে নিয়ে নিয়েছেন সব স্বর্ণভাণ্ডার।

২০২৩ সালে তিনি রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে অধিকাংশ আফ্রিকান নেতার সামনে বলেছিলেন, 'পুতুলদের মতো আচরণ বন্ধ করুন। যে পুতুলগুলো নাচে শুধু সাম্রাজ্যবাদের দালালরা দড়ি ধরে টানাটানি শুরু করলে।'

ওই একটা ভাষণ থেকে স্পষ্ট, তিনি শুধু বারকিনা ফাসো নন, পুরো আফ্রিকা মহাদেশের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চান। রাশিয়ান মিডিয়াও তাঁকে দারুণ প্রচার দিয়েছিল সে সময়।

বারকিনা ফাসোতে অতীতে টমাস সাঙ্কারা নামে এক কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত 'আফ্রিকার চে গেভারা।' ইতিমধ্যেই সাঙ্কারার সঙ্গে ট্রায়োরের তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে বলছেন, ওই সাঙ্কারা কি আবার ফিরে এলেন? ট্রায়োরে যেভাবে উঠে এসেছেন, সেই সামরিক অভ্যুত্থানে উঠে এসেছিলেন সাঙ্কারা। তখন তিনি ৩৩। চার বছর আর একটি অভ্যুত্থানে সাঙ্কারা নিহত হন।

একটা সময় আফ্রিকান মহাদেশে এমন কিছু মুখ ছিল, যাঁদের প্রভাব বিশ্ব রাজনীতিতে দারুণ ছিল। অতি পরিচিত ছিলেন তাঁরা। লাইবিরিয়ার আয়রন লেডি এলেন জনসন সারলিফ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসি, জিম্বাবোয়ের রবার্ট মুগাবে, জাম্বিয়ার কেনেথ কাউন্ডা, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা, মিশরের মুবারক, সাদাত ও আসাদ, ঘানার কোফি আন্নান, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুলুম্বা, তাঞ্জানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, সেনেগলের লিওপোল্ড সেনঘর।

তাঁরা ক্রমশ অস্তমিত হওয়ার পর দিকচক্রবালের পুরোটা জুড়ে শূন্যতা।

সেই জায়গাটা নিতে মরিয়া ট্রায়োরে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দুটো ভাষায়। ফরাসি ও ইংরেজি। সেখানে মুণ্ডুপাত হয় ইউরোপিয়ানদের। কথাগুলো খুব দ্রুত স্পর্শ করেছে তরুণ প্রজন্মের আফ্রিকানদের। সেসব দেশে এখনও বর্ণবৈষম্য, ক্রীতদাস প্রথা শেষ হয়ে যায়নি। কারও কাছে ট্রায়োরে হয়ে উঠেছেন 'সেন্ট ট্রায়োরে'।

সন্ন্যাসী ট্রায়োরে? অথচ কথাবার্তায় কমিউনিজমের ছাপ! এই যে বিপ্লব, তার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে একনায়কতন্ত্রের পদধ্বনি। আমাদের দেশ বা রাজ্যের বর্তমান ও অতীতে চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হবে আরও। বিশেষ করে কারও নাম না করলেও চলে।

বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার একটা মানচিত্র প্রকাশিত হয় প্রতিবার। তাতে দেশগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। পুরোপুরি স্বাধীন। আংশিক স্বাধীন। পরাধীন। বেগুনি রং দিয়ে পরাধীন দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। হলুদ রং দিয়ে আংশিক স্বাধীন দেশকে। সবুজ মানে পুরোপুরি স্বাধীন। আমরা ইদানীং প্রতিবারই থাকি হলুদ রংয়ের ছায়ায়। এখানে শুধু চিন, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া নয়, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশকে দেখানো হচ্ছে পরাধীন হিসেবে। বাকস্বাধীনতা নেই। স্বাধীন বলতে আফ্রিকায় দেখানো হয়েছে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, বৎসোয়ানা, সেনেগল ও ঘানাকে।

দুটো জিনিসকে সূচক ধরা হয়েছে স্বাধীনতা মাপতে গিয়ে। গ্লোবাল ফ্রিডম ও ইন্টারনেট ফ্রিডম। ভারতে জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে নানা রকম দিবস পালন করছে মোদি সরকার। বলা হচ্ছে, স্বাধীনতার আর একবার মৃত্যু হয়েছে। সবই ভোটের কথা ভেবে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে গ্লোবাল ফ্রিডমে ভারতকে দেওয়া হয়েছে ১০০-তে ৬৩, ইন্টারনেট ফ্রিডমে আরও কম- ১০০-তে ৫০। তাই আমরা আংশিক স্বাধীনের দলে। বাংলাদেশও তাই। তাদের নম্বর সেখানে ৪৫ ও ৪০। পাকিস্তান ৩২ ও ২৭। ইন্টারনেটের প্রেক্ষাপটে তারা পরাধীন।

এই যে বারকিনা ফাসোর ট্রায়োরে এত কথা বলছেন, সেখানে ইন্টারনেট ফ্রিডম বলতে কিছু নেই। গ্লোবাল ফ্রিডমেও তারা পরাধীনদের দলে। ১০০-র মধ্যে মাত্র ২৫। অথচ কী মজা দেখুন, ট্রায়োরেকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে হাইপ তৈরি করা হচ্ছে, তার প্রধান অস্ত্র ইন্টারনেট। উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনও নিজেকে এভাবে বিশ্ব চরাচরে নিজেকে তুলে ধরতে পারেননি। অথচ তিনি ১৩ বছর ধরে ক্ষমতায়।

স্বাধীনতার সূচকে যে দেশগুলোকে পরাধীন দেখানো হচ্ছে, তার অধিকাংশতেই একনায়কদের জঙ্গল। আমরা ভাগ্যবান, এই পরিস্থিতি ভারতে অন্তত সরকারিভাবে নেই। আবার এটাও সত্যি, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পরেও আমরা বিশ্বের বিচারে পূর্ণ স্বাধীন হতে পারলাম না। আংশিক স্বাধীনদের মধ্যে পড়ে রয়েছি আজও। বাক স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো নেতারা কি এমন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন? জরুরি অবস্থার অজস্র খারাপ দিকের মধ্যে একটা ভালো দিক ছিল, সরকারি অফিসগুলো ঠিকঠাক সময়ে চলত। সময়ে চলত ট্রেন। ঘুষ নেওয়ার লোক কমে স্রেফ ভয়ে। আজ ওই ব্যবস্থাগুলোর আদৌ উন্নতি হয়েছে কি? ট্রায়োরের বয়সি তরুণ নেতারাই বা সর্বভারতীয় স্তরে উঠছেন কই?

অবশ্য ট্রায়োরে সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন হবে দেশে। সব প্রতিশ্রুতি জলে। দেশের তেমন উন্নতি হয়নি। ফ্রান্সকে দূরে সরিয়ে তিনি যে এখন রাশিয়া-তুরস্ক শিবিরে খোলাখুলি চলে গেলেন, তারা কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বলা হচ্ছে, ট্রায়োরের ভালো যোগ রয়েছে রাশিয়ার বহু আলোচিত প্রাইভেট মিলিটারি সংস্থা ওয়াগনারের সঙ্গে।

ট্রায়োরে প্রথমে ছিলেন নীচুতলার মিলিটারি অফিসার। তাঁর উত্থান রকেটের গতিতে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের একটি খবর হতচকিত করে দিয়ে যায়। অভ্যুত্থানের পর তিনি যখন রাজধানীওয়াগাডুগুতে ঢুকছেন, সে সময় যে জনতা তাঁর দিকে জাতীয় পতাকা দেখাচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল রাশিয়ান পতাকা তারপর থেকে আলোচনা প্রবল, বর্তমান আফ্রিকার সবচেয়ে আলোচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসার পিছনে রাশিয়ার হাত রয়েছে কি না।

অবশ্যই এই মুহূর্তে ৩৭ বছরের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিশ্ব দুই ভাগ। একদল তাঁকে চে গেভারার মতো আইকন হিসেবে দেখাচ্ছেন। একদল বলছেন, প্রচারপ্রিয় বলিয়ে কইয়ে ধান্দাবাজ। ট্রায়োরে বুদ্ধি করে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত বোঝাচ্ছেন, বৃদ্ধদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তরুণদের শীর্ষে আনাই তাঁর লক্ষ্য। ক'দিন আগে দেশের কয়েকশো নাগরিককে খুন করে ট্রায়োরের সরকার ও জিহাদিরা মিলে। ট্রায়োরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ঝুলছে- তিনি নাকি সোনার খনিগুলো বিদেশিদের হাত থেকে কেড়ে নিজেই পকেট ভরছেন। সব আমাগো দেশের গল্প হয়ে যায়।

কেউ কেউ আবার গদি পেলে ছাড়তে চান না। ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া ৪৩ বছর নট নড়নচড়ন। আগের সাত বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব ধরলে শাসনকাল ৫০ বছর। ইকোয়েটেরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট এমবাসোগো ৪৩ বছর ধরে এক পদে। এই যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই ১৯৮৯ থেকে পদে। আফ্রিকায় কঙ্গো, উগান্ডা, এরিট্রিয়া- সব দেশেই মিলিটারিরা ক্ষমতায় এসে আর যান না।

আসলে একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে একটা অতিসূক্ষ্ম ফারাক রয়েছে। সেটাই কখনও এক হয়ে যায় সবার অজান্তে। বহু মৃত রাষ্ট্রনায়কের জীবন তা বলে দিয়ে গিয়েছে, বহু রাষ্ট্রনায়ক জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন আজও। আমি, আপনি ও আপনারা সবাই তাঁদের নাম শুনেছি। চিনি। কখনও বন্দনা করি, কখনও ভাসিয়ে দিই সমালোচনার তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দায়।

আজ

১৯২১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও।

১৯৭২

বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের দেশের নিউক্লিয়ার কেন্দ্রগুলোর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এত বড় ক্ষতি ভাবা মুশকিল। তবে আমি স্পষ্ট বলতে চাই, কোনও দেশের সঙ্গে নতুন কোনও চুক্তি বা কথাবার্তা এখনও হয়নি। ইরানিদের স্বার্থে আমরা পদক্ষেপ করব।

- আব্বাস আরাগচি
(ইরানের বিদেশমন্ত্রী)

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাঁচির পুকুর-নদী উপচে জল রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। জলের সঙ্গে মাছের ঝাঁক রাস্তায় কিলবিল করছে। মাছ ধরতে পথে মানুষের ঢল। কেউ খালি হাতে, কেউ বা মশারি দিয়ে মাছ ধরছেন। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

পাটনার গঙ্গায় সেতুর ওপর দুই বাইকারের কেরামতি। একজন দ্রুতবেগে বাইক চালাতে চালাতে হ্যান্ডল ছেড়ে বাইকের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশের জন হেলতে দুলতে স্পিডে বাইক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্টান্টবাজদের দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ।

উত্তরের পাঁচালি

শ্মশানে শান্তি

আক্ষরিক অর্থেই এখানে আজকাল খুব শান্তি। রায়গঞ্জ পুরসভার তত্ত্বাবধানে বন্দর শ্মশানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জায়গাটি এক কথায় দারুণ সুন্দর এক পার্কে বদলে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই, বাইরে থেকে কেউ এই শহরে এলে একবার এখানে ঢুঁ মেরে যেতে চান। এই শ্মশানের ইতিহাস বেশ প্রসিদ্ধ। লোকে বলে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান এই শ্মশানে রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই তন্ত্রসাধনা করতেন। এলাকাটি সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের বহু স্মৃতি বহন করে। একসময় এলাকা অনেকটা বড় হলেও জবরদখলের পাল্লায় পড়ে সেই জমির অনেকটাই লোপাট হয়েছে। তবু একে ঘিরে শহরের অনেকটাই গর্ব। দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষ্যে এই শ্মশানঘাটে বিরাট মেলা বসে। বৈশাখী চড়কের মেলাও বসে। অনেকে তাতে শামিল হন। প্রচুর আনন্দ করেন। ছটপুজোর সময়ও এখানে লোকসমাগম চোখে পড়ার মতো। সমস্যা বলতে, শ্মশানের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তাতে দৃশ্য দূষণের পাশাপাশি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সমস্যা মেটাতে পুরসভা যাতে ব্যবস্থা নেয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

-সুকুমার বাড়ৈ

গর্ব।। রায়গঞ্জের বন্দর শ্মশান।

মানুষের পাশে

পূজা মোক্তার।

পূজা মোক্তার শিলিগুড়ির আশরাফনগরের বাসিন্দা। ছোট থেকেই সংসারে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেন। মোটে ১৩ বছর বয়স। তুলে নেন জীবনভার নিজের কাঁধে। স্থির করলেন দারিদ্র্যকে জয় করবেনই। সেই শুরু জীবনসংগ্রাম। সংসারের হাল ধরতে নদীতে সুপারি পারাপারের কাজ শুরু করলেন। আর সেই করতে গিয়ে নদীতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। দাম্পত্য জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ওই যে জীবনযুদ্ধে হার না মানা ও বেঁচে থাকার ক্ষুধা। শত বাধা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি তাঁর এক মনোভাব জন্মাল। ইতিবাচক। এরপর বয়স যতই বেড়েছে ততই সমাজসেবায় জড়িয়েছেন। ভক্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাঁরই উদ্যোগে তৈরি। দুঃস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শবদাহ, মৎস্যমুখীর আয়োজনে তিনি সদাই এগিয়ে। বহু অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ভবঘুরেদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। এখনও তিনি তাঁর সাধ্যমতো দুঃস্থ পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে থাকেন।

- সম্পা পাল

প্রযুক্তির প্রেমে বড় হয়ে ওঠে নোটিফিকেশন

রোমান্স কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল? প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে।

রুদ্র সান্যাল

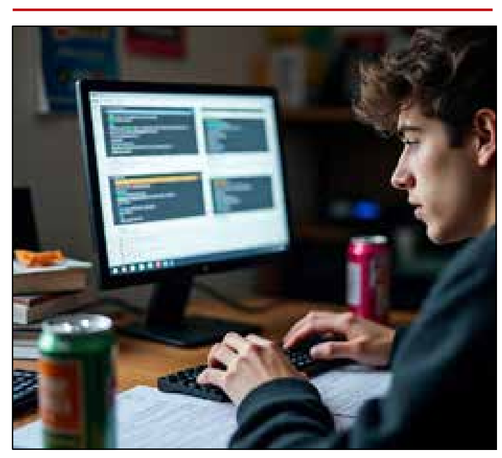

একসময় প্রেমপত্র ছিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশের মাধ্যম। আজ তা ইনবক্সের সংক্ষিপ্ত বার্তা। সম্পর্ক শুরু হয় ফেসবুক রিকোয়েস্টে, গভীর হয় মেসেঞ্জারে, আর শেষ হয় ব্লক লিস্টে।

কদমফুলের ভালোবাসা এখন গিফট কার্ডে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তি জীবন সহজ করেছে, কিন্তু এই সহজের আড়ালে কিছু কি হারিয়ে যাচ্ছে? এই দ্রুতগতির ভার্চুয়াল জীবন কি কেড়ে নিচ্ছে আমাদের আবেগ ও সম্পর্কের গভীরতা?

আগের প্রেমিক কবিতার মতো লিখত, 'তোমার চোখ যেন রাতের তারা...' এখনকার প্রেমিক লেখে, 'তোমায় মিস করছি, ফোন করো!' প্রশ্ন ওঠে, রোমান্স কি কমল, নাকি ইন্টারনেটের গতির মতো দ্রুত হয়ে গেল?

প্রযুক্তির প্রভাব শুধু প্রেমে নয়, সম্পর্কেও গভীর ছাপ ফেলেছে। অতিথি এলে চা অর্ডার হয় অনলাইনে, মুখোমুখি আড্ডা হারিয়েছে স্মার্টফোনে, আর চায়ের টেবিলেও চলে সাইলেন্ট স্ক্রলিং। চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় যে আনন্দ, উদ্বেগ আর আশা ছিল, হোয়াটসঅ্যাপে 'সিন' দেখে উত্তর না এলে এখন অস্থিরতা বাড়ে। ধৈর্যের জায়গায় এসেছে একধরনের আত্মঘাতী তাড়াহুড়ো।

তবে প্রযুক্তির সুবিধাও অনস্বীকার্য। গুগল ম্যাপে পথ জানা যায়, মায়ের মেসেজ আসে ফোনে, লাইব্রেরির বদলে গুগলে মেলে তথ্য। দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি এবং যোগাযোগ নিঃসন্দেহে জীবনের গতি বাড়িয়েছে। ঘরে বসেই দুনিয়ার খবর রাখা যাচ্ছে, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। দূরত্ব কমেছে, হাতের মুঠোয় এসেছে বিশ্ব, যা আমাদের জীবনকে আরও সহজ ও গতিময় করেছে।

কিন্তু এত আরামেও কি কিছু হারাচ্ছি না আমরা? সেই সম্পর্কের উষ্ণতা, চোখের দিকে তাকিয়ে কথোপকথনের সরল আনন্দ কি নেই হয়ে যাচ্ছে? আমাদের নস্টালজিয়ার জায়গা দখল করছে নোটিফিকেশনের ভিড়। উৎসবে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখার বদলে প্রত্যেকে ডুবে থাকে নিজের স্ক্রিনে, এমনকি পরিবারের মধ্যেও বাড়ছে ভার্চুয়াল দূরত্ব। এই স্ক্রিন-নির্ভরতা ক্রমশ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বাস্তব সম্পর্কগুলো থেকে। মানবিক আবেগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ফিকে হয়ে আসছে, যার প্রভাব আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যেও।

আরেকটি আশঙ্কাজনক দিক হল সৃজনশীলতার হ্রাস। ছোটবেলায় গল্প লেখা বা হাতের লেখা সুন্দর করার যে অনুশীলন ছিল, যার মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বাড়ত, তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে টাইপিং আর রেডিমেড মেসেজের সহজলভ্যতায়। শব্দের গভীরতা বা আবেগের নিজস্ব প্রকাশ ক্রমশ অনুপস্থিত হচ্ছে, যা ভাষার সমৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে।

প্রযুক্তির প্রেম নিঃসন্দেহে মধুর, কিন্তু তার পরিণতি অনেক সময় মিশ্র। আমাদের উচিত প্রযুক্তিকে নিজের মতো ব্যবহার করা, তার দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া নয়। ইন্টারনেট থাকুক, তবে আন্তরিক যোগাযোগও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি মানবিক বোধও যেন টিকে থাকে।

তাই আজই প্রিয় বন্ধুকে একটা ফোন করুন, পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করুন। অন্তত একদিনের জন্য হলেও স্ক্রিনের বাইরে এসে জীবনের বাস্তব রং অনুভব করুন। আর সেই মুহূর্তের ছবি ইনস্টাগ্রামে না দিলেও কিছু এসে যাবে না-কারণ ভালোবাসা, যোগাযোগ আর অনুভূতি-এসব জিনিস পোস্টের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য! প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি আসলে ডিজিটাল জগতে নয়, বরং বাস্তব সম্পর্কের বুননে নিহিত।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৮

পাশাপাশি : ১। হাল না ছেড়ে আবার চেষ্টা ৩। এটা ছাড়া রান্না সম্ভব নয় ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। ছাড় বা অব্যাহতি, মাফ করা ৯। ঘাটতি, কোনও কিছুর অভাব ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাশুর ১৪। অপরাধের জন্য পুলিশের হাতে আটক ব্যক্তি ১৫। সমষ্টি বা একত্রিত হওয়া, সংকলন।

উপর-নীচ : ১। শ্রেষ্ঠ মানুষ ২। ম্লান বা নিষ্প্রভ ৩। নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। অত্যাচার বা নিপীড়ন ৮। যে পাখি ঘরে থাকে, বনেও থাকে ১০। অপরাধের জন্য বকাঝকা করা ১১। উনুনে বসানো দুধ উথলে ওঠা ১২। মায়ের মা বা দিদিমা ১৩। অভিজাত বা খানদানি।

সমাধান ■ ৪১৭৭

পাশাপাশি : ১। বিপাশা ৩। জ্বালা ৫। মাত্রা ৬। কবল ৮। সুজন ১০। কুহেলি ১২। ভ্রমর ১৪। হুঁকা ১৫। টব ১৬। চামর।

উপর-নীচ : ১। বিভাবসু ২। শামাদান ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শুভ্র ১০। কুচোকাচা ১১। লিপিকর ১৩। মলাট।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গঙ্গা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ আগে

তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রের ‘ধীরে চলো’ নীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রেখেছে ভারত। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদও শেষে হওয়ার পথে। সেই চুক্তির নবীকরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। কয়েক মাস আগে কলকাতায় গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নিয়ে দুই দেশের টেকনিক্যাল টিমের বৈঠক হয়েছিল। সেই আলোচনার পর কোনও তরফেই গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে মন্তব্য করা হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্রের দাবি, ২০২৬-এ শেষ হওয়া বর্তমান গঙ্গা জল চুক্তির পর বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। সেই চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে।

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত বর্তমান গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছর। নতুন চুক্তির মেয়াদ কম রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তা হতে পারে ১০ থেকে ১৫ বছর। এ বিষয়ে বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার বক্তব্য, ‘পহলগাম হামলার আগে আমরা গঙ্গা চুক্তির মেয়াদ আরও ৩০ বছর বাড়ানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। কিন্তু এখনকার অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছে। এছাড়া গত কয়েক দশকে ভারতে গঙ্গার জলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই চুক্তি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও উদ্বেগ রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।’

একনজরে

- ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬ সালে
- বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে আগ্রহী ভারত। চুক্তিতে দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু শর্ত যুক্ত করা হবে
- এর মাধ্যমে গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা অববাহিকার বাসিন্দারা যাতে পর্যাপ্ত জল পান, তা নিশ্চিত করা হবে

চলতি চুক্তি অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত গঙ্গার বিপুল পরিমাণ জল বাংলাদেশকে দিতে বাধ্য থাকে ভারত। যার জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিরাট এলাকায় সেচের জলের সংকট দেখা যায়। নাব্যতার সমস্যায় ভোগে কলকাতা বন্দর। জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি জমে বন্দরে জাহাজের গতিবিধি ব্যাহত হয়। পলি সরাতে ড্রেজিং করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এবার সেইসব সমস্যার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারত।

গঙ্গার সমান্তরালে তিস্তা নিয়েও চুক্তি করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। তবে এই ইস্যুতে ধীরে চলতে চাইছে ভারত। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নের জবাবে জানান, তিস্তা নিয়ে চুক্তি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এখনকার পরিস্থিতি অনুকূল নয়। প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না এলে তিস্তা নিয়ে কোনও দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

রথযাত্রায় জগন্নাথধাম পুরীতে জনজোয়ার। শুক্রবার।

সংঘকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বাদ দেওয়ার সওয়াল করলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ওই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা।

হোসাবলে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি বিআর আম্বেদকারের সংবিধানের প্রকৃত খসড়ায় ছিল না। জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে ওই শব্দদুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই শব্দগুলি থাকা উচিত কিনা সেটা নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্ক হওয়া উচিত।’ সংঘ নেতার ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে শুক্রবার রাহুল এক্সে লিখেছেন, ‘আরএসএসের মুখোশ আবার খুলে গিয়েছে। সংবিধান যেহেতু সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের কথা বলে তাই তাতে ওঁদের গাত্রদাহ হচ্ছে। আরএসএস-বিজেপি সংবিধান নয়, মনুস্মৃতি চায়।’ অপরদিকে বেবি বলেন, আরএসএস সবসময় আমাদের সংবিধানের ওপর মনুস্মৃতিকে রাখার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমতা এর মূলভিত্তি। আমাদের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সিপিএম অকুতোভয় হয়ে লড়বে।’ তেজস্বী বলেন, ‘বিজেপি-আরএসএস চায় না দেশে সংবিধান থাকুক। কিন্তু আমরা সংবিধান রক্ষার জন্য সবকিছু করব।’

ভারতের সঙ্গেও বড় চুক্তি আমেরিকার

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : চিনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলেছে আমেরিকা। এবার ভারতের সঙ্গে খুব বড় ধরনের বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।’

তাঁর কথায়, ‘আমরা ভারতের দরজা খুলতে চলেছি। চিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এগুলি এমন ব্যাপার যা আগে কখনও ঘটেনি। আমাদের সঙ্গে সব দেশের সম্পর্ক ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে।’ যদিও ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যচুক্তির শর্তাবলি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ট্রাম্প। সূত্রের খবর, বেজিংয়ের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে বেশ কিছু বিরল খনিজ রপ্তানি করবে চিন। বিনিময়ে গাড়ি, যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমেরিকায় কর ছাড় পাবে তারা। পাশাপাশি মার্কিন সংস্থাগুলিকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দেবে শি জিনপিংয়ের সরকার। সূত্রটি জানিয়েছে, ৮ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছেন ট্রাম্প। ওই সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে ৯ জুলাই থেকে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে শুল্ক চাপানোর কথা আগেই জানিয়েছেন তিনি।

ভারত, চিনের মতো বড় অর্থনীতিগুলির সঙ্গে চুক্তির পথে হাঁটলেও আমেরিকা সব দেশের সঙ্গে যে সমঝোতার পথে হাঁটবে না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ‘আমরা সবার সঙ্গে চুক্তি করব না। আমরা ওইসব দেশকে চিঠি পাঠাব। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, আপনাদের ২৫ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ বা ৪৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে।’ ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় অগ্রগতির কথা বললেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরব কেন্দ্র। শুক্রবার এই ইস্যুতে মোদি সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সংক্রান্ত সব কথা কেন শুধু আমেরিকার তরফেই বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘এই নিয়ে ১৬ বার। ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির জন্য বাণিজ্যচুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা বলার পর ট্রাম্প এখন ঘোষণা করেছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে।’ এক্স হ্যান্ডেলে রমেশ লিখেছেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) এটিকে খুব বড় চুক্তি বলছেন।... এখন জানা যাচ্ছে, দিল্লি নয়, ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউস থেকে ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আমাদের জানতে হবে।’ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা ওই সফরের দিকে নজর রেখেছি। আমি এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অংশীদারি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কৌশলগত বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’

চলতি মাসের শুরুতে ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারি ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে আমেরিকার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটকিন বলেছিলেন, ‘আমার মতে আলোচনা খুব ভালো জায়গায় রয়েছে। অদুর ভবিষ্যতে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমরা এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে পেরেছি যা দু-দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্টের

“ আমরা চিনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি করেছি। এ ধরনের চুক্তি সবার সঙ্গে হবে না। তবে আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে দুর্দান্ত চুক্তি হতে চলেছে। ভারতের সঙ্গে আমরা খুব বড় একটি চুক্তি করতে যাচ্ছি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিহারের রবির হাতেই বঙ্গ বিজেপির ভাগ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : বাংলার পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল বিহারের দলীয় সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে মরিয়া পদ্মশিবির। সেই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পাটনাসাহিবের সাংসদ রবিশংকর প্রসাদকে দলের রাজ্য নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত করেছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে যাবেন রবিশংকর। মনোনয়ন পর্ব মিটে যাওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সভাপতি বেছে নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারই রাজ্য সভাপতি পদে থাকবেন, নাকি অন্য কেউ সেই দায়িত্ব পাবেন তা ৬ জুলাইয়ের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শুধু নতুন বিজেপি সভাপতিই নন, দলের জাতীয় পরিষদে বাংলা থেকে কারা যাবেন, সেটাও ঠিক করবেন রবিশংকর প্রসাদ। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং হর্ষ মালহোত্রাকে মহারাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনি আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বিজেপির মোট ৩৭টি সাংগঠনিক রাজ্য রয়েছে। নতুন জাতীয় সভাপতির নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে অন্তত ১৯টি রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ হওয়া বাধ্যতামূলক। এর মধ্যে ১৪টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরাখণ্ডেও বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন বাকি রয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, যেহেতু সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট তাই তার আগে বিজেপি সভাপতি পদে রদবদল হলে সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নতুন সভাপতির পক্ষে দলের নীচুতলার কর্মী, সমর্থকদের কাছে এই স্বল্প সময়ে পৌঁছোনো বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই সেক্ষেত্রে সুকান্তই বিজেপি সভাপতি পদে থেকে যেতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। তবে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি যেহেতু বিজেপিতে কার্যকর রয়েছে, তাই সুকান্তকে সরানোর বিষয়টিও সামনে চলে আসছে। তবে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ও কঠিন লড়াইয়ের ময়দান হিসেবে বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। সেই কারণেই অভিজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় স্তরে দীর্ঘদিন কাজ করা নেতাকে বঙ্গ বিজেপির গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংগঠনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার দায়িত্বে রবিশংকরের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আনা তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ত্রাণশিবিরে হামলা হত ৫৬

জেরুজালেম, ২৭ জুন : গাজায় ত্রাণ নিতে গিয়ে প্রায়শই ইজরায়েলি হামলার মুখে পড়ছেন প্যালেস্তিনীয়রা। মারাও পড়ছেন। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। তাঁদের মধ্যে ৬ ত্রাণ সংগ্রহকারী। পুরো বিষয়টিকে ‘ভয়াবহ গণহত্যা’ বলে অভিহিত করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইজরায়েলের কাণ্ডকারখানাকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন। সানচেজ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ইজরায়েলের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ নিন্দা করে জানিয়েছে, প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে খাদ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইজরায়েল। বুভুক্ষু মানুষ খাবার নিতে গিয়ে গুলিগোলা খাচ্ছে।

মৃত ৭ বানভাসি হিমাচলে

সিমলা, ২৭ জুন : হিমাচলপ্রদেশের কুলু ও কাংড়া, ধর্মশালা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় টানা বৃষ্টি, মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হঠাৎ বন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চলতি দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নিখোঁজ আরও কমপক্ষে ৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে ঘটেছে ৩টি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ৯টি হঠাৎ বন্যা ও ৩টি ধস। পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু জানিয়েছেন, ‘রাজ্য সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। শ’তিনেক মানুষকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।’

দেহ উদ্ধার

লুধিয়ানা, ২৭ জুন : মিরাটে নীল ড্রামে সৌরভ রাজপুতের দেহ উদ্ধার তোলপাড় ফেলে ছিল। সেই স্মৃতি উসকে পঞ্জাবের লুধিয়ানায় ফের নীল ড্রাম থেকে হাত-পা বাঁধা এক অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের পচা-গলা দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, তরুণ ভিনরাজ্যের বাসিন্দা(৪০)।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নেবে না ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার কিনারা করতে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য নিতে অস্বীকার করল ভারত। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় রাষ্ট্রসংঘের অ্যাভিয়েশন এজেন্সি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে সাহায্য করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্সের তথ্য উদ্ধারে বিলম্ব দেখে ওই কথা জানিয়েছিল তারা। কিন্তু ভারতের তরফে পত্রপাঠ রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এর আগে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও) ২০১৪ সালের মালয়েশিয়ায় এবং ২০২০ সালে ইউক্রেনের বিমান দুর্ঘটনায় সহযোগিতা করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আহমেদাবাদের ক্ষেত্রেও তদন্তকারীদের সাহায্য করতে চেয়েছিল তারা। সেই কারণে ভারতের তদন্তকারীদের থেকে তদন্ত কতটা এগিয়েছে তা জানতে চায় আইসিএও। কিন্তু ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেই প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণে ভারত আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার তদন্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। সূত্রটি জানিয়েছে, আইসিএও তদন্তের কাজে নিজেদের প্রতিনিধিদের পাঠাতে চেয়েছিল। নজরদারি চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে অনুমতি দেয়নি। এই তদন্তে কোনও আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইছে না কেন্দ্র। এমনকি ব্ল্যাকবক্সের তথ্যও বিদেশি কোনও এজেন্সিকে দিতে চাইছে না নয়াদিল্লি। তবে একইসঙ্গে আহমেদাবাদের দুর্ঘটনার তদন্তে রাষ্ট্রসংঘ কেন আগ্রহ দেখাচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

ঢাকায় দুর্গা মন্দিরে বুলডোজার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৭ জুন : ৫ অগাস্টের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার অসংখ্য ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দুদের ওপর হামলা, বাড়িঘর-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। এবার আর মৌলবাদীরা নয়, সরকারি উদ্যোগেই চলেছে মন্দির ভাঙার কাজ।

ধর্মীয় কাঠামোটি ভাঙতে আনা হয়েছিল বুলডোজার। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে। মন্দির ভাঙার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘মৌলবাদীরা ঢাকার খিলখেতে দুর্গা মন্দির ভাঙার দাবি করছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিষয়টিকে অবৈধ জমি দখলের ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে সেটি ধ্বংস করার অনুমতি দিয়েছে। মন্দিরটি স্থানান্তর করার আগেই বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুব উদ্বেগের ব্যাপার।’ সেখানে হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করা অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল।

নিন্দায় ভারত

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক অবশ্য গোটা ঘটনাকে সরকারি উচ্ছেদ অভিযানের অংশ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মন্দিরটি রেলের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছিল। নিয়ম মেনে সেটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এদিকে লালমণিরহাটে তথাকথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পরেশচন্দ্র শীল ও বিষ্ণুপদ শীলের ওপর হামলা এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ, মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

উদ্ধার ৪২ বিবস্ত্র প্রবীণ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : একে তো অবৈধ। তার ওপর মানবিকতার লেশমাত্র নেই। নয়ডার সেক্টর ৫৫-র সি-৫ ঠিকানায় ‘আনন্দ নিকেতন বৃদ্ধ সেবা আশ্রম’-এর অন্দরের নিরানন্দের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বিবস্ত্র অবস্থায় ৪২ জন প্রবীণ মানুষ উদ্ধার হওয়ার পর।

নয়ডার ওই অবৈধ বৃদ্ধাশ্রম থেকে বৃহস্পতিবার ৪২ জন প্রবীণ নারী-পুরুষকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। অভিযানের সময় দেখা যায়, কেউ কেউ অর্ধনগ্ন, কারও পরনে কিছুই নেই। এমনকি এক প্রবীণাকে বেঁধেও রাখা হয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেকেই কমবেশি অসুস্থ। কেউ আবার থাকতেন ‘বেসমেন্টের মতো অন্ধকার ঘরে’। এদিন একথা জানিয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্য মীনাক্ষী ভরালা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবারের। রাজ্য মহিলা কমিশন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে চালানো হয় এই অভিযান। মীনাক্ষী ভরালা বলেন, ‘এই বৃদ্ধাশ্রমটি সম্পূর্ণ বেআইনি। এখানে বসবাস করতেন ৪২ জন প্রবীণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রবীণ-প্রবীণাদের কেউ অর্ধনগ্ন, কেউ কেউ পুরোপুরি বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। আশ্রমের চেহারা দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে খুব কড়া ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।’

ভরালা জানিয়েছেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তিনজন প্রবীণকে শুক্রবারই একটি সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

উদ্ধব-রাজ আরও কাছাকাছি

মুম্বই, ২৭ জুন : মারাঠি অস্মিতার স্বার্থে একমঞ্চে আসার সম্ভাবনা আরও বাড়ল শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরের। সৌজন্য মহারাষ্ট্রের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি চালু করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকারের সিদ্ধান্ত। উদ্ধব এবং রাজ দু’জনেই একযোগে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। রাজ জানিয়েছেন, হিন্দি চালুর প্রতিবাদে আগামী ৬ জুলাই গিগাউম চৌপাত্তি থেকে আজাদ ময়দান পর্যন্ত একটি মিছিল করবেন তিনি। তাতে উদ্ধব ঠাকরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মতবিরোধের থেকেও মহারাষ্ট্রের স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠি মানুষ আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শারদ পাওয়ার বলেন, ‘মহারাষ্ট্রের মানুষজন হিন্দি বিরোধী নন। কিন্তু প্রাথমিকের পড়ুয়াদের ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।’

অ্যামাজন কর্তার বিয়েতে খরচ প্রায় ৫ কোটি ডলার

ভেনিস, ২৭ জুন : বিয়ে তো নয়, যেন আভিজাত্য ও বিলাসের প্রদর্শনী! এহেন রাজকীয় পরিণয়ের সাক্ষী হল শিল্প ও প্রেমের নগরী ইতালির ভেনিস।

চলতি সপ্তাহে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়েছেন অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের জেফ বেজোস ও প্রাক্তন সাংবাদিক লরেন সানচেজ। তবে দুই তারকার চারহাত এক হওয়ার মুহূর্তেও বিতর্ক তাঁদের পিছু ছাড়েনি। বিলাসবহুল বিয়ের বিরুদ্ধে শহরজুড়ে প্রতিবাদ জারি রয়েছে।

শুক্রবার সান জর্জিও দ্বীপে বিবাহবাসর বসে বেজোস ও সানচেজের। দু’জনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। বিয়ের অন্তিম পর্বটি শনিবার আর্সেনালের একটি প্রেক্ষাগৃহে সম্পন্ন হবে। মধ্যযুগে এই বাড়িটি একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। যদিও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পকলা প্রদর্শশালা হিসাবে।

বেজোস-সানচেজের হাই-প্রোফাইল বিয়ে উপলক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে শহরের আকাশে উড়ছে প্রাইভেট জেট। লেগুনে ভাসছে বিশাল ইয়ট। চারপাশে সাজোসাজো রব। নিষিদ্ধ ড্রোন ও সাধারণ যানবাহন। মাছি গলার উপায় নেই। সর্বত্র নজরদারি পুলিশের। ঠাঁই নাই দশা শহরের সমস্ত তারাখচিত হোটেলের। অনেকে ‘শতাব্দীর সেরা বিয়ে’র তকমা দিয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে। যাতে খরচ হচ্ছে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার।

বিবাহপর্ব শুরু হয় গত বৃহস্পতিবার থেকে। শ’তিনেক সেলেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই বিয়েতে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের বিল গেটস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও

একান্তে জেফ বেজোস ও লরেন সানচেজ। ভেনিসে।

তাঁর জামাই জ্যারেড কুশনার, ব্রিটিশ অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুম ও জর্ডনের রানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন সাংবাদিক অপরাহ উইনফ্রে, ক্রিনস জেনার, কিম কার্দেশিয়ান, টাইটানিকের নায়ক লিওনার্দো ডি’ক্যাপ্রিও প্রমুখ তারকা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কানারেজিও জেলার একটি মধ্যযুগীয় গির্জা মাদোনা দেল’অর্তোয় জড়ো হন অতিথিরা। অতিথিদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে মধ্যরাত পর্যন্ত ওই এলাকায় হাঁটাচলা ও জলযান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়। তার আগে বুধবার একটি হেলিকপ্টারে করে ভেনিসে আসেন জেফ বেজোস (৬১) ও লরেন সানচেজ (৫৫)। তাঁরা বিলাসবহুল আমান হোটেলে ওঠেন। তাঁদের কক্ষ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেলের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। প্রতি রাতে এই কক্ষের ভাড়া ৪ হাজার ৬৮৬ ডলার।

এদিকে স্রেফ অর্থের বিনিময়ে ভেনিসের মতো সুন্দর শহরকে অতিধনীদের হাতে তুলে দেওয়ায় চটে গিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশবাদীরা। তাঁদের অভিযোগ, চাঁদির জুতোয় ঘায়েল হয়েছে ভেনিস প্রশাসন। ধনীদের খুশি রাখতে শহরের দরজা এভাবে হাট করে খুলে দেওয়া হলে এর প্রকৃতি ও পরিবেশ আর সুরক্ষিত থাকবে না।

এই বিয়েকে ‘ধনিক শ্রেণির আত্মপ্রচারের’ প্রতীক হিসাবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের উদ্যোগে সেন্ট মার্ক’স স্কোয়ারে বিক্ষোভও হয়েছে। ‘নো স্পেস ফর বেজোস’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোয় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে স্থানীয় পুলিশ।

মহাকাশচারী শুক্লার রেসিপি এবার আপনার পাতে

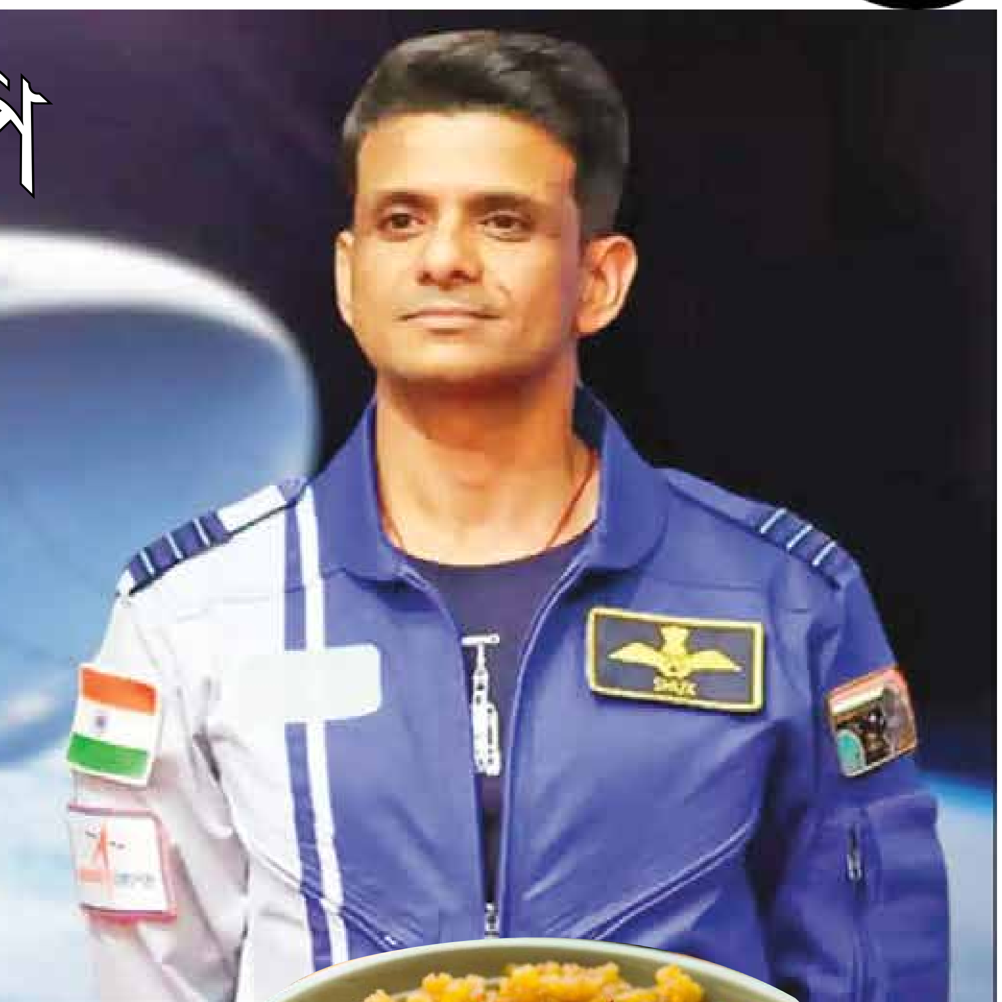

১৯৮৪। রাকেশ শর্মা। ২০২৫। শুভাংশু শুক্লা। ফারাকটা ৪১ বছরের। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশে পাড়ি।

হপ্তাদুয়েকের অভিযান। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ শেষে তবেই মিলেছে সুযোগ। থাকতে হয়েছে অতি সাবধানে চার নভশ্চরকে। মহাকাশে ডাক্তার নেই। অসুস্থ হলে নিজেদের শরীরে নিজেদেরই খবরদারি করতে হবে। সেইসঙ্গে, যাওয়ার আগে সংক্রমণজনিত কোনও রোগ যাতে আক্রমণ না করে, তাই অভিযানের মাসখানেক আগে থেকেই ছিলেন নিভৃতবাসে। বিধিনিষেধ ছিল খাবারদাবারেও।

শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্লা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে গগনযান অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল শুভাংশুকে। সেই সময় থেকেই নাকি শুভাংশু ঘরের খাবার খাননি। খেলে ওই আধখানা রুটি বা আধবাটি ডাল। শুক্লার ক্যান্টিন ছিল আলাদা, খাবারও আলাদা। তবে, মহাকাশেও চেয়েছিলেন বাড়ির রান্নার স্বাদ। তাই সঙ্গে নিয়েছেন ৩টি খাবার। ৩টিই মিষ্টিজাতীয়। এইসব খাবারের কথা শুনলে আপনার জিভেও জল চলে আসতে পারে।

যেসব খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন শুক্লা, আজ নন্দিনীর পাতায় রইল সেইসব খাবারের রেসিপি। গাজরের হালুয়া, মুগডালের হালুয়া এবং আম রস। এগুলি শুভাংশুর অতি প্রিয় খাবার। ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশচারীর খাবার আপনার পাতকেও আলো করুক। স্বাদ আনুক জিভের পাশাপাশি মনেও।

৬ বছর খাননি বাড়ির খাবার, মহাকাশযাত্রায় শুক্লা নিয়েছেন পছন্দের তিন রেসিপি

গাজরের হালুয়া

গাজর। পরিচিত গাজরিলা নামেও। এই দিয়ে তৈরি এক প্রকারের মিষ্টি জাতীয় খাদ্য। উত্তর ভারত ও পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়। গাজর বেটে বা ছেঁচে ক্ষীরের ভিতর দিয়ে তবেই তৈরি করা হয়। এমনিতে রং লাল, তবে অনেক সময় বাদামি রঙেরও হয়।

যা যা লাগবে

গাজর ৪০০ গ্রাম, দুধ এক লিটার, চিনি আধকাপ, গুঁড়ো দুধ আধকাপ, ঘি আধকাপ, বাদাম কুচি তিন টেবিল চামচ ও কিসমিস সাজানোর জন্য।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে গাজর দুধের মধ্যে সিদ্ধ করে নিন। দুধ শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্লেন্ডারে ভালো করে ব্লেন্ড করুন। এবার প্যানে ঘি দিয়ে তাতে ব্লেন্ড করা গাজর, গুঁড়ো দুধ, চিনি ও এলাচ একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়ুন। হালুয়ার জল শুকিয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা করুন। তারপর বাদাম কুচি ও কিসমিস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আমরস

ঐতিহ্যবাহী গুজরাতি পানীয়। এতে চিনিযুক্ত আমের পাল্প থাকে। আমের আঁশগুলি ছেঁকে নিতে মসলিনের কাপড় ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত রুটি বা পুরির সঙ্গে খাওয়া হয়।

যা যা লাগবে

এলাচগুঁড়ো ১/৪ চা চামচ
জাফরান এক চিমটি
আম (আলফানসো) ১-২টি (পাকা এবং মিষ্টি)
দুধ ১-২ টেবিল চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর টুকরো করে কাটুন। এরপর সেগুলো ব্লেন্ডারে রেখে এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন।

আম খুব মিষ্টি না হলে ১ টেবিল চামচ চিনিগুঁড়ো মেশান। তারপর পুনরায় ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। যদি মিশ্রণটা মসৃণ না মনে হয় তবে ১-২ টেবিল চামচ দুধ মিশিয়ে আবার ব্লেন্ড করুন।

এবার একটি পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। তারপর বাটিতে ঢেলে জাফরান ছড়িয়ে দিয়ে গার্নিশ করুন।

আম্র রস

আমরসের একটি আঞ্চলিক সংস্করণ রাজস্থানী এবং মারোয়াড়ি রন্ধনশৈলী। মারাঠি এবং গুজরাতি বাড়িতে, বিশেষ করে উৎসবের সময় এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টান্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আম একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। তাই সারা বছরের জন্য আমের পাল্প সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। ফলে আমরস তৈরিতে বৃহৎ আকারের আমের-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রয়োজন হয়।

ব্যুৎপত্তি

'আমরস'। শব্দটি সংস্কৃত শব্দ আম্র এবং রস থেকে তৈরি। এর আক্ষরিক অর্থ আমের রস।

পানহে

পানহে হল সিদ্ধ কাঁচা আমের পাল্প থেকে তৈরি এক প্রকার মিষ্টি পানীয় এবং এটি মহারাষ্ট্রের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রীষ্মকালীন পানীয়। মৌসুমী উত্তাপ সহ্য করতে এই পানহে সাহায্য করে। পাল্পটির ২:১ অনুপাতের সঙ্গে চিনি মেশানো হয় এবং তারপরে এতে পর্যাপ্ত জল যোগ করা হয়, পানের উপযোগী করে তুলতে।

মুগডালের হালুয়া

যে কোনও সময় মিষ্টিমুখের জন্য মুগডালের হালুয়া খুব সহজ সমাধান। বাড়িতে সহজে তৈরি করা যায় এই হালুয়া।

যা যা লাগবে

মুগডাল ১ কাপ। তরল দুধ ২ কাপ ও গুঁড়োদুধ ২ টেবিল-চামচ। এলাচগুঁড়ো ১ চা-চামচ। চিনি ১ কাপ। দেড়কাপ ঘি। হলুদ রং সামান্য ও একটু জাফরান।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডাল ভালো করে ধুয়ে দু-তিন ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন।

এবার প্যানে ঘি দিয়ে তার মধ্যে ডাল দিন। ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর বসান ওভেনে। নইলে ডাল জমে কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে।

মেশানো হয়ে গেলে ওভেনে প্যানটা বসিয়ে ঘি-ডালের মিশ্রণটি অনবরত নাড়তে থাকুন। ভালো করে নেড়ে নেড়ে ডাল ভেজে নিন। এর জন্যে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

ডালের মিশ্রণটা ভালো করে ভাজা হয়ে এলে খেয়াল রাখুন ডাল থেকে ঘি ছাড়ছে কিনা ছেড়ে গেলে তরল দুধ গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

দুধ শুকিয়ে আসার সময় চিনি ও এলাচগুঁড়ো দিয়ে আবার কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন।

চিনিটা ভালো করে মিশে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে একটা চৌকো বাটিতে ঘি ব্রাশ করে হালুয়াটা সমান করে বিছিয়ে দিন।

ঠান্ডা হলে পছন্দমতো কেটে তার ওপর বাদাম-কুচি অথবা 'কালার সুগার বল' দিয়ে পরিবেশন করুন।

রথের মেলার পাঁপড় রামায়ণেও

জিলিপি, পাঁপড়ের শুরু

পবিত্র উৎসব রথযাত্রা। রথের দিন যে কোনও শুভ কাজ করা যায়। এদিন কোনও দোষ পাওয়া যায় না। অন্তত প্রচলিত বিশ্বাস এমনটাই।

রথযাত্রা মানেই গরম জিলিপি আর পাঁপড় ভাজায় কামড় দেওয়া। যাঁরা সারা বছর জিলিপি খান না, তাঁরাও ঐতিহ্য মেনে এদিন জিলিপি কেনেন। পাঁপড়ও খান। কিন্তু আপনি কি জানেন? কেন এবং কীভাবে এই ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে এবং চলে এসেছে?

নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, রথের দিন আমরা কেনই বা জিলিপি আর পাঁপড় ভাজা খাই। আসুন জেনে নিই সেই পুরাণ কথা।

এই দুটি খাবারই কিন্তু আমাদের এখানকার নয়। একটি এসেছে আফগানিস্তান থেকে আর অন্য খাবারটি পাঞ্জাবের। রথযাত্রা উৎসবের দিনে এই দুটি খাবার না হলে একটা অতৃপ্তিতে মনটা খচখচ করে।

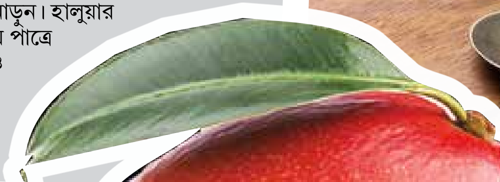

পাঁপড়

এটি মূলত উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত খাবার। তবে, এই খাবারের নাম কিন্তু রামায়ণেও উল্লেখ রয়েছে। ভরদ্বাজ মুনি, রামচন্দ্র ও তার অক্ষৌহিনী সেনার জন্য যে বাঙালি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন সেখানে তিনি তাঁদের পাতে কিন্তু দিয়েছিলেন পাঁপড়।

পাঁপড়ের উল্লেখ আছে পুরাণে। ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্র ও তাঁর সেনাদের জন্য তৈরি বাঙালি খাবারে পাঁপড় রেখেছিলেন।

জিলিপি

সংস্কৃত পুঁথিতে জিলিপির উল্লেখ রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এই রসের মিষ্টি খেতে বেশ পছন্দ করতেন মোঘলরা। সরাসরি রথের সঙ্গে এই মিষ্টির কোনও যোগাযোগ নেই।

শোনা যায়, স্নান যাত্রায় ১০৮ ঘড়া জলে যখন স্নান করে জগন্নাথদেবের জ্বর এসেছিল, সেই সময় তিনি সাত দিন ছিলেন নিভৃতবাসে। সেখানে মহাপ্রভুকে পাচন খাইয়ে সুস্থ করা হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে মাসির বাড়ি গুন্ডিচায় গিয়েছিলেন। সেই সময়ই নাকি মুখের স্বাদ বদলাতে তিনি নানা রকম খাবার খেয়েছিলেন। সেখানেই তিনি জিলিপি ও পাঁপড় খেয়েছিলেন। যদিও জগন্নাথদেবের ৫৬ ভোগের মধ্যে কোথাও জিলিপি বা পাঁপড়ের দেখা মেলে না। তবে জগন্নাথদেবের রথের মেলায় কিন্তু দিব্যি জিলিপি থেকে পাঁপড় জায়গা করে নিয়েছে।

বর্ষায় দ্রুত কাপড় শুকানোর সহজ উপায়

বর্ষা যেমন রোমান্টিক, তেমনি রোমান্টিকতা ভুলিয়ে দেবার। বিশেষ করে ঘরের কাজে হাজারো ঝামেলা সহ্য করতে হয়। আমরা তো জানি, ভেজা আবহাওয়ায় জামাকাপড় সহজে শুকোতে চায় না। এছাড়া ভেজা জামাকাপড় থেকে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধও হয়। এতে জামাকাপড়ে দুর্গন্ধ হয় আবার ছত্রাকও হানা দেয়। তবে ঘরোয়া কিছু উপায় মেনে চললে বর্ষাকালেও খুব সহজেই কাপড় শুকোনো যাবে। এসব কৌশল অনুসরণ করলে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাবে। একইসঙ্গে জীবাণুর হাত থেকেও দূরে রাখা যাবে পোশাক। তাই আসুন জেনে নিই বর্ষায় যেসব উপায়ে কাপড় দ্রুত শুকাবেন।

অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিন

ভারী কাপড়, যেমন জিনসের প্যান্ট, পোলো শার্ট, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ এগুলো ধোয়ার পর বাথরুমের স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে দিন। এতে কাপড়ের বাড়তি জল ঝরে যাবে। ফলে কাপড় শুকোতে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগবে। জল ঝরে যাওয়ার পর ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। যদি বাড়ির বাইরে না যান তাহলে যে ঘরে থাকবেন সে ঘরেই কাপড় শুকোন। তাতে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকিয়ে যাবে এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম হবে। এ ছাড়া রাতে ঘুমোনোর সময় মশারির ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়গুলো দিতে পারেন।

খোলা জায়গায় মেলে দিন

বৃষ্টিদিনে ছাদে বা বারান্দায় জামাকাপড় শুকোনো যায় না সহজে। তাই ফাঁকা ঘরের মধ্যে দড়ি টাঙিয়ে জামাকাপড় মেলে দিন। তার আগে অবশ্যই ভেজা জামাকাপড় ভালো করে নিংড়ে নিন এবং পাখা চালিয়ে দিন। এছাড়া হ্যাঙারেও জামাকাপড় ঝুলিয়ে শুকনো করতে পারেন।

হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিন

ভেজা কাপড় দড়িতে শুকোতে দেওয়ার বদলে হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিতে পারেন। হ্যাঙ্গারে বাতাস চলাচল সহজ বলে কাপড় তুলনামূলক দ্রুত শুকোয়।

ওয়াশিং মেশিনের সাহায্য

এখন অনেক বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন। আর বহু ওয়াশিং মেশিনে ড্রায়ারের সুবিধা রয়েছে। বৃষ্টি না থামলে ওয়াশিং মেশিনে কেচে ড্রায়ারে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এরপরেও চাইলে ফ্যানের নিচে জামাকাপড় মেলে দিতে পারেন। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কেটে যাবে।

হেয়ারড্রায়ার

বৃষ্টিদিনে মোটা বা ভারী কাপড় পরা থেকে এড়িয়ে চলুন। সহজে শুকিয়ে যায় ও ধোয়া সহজ, এমন কাপড় পরাই ভালো। কম সময়ের মধ্যে কাপড় শুকোনোর জন্য হেয়ারড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন। অথবা ভেজা কাপড় চিপে জল নিংড়ে নিয়ে সতর্ক ভাবে ইস্ত্রি করে ফ্যানের বাতাসে নেড়ে দিলে দ্রুত শুকিয়ে যাবে।

জুন মাসের বিষয় : ডাকছে পাহাড়

সোনমার্গ, কাশ্মীর

প্রথম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, দক্ষিণ দিনাজপুর) আইফোন ১৫

মিলাম ভ্যালি, উত্তরাখণ্ড

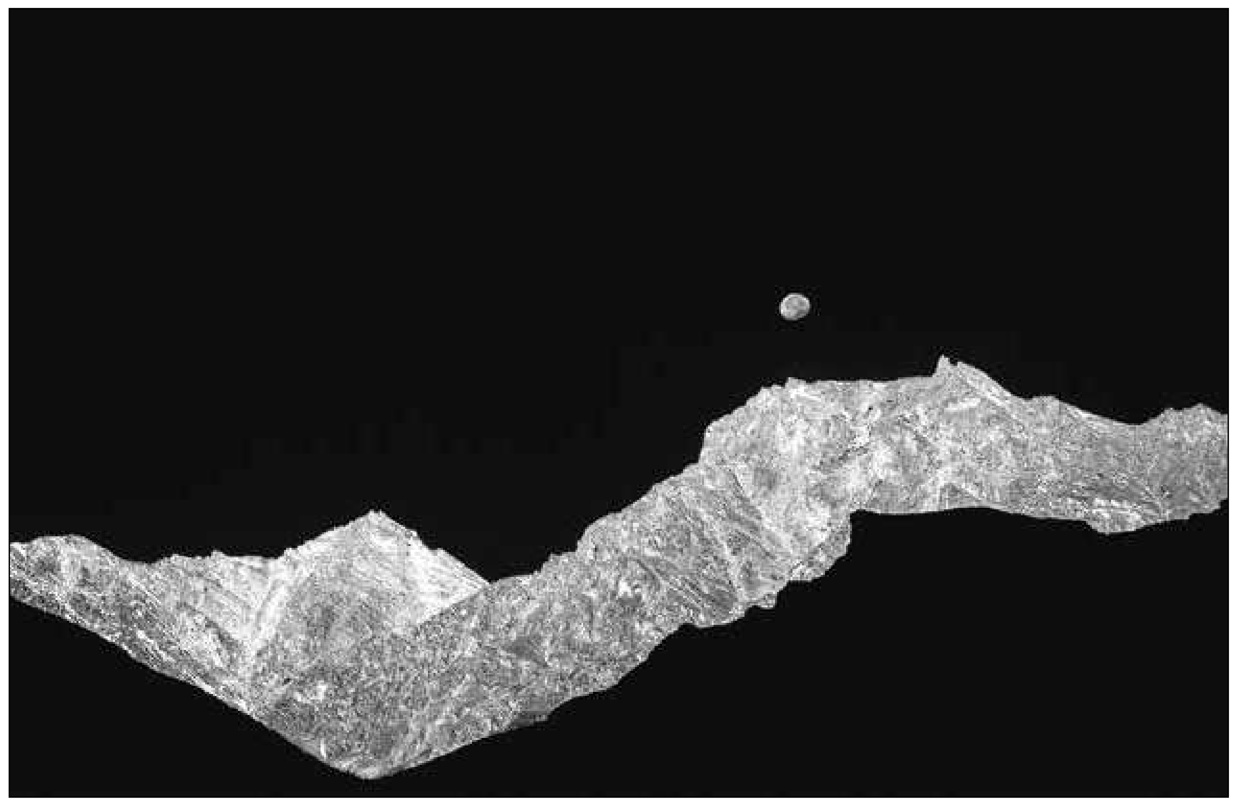

দ্বিতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

উরা ভ্যালি, ভুটান

তৃতীয় : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ১২০০ডি

ইয়ুমথাং, সিকিম

চতুর্থ : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭০০০

কালিম্পংয়ে প্যারাগ্লাইডিং

পঞ্চম : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৭১০০

চুইখিম, কালিম্পং

ষষ্ঠ : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫

টেমি টি গার্ডেন, সিকিম

সপ্তম : নওয়াজ শরিফ রহমান
(ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার) শাওমি পোকো এক্স ২

জুলুক, সিকিম

অষ্টম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৭০০

সিলারিগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন

নবম : অন্তরা ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২১

চিত্র বিচিত্র

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

রাই ঘোষ, দিবাকর পাল, পাপাই সান্যাল, অভিরূপ ভট্টাচার্য, উদয়ন মজুমদার, সুভম শর্মা, অসীম সরকার, সাগ্নিক সূত্রধর, অরিজিৎ সরকার, সোমনাথ মৈত্র, তনুশ্রী সরকার, দুর্জয় বর্মন, অঙ্কুশ মজুমদার, প্রতীকরঞ্জন দাস, প্রত্যয় রায়, মমি জোয়ারদার, তনুশ্রী শংকর সাহু, সৌমাল্য দত্ত, সঞ্জীব সরকার, সৌভিক রায়, শুভ্রজ্যোতি রায়, অনিমেষ বর্মন, সুজয় টুঙ্গা, পিয়ালি দাস, সুমন চক্রবর্তী, অয়ন দাস, শুভজিৎ গোস্বামী, অভিজিৎ পাল, অনিন্দিতা সরকার, দীপাঞ্জয় ঘোষ, সৌমিক সাহা, জয়াশিস বণিক, মনীষা দাস, সুশান্তকুমার দাস, মধুমিতা দাস, অর্যমা দাস, অভ্রদীপ বর্মন, জীবন ব্যাপারী, পল্লব বর্মন ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান।

আবার সোনমার্গ

দশম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

শাকপাতায় সুখ বাঙালির

বাঙালির প্রিয় খাবার হল ভাত, শাক ও মাছ। শাকসবজি হল যেমন রুচিকর তেমন পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার। শাকপাতা হল ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ সবজি। একাধারে এত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি পাওয়া দুষ্কর। আবার সব ঋতুতেই শাকসবজি পাওয়া যায়।

নটে

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাক হল নটে। নটে বলতে আমরা 'অ্যামারানথার্স' গোষ্ঠী বা দলের সবজিকেই বোঝায়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম নটে শাকের খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে

কার্বোহাইড্রেট ৬.৩ গ্রাম, ফসফরাস ৮৩.০ মিগ্রা., প্রোটিন ৪.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৯৭.০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ৩৪১.০ মিগ্রা, আঁশ ১.০ মিগ্রা, সোডিয়াম ২৩০.০ মিগ্রা, লোহা ২৫.৫ মিগ্রা, ভিটামিন-'এ' ৯২০০ আই.ইউ, রিবোফ্ল্যাবিন ০.১ মিগ্রা, ভিটামিন-'সি' ৯৯.০ মিগ্রা

ভেষজ গুণ

নটে শাকের ভেষজ গুণ নেহাত কম নয়। নটেশাকে প্রচুর পরিমাণে লোহা থাকায় রক্ত পরিষ্কার ও রক্ত তৈরিতে দারুণভাবে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় ভুগছেন এমন রোগীদের কাছে নটেশাক হল মহৌষধ। দাঁত ও হাড়ের গঠন মজবুত করতে নটে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-'এ' থাকায় রাতকানা ঠেকাতে এবং ভিটামিন-'সি' থাকায় স্কার্ভি ও ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

নটে মূলত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে এমন সবজি। দিন ছোট হলে গাছে ফুল চলে আসে। অধিক বৃষ্টি বা বাতারের আর্দ্রতা এই সবজির পক্ষে ক্ষতিকারক। হালকা মাটি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটিতে যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকতে হবে। মাটি হবে সুনিকাশি ও সুবাতাসি। মাটির ক্ষারাম্লমান হতে হবে নিরপেক্ষ।

জাত

নটে শাক পাতার রং অনুসারে লাল, সাদা ও সবুজ হয়। এছাড়াও শাক উৎপাদনকারী ছাড়াও ডাঁটা উৎপাদনকারী কাটোয়ার ডাঁটা ও চম্পা ডাঁটা হল অন্য দলভুক্ত। ছোট পাতাযুক্ত পুনকা শাকও হল নটে গোষ্ঠীর সবজি। চাঁপা নটে, পদ্ম নটে, লাল শাক ও কনকানটে সারাবছর চাষ করা যাবে। কাটোয়া ডাঁটা স্পেশাল ও কাটোয়া ডাঁটা (লাল) গ্রীষ্মকালে এবং জবাকুসুম ডাঁটা সারাবছর চাষ করা যাবে।

জমি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের খোলামেলা জমি হল নটে চাষের জন্য উপযুক্ত। ছায়ামুক্ত, নীচু ও জলবসা জমি এই শাক চাষের পক্ষে অনুপযোগী।

জমি তৈরি

নটে চাষের জমি সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে। গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। জমিকে সমতল করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। জমিকে কয়েকটি খন্ডে কেয়ারিতে ভাগ করে চাষ করলে পরিচর্যার সুবিধা হবে।

বীজ বোনা

কেয়ারির মাটিতে বীজ ছিটিয়ে চাষ করতে হবে। নটের বীজের আকার খুবই ছোট হওয়ার জন্য সমপরিমাণ বালি মিশিয়ে ছড়ালে তবেই সমানভাবে বীজ পড়বে। বীজ ছড়ানোর পরে মিহি করে চেলে নেওয়া জৈব সার বীজের উপরিভাগে ছিটিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। লাঠি দিয়ে নেড়ে দিয়েও বীজকে ঢেকে দেওয়া যায়। এবার উপরিভাগ খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পরেই হালকা করে জল দিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লাগবে। ফেলার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

মূল সার হিসেবে বিঘাপ্রতি ১০-১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও নটে চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৪ কেজি ফসফরাস এবং ৪ কেজি পটাশ লাগবে। এজন্য লাগবে প্রায় ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৬.৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ। মূল সার হিসেবে অর্ধেক ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও মিউরেট অফ পটাশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া (৯ কেজি) সমান দুই ভাগে বীজ বোনার ২১ দিন ও ৪২ দিন পরে চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বীজ বোনার সময়ে জমিতে রস থাকতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৭-১০ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের পরে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

জমি থেকে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। গোড়ায় মাটি খসিয়ে আলগা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেটা দেখতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর থেকেই শাকপাতা তোলা যায়। ডাঁটা হিসেবে তুলতে গেলে বেশি সময় লাগবে। কেটে নিলে শাকের উৎপাদন বাড়ে।

ফলন

বিঘা প্রতি শাক সহ ডাঁটার ফলন প্রায় ১০-১৫ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

নটে চাষে তেমন কোনও মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ-পোকায় সমস্যা দেখা যায় না।

পুঁই

বাঙালির কাছে পুঁই হল অত্যন্ত জনপ্রিয় শাক। সকলেই নিরামিশ আহারে পুঁই শাকের পাতা ও ডাটা দিয়ে উপাদেয় রান্না করে থাকেন। এমন সবজির বাজারে বা হাটে দেখা মিলবেই। সারাবছরে এটি পাওয়া যায়। প্রায় এলাকায় সকলের প্রিয় সবজি হল এই পুঁই।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পুঁইশাকের অংশে পাওয়া যাবে লোহা নামক খনিজ উপাদান ১০ মিগ্রা। এছাড়াও এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, ভিটামিন-'এ' ও ভিটামিন-'সি' মজুত আছে।

ভেষজ গুণ

লোহা থাকায় পুঁইশাক রক্তাল্পতা রোগ সারাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে সাহায্য করে।

জলবায়ু ও মাটি

পুঁই চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ১৫-২০ সেন্টিগ্রেডের নীচে হলে বীজ অঙ্কুরিত হতে চায় না। ৪০-৪২ সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত গাছ বেঁচে থাকতে পারে এর বৃদ্ধি ও পরিস্পুরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির দরকার হয়। বড়দিনে পুঁইয়ের বৃদ্ধি হয় আশানূরূপ।

যদিও সব ধরনের মাটিতে এর চাষ হতে পারে, কাদা, এঁটেল, বেলে দোঁয়াশ ও কাকুড়ে মাটিতে এর চাষ হয়। মাটিতে ক্ষারাম্লমান নিরপেক্ষ হলে ভালো। মাটিকে হতে হবে উর্বর ও জৈবপদার্থে সমৃদ্ধ।

জাত

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জন্য দুই প্রকারের পুঁই আছে। একটি হল সবুজ এবং অন্যটি হল লাল। পুঁইয়ের কোনও উন্নতজাতের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জমি নির্বাচন

পুঁই চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের জমি হল পুঁই চাষের জন্য উপযুক্ত। জমি যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস পায় সেটা দেখতে হবে। এছাড়াও মাচা ও বাড়ির চালেও পুঁই লাগিয়ে ওঠানো যায়।

জমি তৈরি

চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা তুলে ফেলতে হবে। মই দিয়ে উপরিভাগ সমতল করতে হবে। বেড বা কেয়ারি তৈরি করে চাষ করতে হবে। দুটি কেয়ারির মাঝে নিকাশিনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটি ৪৫ সেমি-৬০ সেমি চওড়া হতে হবে।

বীজ বোনা

বীজ থুপি করে বা মাদায় বসাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব রাখতে ১ মিটার। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব থাকবে ৬০ সেমি। কাটিং বসিয়েও চাষ করা যাবে। আবার খাড়া পুঁই এর বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৪৫ সেমি.।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার হিসেবে আবর্জনা, সার, গোবর এবং খোল ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪ কেজি হিসেবে মোট দু'বার চাপান সার ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

বর্ষাকাল বাদে অন্য সময়ে পুঁই চাষ করলে সেচ দিতে হবে। বীজ লাগানোর পর চারাগাছ বের হবার পর ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৩-৪টি সেচ লাগবে।

পরিচর্যা

আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার করতে হবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল জমি থেকে নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে গাছে ঠেকনা দেওয়ার জন্য খুঁটি পুঁততে হবে। গাছের গোড়ার মাটি খসিয়ে দিতে দিয়ে মাটিকে আলগা করতে হবে। বর্ষাকালে চাষের জন্য গোড়ায় মাটি ধরিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা

বীজ বসানো বা চারা লাগানোর ৪৫-৬০ দিনের মাথায় পুঁইশাক হিসেবে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি অথবা কাস্তের সাহায্যে লতা কেটে ঝুরিতে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে লতা কাটলে কাণ্ডের পাশ থেকে শাখা ডাল বেশি করে উৎপন্ন হবে। এর ফলে ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

ফলন

বিঘা প্রতি পুঁই লতার গড় ফলন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল।

রোগ পোকার সমস্যা

পুঁই চাষ মূলত লতার ও পাতার জন্য করা হয়। এর চাষে রোগ-পোকার মারাত্মক সমস্যা দেখা যায় না। কেবল রোগের মধ্যে পাতায় দাগ মাঝে-মধ্যে দেখা যায়। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাভিসটিন প্রতি লিটার জলে গুলে ১ গ্রাম হিসেবে ১০ দিন অন্তর দুবার স্প্রে করতে হবে।

লেটুস

লেটুস হল বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আসা নতুন সবজি। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে এই শাকটির চাষ ও জনপ্রিয়তা দুটোই বাড়ছে। দেশের বড় বড় হোটেল, রিসর্ট ও রেস্টুরেন্টে এই সবজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। এর বর্তমান বাজারও আশাব্যঞ্জক।

মূলত পাতা শাক হিসেবে লেটুস খাওয়ার প্রচলন আছে। এটি সহজে হজম করা যায়। কাঁচা অর্থাৎ স্যালাড এবং রান্না করেও লেটুস খাওয়া যায়। লেটুস হল মূলত শীতকালের সবজি।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে পাওয়া যাবে। কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফসফরাস ২৮ মিগ্রা, প্রোটিন ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিগ্রা, ফ্যাট বা চর্বি ০.৩ গ্রাম, থায়ামিন ০.৯ মিগ্রা, আঁশ ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন-'এ' ১৬৫০ মিগ্রা, লোহা ২.৪ মিগ্রা, ভিটামিন-সি ১০ মিগ্রা, রিবোফ্ল্যাবিল ০.১৩ মিগ্রা

জলবায়ু ও মাটি

লেটুস হল মূলত শীত মরশুমের সবজি। এই সময়ের তাপমাত্রা কমপক্ষে ১২-১৫০ সে. হলে এই সবজির চাষ করা যাবে। মাটি ও বাতাসের তাপমাত্রা ৩০০ সে. এর অধিক হলে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে না। গরম পড়লে পাতা শুকোতে শুরু করে এবং পাতার স্বাদ তেঁতো হয়ে যায়। তাছাড়া অধিক তাপমাত্রায় গাছে ফুল এসে যাবে। হালকা মাটি হল লেটুস চাষের পক্ষে উপযোগী। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব পদার্থ মজুত থাকতে হবে। মাটি উর্বর হবে এবং যথেষ্ট জল ধারণ ক্ষমতাও থাকবে। মাটির ক্ষারাম্লমান ৫.৮-৬.৫ হওয়া দরকার।

জমির নির্বাচন

লেটুস খোলামেলা ও উঁচু অবস্থানের জমি পছন্দ করে। জমির মাটির নিকাশি ব্যবস্থাও ভালো থাকতে হবে। জমি যেন যথেষ্ট সূর্যের আলো পায়।

জাত

লেটুসের জাতগুলিকে দুটি প্রকারে ভাগ করা যায়। একটি প্রকারের মাথাগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো গোল। অন্যটির পাতাগুলি হবে মসৃণ ও কোঁচকানো। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, দিল্লি যে জাতগুলি চাষের জন্য সুপারিশ করেছে সেগুলি হল গ্রেট লেকস, স্লোবোল্ট এবং চাইনিজ ইয়েলো। গ্রেট লেকস নামক জাতটির মাথা বাঁধাকপির মতো। অন্য দুটি জাতের গাছ থেকে বারবার পাতা তোলা যায়।

জমি তৈরি

লেটুস চাষের জন্য মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটিতে হতে হবে সরুদানাবিশিষ্ট। লাঙল দিয়ে চাষের পর মাটি সমতল করে নিতে হবে। সকল ধরনের আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

বীজ বোনা

লেটুসের চারা বীজতলায় তৈরি করতে হবে। এজন্য ১৫ সেমি. উঁচু বীজতলায় বীজ বুনতে হবে। বীজতলার ধার বা কিনারা উঁচু রাখতে হবে। বীজতলার মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিকে ঝুরঝুরে রাখতে হবে। বীজতলায় পাতলা করে বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। জৈব সার ও মাটি মিশ্রণের পাতলা স্তর দিয়ে মাটি ঢেকে দিতে হবে। প্রতি বিঘার জমির জন্য প্রায় ৬০-৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। এরপর খড় দিয়ে ঢেকে হালকা করে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা বসানো

সারিতে ৬ সপ্তাহের বয়সের চারা জমিতে বসাতে হবে। সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। চারা বসানোর সময় মাটিয়ে রস থাকতে হবে। দরকার হলে চারা বসানোর পর হালকা করে জল প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় জমিতে বিঘা প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল জৈব সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। বিঘা প্রতি জমির জন্য লাগবে ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪৭ কেজি পটাশ সার মূল সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান দুইভাবে গাছে একমাস ও দুমাস বয়সের সময় চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

সার প্রয়োগে পরেই সেচ দিতে হবে। লেটুসের মাথা বাঁধা শুরু হলেই হালকা সেচ দিতে হবে। জমির জো দেখে তবেই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা

১) আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) চারাকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে ঢাকা দিতে হবে। ৩) গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। ৪) জমি থেকে জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফলন তোলা

গ্রেট লেক জাতের লেটুসের মাথা জমাট বেঁধে গেলেই জমি থেকে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আবার অন্য জাত দুটির বেলায় পাতা বড় ও নরম থাকা অবস্থায় তুলে ফেলার উপযুক্ত হবে। বার বার তোলা যাবে।

ফলন

প্রথম জাতটির বিঘা প্রতি গড় ফল হল ৮-১০ কুইন্টাল। অন্য জাত দুটির গড় ফল হল ১০-১২ কুইন্টাল।

রোগপোকার সমস্যা

ভাইরাস ঘটিত মোজেক বা সাহেব রোগের কিছুটা উপদ্রব দেখা যায়। এজন্য বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও 'ডাউনি মিলডিউ' নামক রোগটির আক্রমণ এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিরোধের জন্য কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

বেনেবউ

একবর্ষজীবী শীতকালীন পরজীবী আগাছা। এর পাতা ছোট ঝিল্লির মতো এবং ক্লোরোফিল বিহীন। ফুলের বিন্যাস অনিয়মিত ও নীল বর্ণের। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শীতের শুরুতে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ মূলের নিঃসরণের প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়। আগাছার চারা চোষক মূলের সাহায্যে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূলে শক্ত করে প্রোথিত করে এবং ছোট কন্দ তৈরি করে। আগাছার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের মূল থেকে। ফলে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদে দুর্বল হতে থাকে। ফলন কমে যায়। অকাল মৃত্যুও ঘটে। তামাক, সর্ষে, আলু, বাঁধাকপি, তুলো, ভুট্টা, শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ, টমেটো প্রভৃতি ফসলের ওপর এই আগাছা বাসা বাঁধে।

নিযন্ত্রণ ঃ

১. বেনেবউকে আশ্রয় দেয় না এমন ফসল যেমন গম, যব, পেঁয়াজ, রসুন, পালং ফসল চক্রে ঢোকানো উচিত।

২. ফসলে আগাছা দেখা গেলে ফুল আসার আগে তুলে ফেলা উচিত।

৩. ফাঁদ ফসল চাষ করলে আগাছা বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

৪. জৈব আগাছানাশক ফাইটোমাইজা (মাছি) ও ফিউজারিয়াম (ছত্রাক) স্প্রে করা যাবে।

চায়ের সঙ্গে তরমুজ চাষ

খোকন সাহা

চায়ের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া যায় না। তবে চায়ের সঙ্গে তরমুজের চাষ করা যায়। শুধু চাষ করাই নয় রীতিমতো বড়সড়ো সাফল্য অর্জন করা সম্ভবও হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন সেখানকার চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এই সাফল্যের পিছনে সহায়তা রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (কোফাম) টেকনিক্যাল অফিসার অমরেন্দ পান্ডের। চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল। শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকে ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না। ওই সময়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে চাষ করে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ পেতে পারেন বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ। এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে।

অমরেন্দ বলেন, আমরা ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ পরীক্ষামূলকভাবে করাই। বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করানোর কারণে এতে বোঝা যায় কোন প্রজাতির চাষ কোন এলাকার মাটি ও জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত এবং ফলনের পরিমাণ কত। আমরা এখানকার চাষের নামকরণ করেছি 'তরমুজ পার্টি'।

এই চা বাগানের প্রিন্সিপাল অফিসার সুজয় সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের চা বাগান প্রায় ৫০০ একরের। কিছুটা নীচু জমি যেখানে সেখানে ১৩ একরজুড়ে তরমুজের চাষ করা হয়। তরমুজের ৪টি ভ্যারাইটি চাষ করা হয়েছে। একর প্রতি ২৫ হাজার কেজি উৎপাদন হয়েছে। প্রথম লটের তরমুজ তুলে জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বাজারে পাঠানো হয়েছে। ভালো মার্কেট পাওয়া গিয়েছে। তরমুজ ছাড়াও সুইট কর্ন, খরমুজ, কাকড়ির চাষ করা হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন শ্রমিক এর চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের কর্ম সংস্থান হয়েছে।

আয় বাড়ানোর উদ্যোগ

- জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ
- চা বাগানের ফাঁকা জমিতে এত বড় এলাকা নিয়ে তরমুজ চাষ বিরল
- শীতের ৩ মাস চা বাগান বন্ধ থাকায় ওই সময়ে শ্রমিকদের কাজ থাকে না
- এই সুযোগে শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে বাগানের ফাঁকা জমিতে অতিরিক্ত আয় করার সুযোগ
- সাফল্য পেতে পারে বড় এবং ছোট দুই ধরনের বাগিচা মালিক কর্তৃপক্ষ
- এজন্য যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রশিক্ষণ দরকার সবই কোফাম থেকে দেওয়া হবে

শখের অফিস বাগান

অপর্ণা গুহ রায়

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। বহু পুরোনো এই কথাটিই আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন কোচবিহার নিবাসী নিশিথরঞ্জন মিত্র। কত মানুষই না সবুজ ভালোবাসেন। তবে স্থানাভাবে তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়ে ওঠে না। নিশিথেরও সেই সুপ্ত ইচ্ছে ছিল। স্থানাভাবও ছিল। কিন্তু নিশিথ মোটেও দমে যাননি। বাবার রেলে চাকরির সুবাদে রেল কোয়ার্টারের খানিকটা জায়গায় ফুলের গাছ বাবা-দাদা-দিদির সঙ্গে হাত মিলিয়ে করতেন। সেই থেকেই গাছের নেশা মাথায় ঢুকে যায়। কিন্তু কোয়ার্টারের জায়গার অভাবে ঠিকমতো ইচ্ছেপূরণ করতে পারছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বাড়ি হলেও সেখানেও গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। তাই টবে গাছ লাগিয়ে মনকে শান্ত করতে হত। বর্তমানে তিনি নিজেও রেলে চাকরি করেন এবং নিউ কোচবিহার চলে আসেন। এখানে এসে প্রচুর জায়গা পেয়ে তাঁর সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ পান। গত ৭ বছর ধরে নিজ ব্যয়ে ও বন দপ্তরের সহযোগিতায় নিজের অফিস চত্বরে প্রচুর গাছ লাগান। আমলকি, আম, পেয়ারা, কুল, মেহগনি গাছের সঙ্গে সারাবছরই রকমারি ফুলের গাছ খুব আনন্দ সহকারে লাগান নিজের অফিসের কাজের অবসরে। রকমারি গাঁদা ফুল, গোলাপ, রজনীগন্ধা ও শীতের বাহারি ফুলের সম্ভারে ভরে ওঠে তাঁর এই বাগান। তিনি তাঁর বাগানের নাম রেখেছেন রবীন্দ্র উদ্যান। তিনি মনে প্রাণে গাছের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসেন।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
PSYCHIATRY & MENTAL HEALTH | PSYCHOLOGY & COUNSELING
SEXUAL WELLNESS | DE- ADDICTION
Dr. Twishampati Naskar
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
Hakimpara, Opposite- Bhutia Market, Siliguri
9242 000 242

মিত্র সম্মিলনীর ৯৯-এ একশোর ভাবনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : মিত্র সম্মিলনীর নিরানব্বই বছরের পুজো পরিক্রমা শুক্রবার শতবর্ষের স্বপ্ন ছড়াল প্রবীণ ও নবীনদের চোখে। আগামী বছর শতবর্ষে পা দেবে শিলিগুড়ি শহরের ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজো। রথযাত্রার দিন কাঠামোপুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল চলতি বছরের পুজোর প্রস্তুতি। শুক্রবার মিত্র সম্মিলনীর নাটমন্দিরে বেদিতে পুজো করেন পুরোহিত উত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন থেকেই পরের বছরের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। ১৯২৭ সালে ডাকের সাজের প্রতিমা দিয়ে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। এই পুজোর সঙ্গে শিলিগুড়িবাসীর আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রতি বছর পুজোর দিনগুলোতে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন।

মিত্র সম্মিলনীর নাটমন্দিরে বেদিতে কাঠামোপুজো। ছবি : সূত্রধর

এদিন পুজোয় সংগঠনের অনেক পুরোনো সদস্যরা এসেছিলেন। এই পুজো ঘিরে তাঁদের মধ্যে এখনও যেন পুরোনো আবেগ রয়ে গিয়েছে। এই পুজোর সঙ্গে বহু বছর ধরে জড়িত রয়েছেন অশীতিপর শ্যামল গুহ। এদিন কাঠামোপুজোয় এসে তিনি বলেন, 'সারাবছর অপেক্ষায় থাকি এই পুজোর জন্য। কাঠামোপুজো থেকে আমার পুজোর দিন গোনা শুরু হয়ে যায়। সবাই মিলে হইহই করে পুজোর দিনগুলো কাটাতে পারি।'

শহরের আবেগ

- ডাকের সাজের প্রতিমা দিয়ে ১৯২৭ সালে শুরু হয়েছিল মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজো
- আগামী বছর এই পুজোর শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই উন্মাদনা তুঙ্গে উঠেছে
- শিলিগুড়িবাসীর অনেকের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে

শতবর্ষের পুজোর জন্য এই বছর থেকেই ধীরে ধীরে প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর পাশাপাশি সাবেকিয়ানায় ডাকের সাজে প্রতিমার মুখ দেখতে প্রতি বছরই প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনরা এখানে আসেন। পুজোর দিনগুলোতে হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। সেখানে সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়াও ঘটা করে হয় বিজয়া সম্মিলনী।

মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এ বছরও দর্শনার্থীরা আমাদের পুজো দেখতে আসবেন। আনন্দ করে পুজোর দিনগুলো কাটাবেন এমনটাই আশা করছি।' এদিনের পুজোতে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য।

লড়াই করে মঞ্চ পেল ইসলামপুর

বরাদ্দ প্রায় ৭ কোটি টাকা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৭ জুন : অবশেষে ইসলামপুরের সাংস্কৃতিক মহলে খুশির হাওয়া। নতুন করে তৈরি হতে চলেছে নেতাজি সুভাষ মঞ্চ। আগামী ৩ জুলাই মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশের পরিত্যক্ত আবাসনগুলিকেও ভেঙে পার্কিংয়ের জন্য অতিরিক্ত জায়গা করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

মঞ্চ তৈরির খবর জানাজানি হতে আনন্দ ছড়িয়েছে সংস্কৃতি মহলে। নাট্যব্যক্তিত্ব দুলু সরকার বলেন, 'ভীষণ আনন্দের খবর। মঞ্চের অভাবে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অত্যাধুনিক মঞ্চ গড়ে উঠলে শিল্পীরা লাভবান হবেন।' আরেক নাট্যব্যক্তিত্ব সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আশা করি দ্রুত মঞ্চের কাজ সম্পন্ন হবে।'

বিগত এক দশক ধরে 'মঞ্চহীন ইসলামপুর' নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে একের পর এক খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও দফায় দফায় সরব হয়েছেন। যদিও সেভাবে কোনও রাজনৈতিক দলকে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। একটা সময়ের পর হতাশ হয়ে মঞ্চের আশাই ছেড়েই দিয়েছিলেন শিল্পীরা। উপযুক্ত মঞ্চের অভাবে পুর টার্মিনাসের যাত্রীশেডের নীচে অনুষ্ঠান করতে হত তাঁদের। কিন্তু ওই ছোট জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হত।

পরিকল্পনা

- আগামী ৩ জুলাই মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ
- বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা
- অত্যাধুনিক মঞ্চ তৈরির পরিকল্পনা
- পরিত্যক্ত আবাসনগুলিকে ভেঙে অতিরিক্ত জায়গা নেওয়া হতে পারে

প্রায় দুই বছর হতে চলল, পুরসভা নিউটাউন রোডে একটি মুক্তমঞ্চ করেছে। কিন্তু ওই মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে গেলে প্যান্ডেল বাবদ লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে যায়। ফলে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির ক্ষোভের অন্ত ছিল না। চাপ ও অস্বস্তি বাড়ছিল পুরসভার। সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিত্ব বিলম্বে হলেও মঞ্চের কাজ শুরু হবে জানতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

বাম আমলে শহরের একমাত্র মঞ্চ ছিল পাবলিক হল। পরে সেটির নামকরণ হয় নেতাজি সুভাষ মঞ্চ। সংস্কারের অভাবে মঞ্চটি জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে দাঁড়ায়। সেটি আর ব্যবহারের উপযোগী ছিল না গত প্রায় এক দশক ধরে। অবশেষে প্রায় তিন বছর আগে টেন্ডার ডেকে দোতলা বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তখন থেকে ইসলামপুর শহর পুরোপুরি মঞ্চহীন। পাঁচিল ঘেরা ওই জমিতে এখন আগাছার জঙ্গল। ইসলামপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভদীপ দাস জানিয়েছেন, মোট সাত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে মঞ্চের জন্য। ফলে অত্যাধুনিক মঞ্চ তৈরি হবে বলেই সকলের ধারণা। পাশাপাশি, আগে পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হত। ওই সমস্যা সমাধানে পরিত্যক্ত আবাসনের জায়গা ব্যবহার করা হতে পারে।

মঞ্চ প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত সংগীতশিল্পী সঞ্জীব বাগচী। সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। আর বাচিকশিল্পী মনোনীতা চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'এবার হয়তো শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বঞ্চনা ঘুচবে।'

আজ শহরে

- দর্পণ নাট্য সংস্থার প্রযোজনায় দু'দিনের নাট্যসন্ধ্যার অঙ্গ হিসেবে আজ পরিবেশিত হবে নাটক 'সমান্তরাল'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

শক্তিগড় কেশব গোস্বামীর গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রায় জনস্রোত। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

পুরনিগমের সামনে চালিশা পাঠ আজ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : পুরনিগমের অন্দরে শনিবার যখন উন্নয়ন-অনুন্নয়ন নিয়ে তর্জা ও আলোচনা চলবে, তখন পুরনিগমের সামনে শোনা যাবে হনুমান চালিশা। এই পাঠের পিছনে রয়েছে বিজেপির প্রতিবাদ। স্টেশন ফিডার রোড সংলগ্ন এলাকায় থাকা হনুমান মন্দিরের প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি, পদ্ম শিবিরের থেকে পুরনিগমে শনিবারের মাসিক অধিবেশনও বয়কট করা হচ্ছে।

বঙ্গ রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেছে অনেক আগেই। '২৬-এর ভোট যত এগিয়ে আসছে, হিন্দুত্বের অস্ত্রে ততই শান দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। যাতে নতুন ইস্যু হনুমান মন্দিরের প্রাচীর ভেঙে যাওয়া। পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেশন ফিডার রোড সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে পুরনিগমের একটি জায়গার প্রাচীর ভাঙার পাশাপাশি ভাঙে হনুমান মন্দিরের প্রাচীরও। কে বা কারা ভেঙেছে, স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনায় গর্জে উঠেছে বিজেপি। ঘটনার প্রতিবাদেই শনিবার পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন বয়কট করে পুরনিগমের সামনে হনুমান চালিশা পাঠের সিদ্ধান্ত রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের।

ঘটনার প্রতিবাদ এবং নতুন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত জানাতে শুক্রবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল। ঘটনার কথা উল্লেখ করে পুরনিগমের বিরুদ্ধে সনাতনী মানুষের আস্থার ওপর আঘাত হানার অভিযোগ তোলেন অমিত। তিনি বলেন, 'এমন আচরণের প্রতিবাদ জানাতেই শনিবারের বোর্ড মিটিং বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পুরনিগমের সামনে হনুমান চালিশা পাঠ করা হবে।' তাঁর অভিযোগ, আন্ডার কেবলিংয়ের কাজের জন্য শহরে গাছ পড়ে যাচ্ছে। সনাতনী প্রতিষ্ঠানে আঘাত আনা হচ্ছে। র‍্যাশন ডিলাররা বাড়িতে প্রসাদ দিয়ে বলছেন এটা জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। প্রাচীর ভাঙার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শালিনী বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে শুনলাম এলাকায় একটা জায়গার প্রাচীর ভাঙা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের লোকেরাও ছিল। সেই সময় পাশে থাকা একটা হনুমান মন্দিরের প্রাচীরও ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু এত রাতে কেন এলাকায় ভাঙতে আসা হল এবং সেটা কাউন্সিলারকে জানানো হল না? অন্তত একটা তথ্য তো থাকতে হবে কাউন্সিলারের কাছে। মন্দিরের ওপর আঘাত মেনে নেওয়া হবে না।'

এ বিষয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'ধর্ম নিয়ে আমরা রাজনীতি করি না। বিষয়টি দেখতে গতকাল রাতে আমি নিজে ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। ওঁরা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতেই পারতেন। কিন্তু তা না করে নানা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতীকী আন্দোলন ওঁরা করতেই পারেন, তাতে আমার কিছু বলার নেই। পুরনিগম নিজের জায়গাটি পরিষ্কার করেছে, কারণ সেখানে স্মারক তৈরি করা হবে। তার পাশে মন্দির ঠিক মন্দিরের জায়গাতেই থাকবে।'

পাড়ায় ছোটদের রথে বড় আনন্দ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : এ রথে নেই হাজার মানুষের ভিড় বা ঢাকের বাদ্যি তবুও খুশিতে কমতি নেই। শুক্রবার শহরের শুধু রাজপথ নয়, অনেক পাড়ার গলিতেও দেখা গেল ছোট রথ। হায়দরপাড়ার মনসা মন্দিরের গলিতে দেখা গেল তিন-চার বছরের কয়েকজন খুদে ছোট্ট একটা রথ টেনে নিয়ে চলেছে। চারপাশে বন্ধুবান্ধব। কারও হাতে ফুলের ঝুড়ি, তো কারও হাতে কাঁসর-ঘণ্টা।

রঙিন কাগজ, কাঠি, থার্মোকল আর একচিমটে কল্পনায় খুদে জগন্নাথ ভক্তরা রথ নির্মাণ করে নেমে পড়েছে রাস্তায় রাস্তায়। এই যেমন শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের রোম্বিক ভট্টাচার্যের বয়স ১৪। যখন বয়স চার তখন থেকেই নিজের হাতে রথ বানিয়ে বের হয় রাস্তায়। তবে শুধু রথই নয়, সঙ্গে পুজোটাও করে মন দিয়ে। যেমন জগন্নাথকে ওষুধ দেওয়া থেকে শুরু করে এদিনের পুজো সবটাই করেছে। বিকেল নাগাদ মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ডাবগ্রামের বিভিন্ন পথে বেরিয়েছে রোম্বিক। অনেকেই তার রথ ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। কেউ আবার রথে দিচ্ছেন চিনি-কলা। আর তাতে ভীষণ খুশি রোম্বিক। বলছিল, 'খুব আনন্দ হয় আমার। মা-বাবাও আমার সঙ্গে যায়।' এবছর শিলিগুড়ির বিদ্যাচক্র কলোনিতেও বেশ কয়েকটি রথযাত্রা দেখা গেল। প্রায় চারটি ছোট ছোট ও একটি বড় রথ। কোনওটা পাড়ার খুদেদের উদ্যোগে আবার কোনওটা বা বড়দের। সারাদিন যে পাড়ায় একটা রথের আমেজ ভরপুর ছিল সেই কথাই বললেন নয়ন সরকার। তাঁর কথায়, 'বাইরে আর যেতে হয়নি, এখানেই অনেক রথ দেখলাম। বেশ ভালো লাগল সবার উৎসাহ দেখে।'

এদিন পাড়ায় বান্ধবী, প্রতিবেশীদের সঙ্গে রথ নিয়ে বেরিয়েছিলেন মৌপিয়া মণ্ডল। 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনির সঙ্গে মন খুলে আনন্দ। প্রতীক ঘোষ (১২), অনুষ্কা গিরি (১২) সবার মুখে চওড়া হাসি। এদিন আর বড় মন্দির যাওয়া হয়নি, সকাল থেকে ব্যস্ত নিজেদের রথ সাজাতে। প্রতীকের কথায়, 'খুব মজা লাগে সবাই মিলে একসঙ্গে রথযাত্রা পালন করতে। অনেকেই আমাদের রথের দড়ি ধরে টানে।' এদিন হায়দরপাড়া, হাকিমপাড়া, আশ্রমপাড়া, ডাবগ্রাম, পাতি কলোনি, শক্তিগড়, বিদ্যাচক্র কলোনি সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে ছোট রথ নিয়ে অনেককে বের হতে। হায়দরপাড়ার এক পিচের রাস্তায় চক দিয়ে আলপনা এঁকেছে একদল খুদে। আর সেই আলপনার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অতুল দে। তাঁকে এই আলপনার কথা বলতেই তিনি বললেন, 'বাচ্চারা নিজেরাই পরিকল্পনা করেছে। আমরা শুধু একটু সাহায্য করেছি।' এদিন বাবুপাড়ার ক্লাস ওয়ানের সোমতীর্থ গোস্বামীও জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রাকে নিজের রথে নিয়ে বেরিয়েছিল।

প্রতিবার রথে ইসকনে এত ভিড় থাকে যে কিছুক্ষণ দড়ি ধরে হাঁটার উপায় থাকে না। তাই এবার আশ্রমপাড়ার কয়েকজন তরুণ নিজেরাই রথ বানিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে রয়েছে খুদেরাও। শিব পাল নামে তরুণের কথায়, 'এবার আর বাইরে যাওয়া হয়নি। নিজের রথ নিয়েই রামকৃষ্ণ মাঠ, পাকুড়তলা মোড় থেকে শুরু করে আমতলা হয়ে ঘুরে এসেছি। এবার থেকেই শুরু করলাম, পরের বারও করব।'

এই ছোট ছোট রথ বলে দিচ্ছে উৎসব মানে শুধু বড় আয়োজন নয়, আনন্দ মানে নিজের হাতে কিছু গড়ে তোলাও। শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ছিল আজ পুরীর ছোঁয়া, সঙ্গে 'জয় জগন্নাথ ধ্বনি'।

রথের মেলা

ইসলামপুর, ২৭ জুন : শুক্রবার ইসলামপুর শহরে সাড়ম্বরে রথযাত্রা পালিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসলামপুর কোর্ট মাঠে ঐতিহ্যবাহী মেলা বসেছে। বহু মানুষ রথের রশিতে টান দিয়ে মেলা ঘুরে দেখেন। এদিন ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা পালের উদ্যোগেও রথ এলাকায় পরিক্রমা করে। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল রথযাত্রার উদ্বোধন করেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসলামপুর শহর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।

পুলিশের উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : সোনার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল আগেই। এবার প্রতিটি থানা নিজস্ব এলাকায় থাকা সোনা ব্যবসায়ীদের নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করল। কোনও ধরনের সন্দেহ হলেই ওই গ্রুপে যাতে মেসেজ করা হয়, সেই নির্দেশ থানাগুলোর তরফে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও নিয়মিত যাতে সোনার দোকান ব্যবসায়ীরা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'বিশেষ দিনে কোনও সোনার দোকান খোলা হলে, সে ব্যাপারটা থানায় জানানো এবং প্রতি মাসে সিসিটিভি পরীক্ষা করার জন্য ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে লুটের পরেই পুলিশের তরফে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি দোকানের পিছন দিকে আরও একটি গেট করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ১০০-এর গেরো কাটাতে তিনটি নম্বর চালু করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

বাসে স্কুল ছাত্রীকে হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : বাসে স্কুল ছাত্রীকে শারীরিক হেনস্তা করার অভিযোগ। বাসে থাকা যাত্রীরাই উত্তমমধ্যম দিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেন। ধৃত ওই অভিযুক্তের নাম সসিত মল্লিক। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এক স্কুল ছাত্রী কোর্ট মোড় থেকে বন্ধুদের সঙ্গে মেডিকেল মোড়ে (শিবমন্দির) নামার জন্য বাসে ওঠে। অভিযোগ, চাঁদমণি থেকে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিও বাসে ওঠে। এরপর সে বারবার ওই স্কুল ছাত্রীর শরীরে হাত দিতে শুরু করে। এরপর ওই ছাত্রী ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে তার সহপাঠীরা প্রতিবাদ করতে শুরু করে। অভিযোগ, এই সময় অভিযুক্ত পালটা গালিগালাজ করতে শুরু করলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বাসে থাকা অন্য যাত্রীরা। এরপর ওই অভিযুক্তকে দেওয়া হয় উত্তমমধ্যম। মেডিকেল মোড়ে বাস দাঁড়াতেই পুলিশকে ফোন করেন বাসযাত্রীরা। এরপর ওই অভিযুক্তকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২৭ জুন : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুরের খেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান। রাস্তাটির ওপর এলাকার দুটি গ্রামের প্রায় ৫০০টি পরিবার নির্ভরশীল। কিন্তু সেটি বেহাল হলেও সংস্কারে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ।

দুটি দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এনজেপি থানা এলাকায় পৃথক দুই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ঘটনা ঘটে জিয়াগঞ্জ এলাকায়। আর একটি ঘটনা ঘটে ব্যাটালিয়ন রোড এলাকায়।

রংদার রোববার

ছাতা

সেই কবে কোন কালে ভরসা হয়ে আমাদের মাথায় তার উদয়। তারপর থেকে জীবন তাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। বর্ষায় তো বটেই, প্রখর গরমে বা স্রেফ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে সে আমাদের সঙ্গী। নামভারে সে আমাদের জীবনের অন্যতম অবলম্বনও। এবারের প্রচ্ছদে ছাতা।

প্রচ্ছদ কাহিনী সন্দীপন নন্দী, শুভ্রদীপ রায় ও দেবদত্তা বিশ্বাস
গল্প কিংবা গল্প নয় পিসি সরকার (জুনিয়ার)
ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ শিশির রায়নাথ
কবিতা স্নেহাংশু বিকাশ দাস, পরাগ মিত্র, সুরভি চট্টোপাধ্যায়, অদীপ ঘোষ ও পাপিয়া মিত্র

স্কুলে সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : পড়ুয়াদের মধ্যে সর্বভারতীয় পরীক্ষা দেওয়ার আগ্রহ দেখে স্কুলেই এবার এর প্রস্তুতি করানোর উদ্যোগ নিল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। স্কুলের লাইব্রেরি ফান্ড থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকায় কেনা হয়েছে সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতির বইপত্র। যেখানে সরকারি স্কলারশিপ, নিট ও জেইই-এর প্রস্তুতির বই রয়েছে। স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনী থেকে অভিভাবকরা। সম্প্রতি মেয়র গৌতম দেবের হাত ধরে উদ্বোধন হয়েছে স্কুলের নতুন লাইব্রেরি। সেখানেই দেখা যাচ্ছে আগ্রহী পড়ুয়াদের। প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ বলেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লাইব্রেরিতে শিক্ষকরা ক্লাস করাবেন।' নিট দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অনুশ্রী দত্তের। কিন্তু কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, সিলেবাস কী থাকবে সেব্যাপারে সঠিক কোনও ধারণা নেই তার। স্কুলের এই উদ্যোগ দেখে অনুশ্রী বলে, 'শিক্ষকদের গাইডেন্সে পড়াশোনা করলে আমার স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আশা রয়েছে।' আরেকজন ছাত্রী অদ্রিজা দে'র কথায়, 'প্রস্তুতির জন্য যে বইগুলো প্রয়োজন তা দোকানে কিনতে গিয়ে দেখেছিলাম, অনেক দাম। কিনতে পারিনি। তবে স্কুল সে সুযোগ করে দিল।'

দশম শ্রেণির ছাত্র দেবাংশু ঘোষ বলে, 'আমরা নিজেরা পড়ে স্কলারশিপের পরীক্ষা পাশ করেছি। কিন্তু এখন ছোটরা স্কুলে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবে। আমার জেইই দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। সেই প্রস্তুতি আমি স্কুলেই নিতে পারব।'

কেরলে বহুতল ধসে মৃত ৩ শ্রমিক

দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই মালদার বাসিন্দা।

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৭ জুন : শোকস্তব্ধ মালদার বৈষ্ণবনগর। কোরবানির ইদের পরই কাজের সন্ধানে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক কেরলের পথে রওনা হয়েছিলেন। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ সেখানকার কোডাকরায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিক প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন পার দেওনাপুর-শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েদ হাজিপাড়ার রবিউল শেখ (১৯), রবিউল ইসলাম (২১) ও কুম্ভিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোদনটোলার আলিম শেখ (৩০)। এদিন সকালে কোডাকরার একটি পুরোনো বহুতল ভবন আচমকাই ধসে পড়ে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ওই ভবনে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকতেন। দুর্ঘটনার সময় ভবনের ভিতরে প্রায় ১২ জন শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। ধ্বংসস্তূপ থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে ত্রিশূর জেলার কালেক্টর অর্জুন পান্ডিয়ান জানিয়েছেন।

পার দেওনাপুরের জয়েদ হাজিপাড়ায় গিয়ে দেখা যায়, রবিউলের মায়ের কান্না থামছেই না। বাবা ফিরোজ আলি বারবার বলছিলেন, 'ছেলেটা তো বলেছিল, কয়েকদিন কাজ করে ফিরে আসবে। কে জানত এমনটা হবে!' প্রতিবেশীরা জানান, পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আরেক রবিউলের বাবা আবদুল মান্নান শেখ বলছিলেন, 'গরিব হওয়াটাই আমাদের একমাত্র অপরাধ।' বলতে বলতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আত্মীয়রা তাঁকে ধরে ফেলে কোনওমতে সরিয়ে নিয়ে যান। কুম্ভিরার গোদনটোলায় আলিম শেখের বাড়িতে ভিড় জমেছিল। তাঁর স্ত্রী হুসনে আরা বারবার কান্না চেপে বলে চলেছিলেন, 'স্বামী আমাদের ফেলে রেখে চলে গেলেন। এখন আমাদের কী হবে?'

কেরলের কোডাকরা থেকে ফোনে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের মুর্শেদ আলি বললেন, 'বাড়িটি বহু পুরোনো ও জরাজীর্ণ ছিল। বারবার সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই অবহেলাই তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিল।' স্থানীয় সমাজসেবী আলিম শেখের বক্তব্য, 'কাজের খোঁজে বাইরে গিয়ে এভাবে মৃত্যু কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ওই তরুণদের মৃতদেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনতে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে স্থানীয়রা দাবি জানিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসনে নজরদারি আরও বৃদ্ধির দাবি জোরালো হয়েছে।

চারদিনে দুই দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৭ জুন : চারদিনের ব্যবধানে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার হল কিশনগঞ্জ জেলায়। প্রথম মৃতদেহটি উদ্ধার হয় ২২ জুন। পোঠিয়া থানার ডাঙ্গাপাড়ার কাছে মহানন্দা নদীতে তরুণের লাশ উদ্ধার করে। মৃতের নাম মহম্মদ হামিদুর ইসলাম (২২)। তিনি চোপড়ার চিতলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। মৃতদেহ উদ্ধারের পর তাঁর পরিবার পোঠিয়া থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে।

তদন্ত শুরুর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এই মৃত্যু রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। পুলিশ সুপার সাগর কুমার শুক্রবার প্রেস বিবৃতিতে জানান, মৃত তরুণ গোরু পাচারচক্রের সক্রিয় সদস্য ছিল। চুরির টাকার ভাগ নিয়ে ঝামেলার জন্য দলের অন্য সদস্যরা হামিদুলকে খুন করেছে। পুলিশ এই ঘটনায় চোপড়া থানা এলাকার মহম্মদ দবির আলমকে গ্রেপ্তার করেছে।

আরেকটি মৃতদেহ উদ্ধার হয় বৃহস্পতিবার। পাহাড়কাট্টা থানা এলাকার সারদিঘি গ্রামের কাছে একটি খেতে পুলিশ এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। শুক্রবার মৃতের পরিবার লাশটি শনাক্ত করে। পুলিশ সুপার জানান, মৃত নারায়ণচন্দ্র দাস (৭০) ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

ভয় শহরে

প্রথম পাতার পর

যে দুটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তার একটি প্রধাননগর থানা এলাকার, অন্যটি সম্ভবত মেডিকেল মোড় বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের। প্রথমে কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় ভিডিও দুটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, দুটি ঘটনাই বাস্তবে ঘটেছে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'প্রধাননগর থানা এলাকার ছিনতাইয়ের যে ভিডিও পাওয়া গিয়েছিল, সেটার তদন্ত করে আমরা ড্রেনে পড়ে যাওয়া মহিলার খোঁজ পেয়েছি। তিনি ভয় কিংবা অন্য কোনও কারণে থানায় আসতে পারেননি। তবে উনি আজকে এসে অভিযোগ দায়ের করেছেন।'

ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল। পুলিশ অভিযোগও পেল। তারপরও কেন এখনও দুষ্কৃতীকে ধরতে পারল না পুলিশ, সেই প্রশ্ন ঘুরছে শহরে। প্রধাননগরের বাসিন্দা প্রদীপ শর্মা বলছেন, 'শিলিগুড়ি শহরে দিন-দিন অপরাধ বাড়ছে। পুলিশের কোনও ভূমিকা দেখছি না। সবদিক থেকে পুলিশ ব্যর্থ। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দু'-একজনকে ধরে বাহবা পেতে চাইছে পুলিশ। কিন্তু তাতে জনগণের সুরক্ষা কোথায়?'

হাকিমপাড়ার ভাস্বতী সেনগুপ্তর খোঁচা, 'আজকাল শহরে পুলিশের টহলদারি ভ্যান আর চোখে পড়ে না। শুধু ট্রাফিকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি পুলিশকে। ফলে শহরে অপরাধ বাড়বে না তো, কমবে!'

শুধু ছিনতাই নয়, পাড়ায় পাড়ায় চুরিও বেড়েছে গত কয়েক মাসে। এদিনও শান্তিনগর বৌবাজার এলাকার একটি বাড়িতে অভিনব কায়দায় সাইকেল চুরি যায়। দুপুরে ওই বাড়িতে আসে অপরিচিত এক তরুণ। বাড়ির মালকিন মমতা বিশ্বাস বলছেন, 'ছেলেটি এসে আমার কাছ থেকে জল চায়। আমি গ্লাসে করে জল এনে দিই। সেটা খায়, চলেও যায়। কিছুক্ষণ পর দেখি উঠোনে থাকা সাইকেলটা নেই।' এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায়, মহিলার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সাইকেলটি নিয়ে উধাও হয় তরুণ। ঘটনায় আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন মমতা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগের কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করছেন। তাঁর বক্তব্য, 'কারও কাছে কোনও তথ্য থাকলে আপনারা আমাদের এসে জানান। অযথা বিভ্রান্তিকর পোস্ট করে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবেন না। ছিনতাইকারীদের চিহ্নিত করে পাকড়াওয়ের ব্যবস্থা করছে পুলিশ।'

পোষ্যের মৃত্যুতে নালিশ মানেকাকে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ জুন : চিকিৎসার গাফিলতিতে পোষা কুকুরের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সুবিচার চেয়ে অভিযোগপত্র জমা করা হল মানেকা গান্ধির কাছে। অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে জেলা শাসক থেকে শুরু করে ব্লক লাইভস্টক দপ্তর, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরেও। তদন্ত কমিটি গড়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। যদিও এই নিয়ে মুখ খুলতে চাননি অভিযুক্ত ওই পশুচিকিৎসক।

ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। রঘুনাথপুর এলাকার ইতি দাস ঘোষের পোষা কুকুরটি মারা যায়। সেটির মৃত্যুর পেছনে সরাসরি বালুরঘাট পশু হাসপাতালের এক চিকিৎসককে ভুল চিকিৎসার দায়ী করেছেন ইতি।

১৭ তারিখ ইতির কুকুরের হঠাৎ জ্বর আসায় চিকিৎসককে জানান তিনি। ১৮ তারিখ ওই চিকিৎসক কুকুরটিকে দেখতে যান। রক্ত পরীক্ষা সহ কিছু ওষুধ লিখে দেন। অভিযোগ, কুকুরের জ্বর বা বমি কমছে না জানালেও তিনি পরে তাকে দেখতে আসেননি। এমনকি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেননি। পোষ্যটির শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ইতি চিকিৎসককে ফের ফোন করেন। পরদিন সকাল ৮টায় আসার কথা বলে বেলা ৪টায় ওই চিকিৎসক আসেন। ২২ তারিখ ওই চিকিৎসক ফের ইতির বাড়িতে আসেন। তখন স্যালাইন চালানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যে দুজনকে দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল তাঁরা স্বাস্থ্যকর্মী নন বলে অভিযোগ। এরপরেই সেটি মারা যায়।

রথের শোভাযাত্রায় মেজাজ হারাল হাতি। তেড়ে গেল পুণ্যার্থীদের দিকে। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

৪ গন্ডারের মুখোমুখি, হত মহিলা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৭ জুন : জলদাপাড়া বনাঞ্চলে ফের গন্ডারের হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এবারও জঙ্গলের ভেতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে গন্ডারের মুখে পড়লেন দুই মহিলা। দুজনেরই বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের লছমনডাবরি গ্রামে। গন্ডারের হামলায় ফুলবালা বর্মন (৫৫) নামে এক মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা দিনোবালা বর্মন নামে আরেক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের জঙ্গলে। মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত কমাতে বন দপ্তর লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চালালেও তাতে যে কাজ হচ্ছে না এই ঘটনা ফের তা প্রমাণ করল।

এদিনের ঘটনাটি ঘটেছে একেবারেই জঙ্গলের ভেতরে। তাই ঘটনা নিয়ে বন দপ্তর এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইছে না। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের কথায়, 'আমরাও খবর পেয়েছি। তবে কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, কে মেরেছে সেটা আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না। যে মহিলা জখম, তাঁর সঙ্গে কথা বলা হবে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তীও একই কথা বলছেন। রেঞ্জ অফিসারের কথায়, 'এখনই কিছু বলতে পারছি না। তদন্ত করা হচ্ছে।'

তবে লছমনডাবরি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন যে, গন্ডারের হামলাতেই একজনের মৃত্যু হয় ও আরেকজন জখম হন। গোপালের বক্তব্য, 'বাড়িতে জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন পড়ায় দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে যান। সেখানে দুজনই গন্ডারের দলের সামনে পড়ে যান। তখন গন্ডারগুলি অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রথমে দুজনই গুরুতর জখম হয়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ফুলবালা বর্মনের মৃত্যু হয়।'

প্রথমে দুজনকেই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, গন্ডারের হানায় দুজনেরই কোমরে চোট লাগে। পরে জখম মহিলাকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।বন দপ্তর সূত্রে খবর, জঙ্গলের ভেতরে এরকমভাবে বন্যপ্রাণীর আঘাতে মানুষের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়ম নেই। কারণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশ করাই আইনত অপরাধ। তারমধ্যে এখন বর্ষাকাল। এই সময় তিন মাস এমনিতেই জঙ্গলে প্রবেশ বন্ধ থাকে। তা সত্ত্বেও কীভাবে ওই দুই মহিলা এদিন জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন ফুলবালারা যখন জঙ্গলের ভেতরে ঢোকেন তখন একসঙ্গে চারটি গন্ডার ছিল। সেই গন্ডারগুলির মধ্যে সঙ্গিনী দখলের লড়াই চলছিল। একেবারে সেই দলটির সামনে পড়ে যান দুজন। ওই দুজনকে আক্রমণ করার পর গন্ডারগুলি জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে পড়ে। এদিকে, জখম মহিলার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তাঁরাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

চলতি বছরেরই ২১ মার্চ গন্ডারের হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ধীরেন রায় নামে এক ব্যক্তি গোরু চরাতে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গন্ডারের হামলার শিকার হন। বারবার এভাবে গন্ডারের হামলায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে।

বীরপাড়ায় আহত ১৪

বাস উলটে প্রাণ গেল ২ জনের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

সরানো হচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস।

বীরপাড়া, ২৭ জুন : শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বীরপাড়া চৌপথির কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাস উলটে মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন ১৪ জন। বাসটি বীরপাড়া থেকে জটেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। বীরপাড়া চা বাগানের কারখানার কাছে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় বাসটি। বাসের ধাক্কায় একটি টোটোও উলটে যায়। আহতদের বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিনয় দাস (৪০) এবং নীলকমল দত্ত (৪৩) নামে দুজনকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম ১৪ জনের মধ্যে রয়েছেন দুই মোটরবাইকচালক এবং আরোহীরাও। তাঁদের মধ্যে ৫ জন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জটেশ্বরের বাসিন্দা বিনয় ওই বাসেরই কনডাক্টর ছিলেন। আর নবনগরের বাসিন্দা নীলকমলও জয়গাঁ রুটের একটি বাসের কনডাক্টর ছিলেন। এদিন ডিউটি শেষে ওই বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন নীলকমল।

মোটরবাইকের সঙ্গে কীভাবে বাসের সংঘর্ষ হয়, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। স্থানীয়দের একটি অংশ বলছে, একটি টোটোর চালক জাতীয় সড়ক থেকে গলিপথে ঢোকার সিগন্যাল দেন। তারপর হঠাৎ নিজেই সিগন্যাল ভঙ্গ করে জাতীয় সড়কের মাঝখানে এসে পড়েন। হকচকিয়ে বাঁদিকে বাসটিকে সরানোর চেষ্টা করেন বাসচালক। ওই সময় বিপরীত দিকে আসা মোটরবাইকটি তীব্র বেগে ধাক্কা মারে বাসে। সংঘর্ষের অভিঘাতে মোটরবাইকের সামনের অংশটি ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুর্ঘটনা

- যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে, দুজনেই কনডাক্টর
- একজন সেই বাসেরই কনডাক্টর, আরেকজন অন্য বাসের
- দ্বিতীয় ব্যক্তি এদিন ঘটনাচক্রে ওই বাসে চড়ে যাচ্ছিলেন
- বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৫ জনের

আবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের জখম যাত্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তারপর বাসটি মোটরবাইকটির পেছনে ধাক্কা মারে। মোটরবাইকটিও জটেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। বাসটি বাঁদিকে উলটে পড়ায় দরজা আটকে যায়। আমরা বের হতে পারছিলাম না।' ব্যাংকান্দির বিশ্বজিৎ রায় নামে আহত এক বাসযাত্রী জানিয়েছেন, তিনি প্রাণ বাঁচাতে জানলার কাচ ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভাঙা কাচের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বিশ্বজিতের শরীর। ওই সময় বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় সামলাচ্ছিল পুলিশ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশকর্মীদের একাংশ ঘটনাস্থলে যান। পৌঁছান বীরপাড়া দমকলকেন্দ্রের কর্মীরাও। এদিন দুর্ঘটনার জেরে বীরপাড়া রথের মেলার আনন্দ যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আরও ৬ মাস

প্রথম পাতার পর

কর্মচারী সংগঠনের হিসাব ও আদালতে সরকারের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতার পুরো বকেয়া মেটাতে হলে রাজ্য সরকারের খরচ হবে ৪১৭৭০ কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই বকেয়ার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হলে ১০ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি খরচ হবে। জুন মাসে তিন দফায় রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা নেওয়ায় জল্পনা ছড়িয়েছিল যে, ডিএ দেওয়ার জন্যই ওই পদক্ষেপ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সেই পথে হাঁটল না নবান্ন।

বরং সুপ্রিম কোর্টে শুক্রবার রাজ্য যে আবেদন করেছে, তাতে ডিএ কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কোষাগারে অর্থের অভাবের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখও করা হয়েছে ওই আবেদনে। জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ কেন্দ্র দিচ্ছে না। অন্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আলাদা। তাই এখানকার পরিকাঠামো মেনেই ডিএ দেওয়া উচিত। তাছাড়া গত বাজেটে বকেয়া ডিএ'র জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়নি।

যদিও আইনজীবী শামিমের যুক্তি, ডিএ বেতনের অংশ। কর্মীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করার অর্থ বেতন কমিয়ে দেওয়া। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সভাপতি দেবাশিস শীলের মতে, 'এটা রাজ্য সরকারের ঘৃণ্য কৌশল।'

কলেজেই গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'এর জন্য পুলিশই দায়ী। রাজীব কুমার, বিনীত গোয়েল, মনোজ ভার্মা সহ গোটা কলকাতা পুলিশ দিঘায় কী করছে?' বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও নাবালিকাকে খুন করা হচ্ছে। কোথাও ধর্ষণ হচ্ছে। যতই রথ টানুন না কেন, এই পাপ থেকে মুক্তি পাবেন না।'

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য প্রথম থেকে ঘটনার নিন্দা করছে এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে যুক্তি দিচ্ছে। দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বলা হয়েছে, তৃণমূল এ ধরনের অপরাধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই কারণে অপরাজিতা বিল আনা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির কারণে সেই বিল এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। বিজেপি ধর্ষকদের শাস্তি দেয় না। সুরক্ষা দেয় বলে অপরাজিতা বিল ২০২৪-এর গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অভিযুক্তের উদ্দেশে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'জানোয়ারকে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া উচিত।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রদেশ সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, ২০১৯ সালে অভিযুক্ত তৃণমূলের নিম্নতর পদে ছিলেন। তিনি ২০২৫ সালে এই ঘটনা ঘটাবেন, তা তাঁরা জানবেন কী করে! পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, 'যাঁরা তৃণমূল করেন, তাঁরা এ ধরনের ঘটনায় যুক্ত থাকেন না।'

রাজনৈতিক তর্জা কিংবা সাফাই গণধর্ষণের শিকার ছাত্রীটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে ঢাকতে পারছে না। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, মনোজিতের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে এই চরম পরিণতির শিকার হতে হয়েছে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের পাশাপাশি তাঁকে হকি স্টিক দিয়েও মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার। ওইদিন ওই ছাত্রী পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করতে কলেজে গিয়েছিলেন।

কাজ শেষ হওয়ার পর মনোজিৎ তাঁকে ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলেন। বিকেল ৪টায় বেরোনোর চেষ্টা করলেও বসিয়ে রাখা হয়। সন্ধে ৬টা নাগাদ মনোজিৎ ওই তরুণীকে প্রেম নিবেদন করেন। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে ফের ইউনিয়ন রুমে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সন্ধে ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফের মনোজিৎ বিয়ের প্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

ফের তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মনোজিৎ তাঁর ওপর চড়াও হন। তাতে অসুস্থবোধ করায় ওই নির্যাতিতা তাঁকে কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেও শোনা হয়নি। বরং একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চাইলে কলেজের মেইন দরজা বন্ধ করে দেয় বাকি দুই অভিযুক্ত। জোর করে তাঁকে ইউনিয়ন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিরাপত্তারক্ষীর ঘরে জোর করে তাঁকে নিয়ে যায় প্রমিত ও জইব। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে তরুণী পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে জানিয়েছেন।

মোবাইলে ধর্ষণের ভিডিও তুলে ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে নির্যাতিতার প্রেমিক ও মা-বাবাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। তারপর ফের ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন তিনি।

ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ল' কলেজের অধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আইন অনুযায়ী যা শাস্তি হওয়া উচিত, সেই ব্যবস্থা হবে।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, 'অধ্যক্ষকে

রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। মঙ্গলবারের মধ্যে তৈরি হবে তথ্য অনুসন্ধান কমিটি।'

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সন্ধে পর্যন্ত কী করে অভিযুক্তরা কলেজে রইলেন, কারও কানে আওয়াজ গেল না কেন ইত্যাদি সন্দেহ তৈরি হয়েছে। মূল অভিযুক্ত ওই কলেজেরই প্রাক্তনী। এখন আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস করেন। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অশোক দেবের অনুমতিতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় বলে জানিয়েছেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। কলেজের দেওয়ালজুড়ে লেখা রয়েছে, 'মনোজিৎ দাদা ইজ ইন আওয়ার হার্ট'।

খুঁত খোঁজার প্যাঁচপয়জার

প্রথম পাতার পর

অতএব যে যেমন পারো, প্রশাসন হয়ে যাও।

প্রসাদ প্রকল্প লিখেছি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন- সরকারি প্রকল্প। যেন আরেকটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিংবা স্বাস্থ্যসাথী বা কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি সাথী বা শ্রী যুক্ত সরকারি খয়রাতি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি-কথাটা চালু ছিল কংগ্রেস ও বাম শাসনেও। কংগ্রেস আমলে নেতাদের সিগারেটের খাপে লেখা সুপারিশে চাকরি হয়ে যেত। সেই পাইয়ে দেওয়াটা এখন ভাতা নাও টাকা দাও। অনুচ্চারিত স্লোগানটা সামান্য বদলে বলা যায়- প্রসাদ নাও, ভোট দাও।

প্রশ্ন করলে কি অন্যায় হবে যে, প্রসাদ বিলি কি সরকারের কাজ হতে পারে? প্রসাদ তো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য। দেবতা গ্রহণ করার পর যেটুকু থাকে, তা ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ হিসেবে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট একটি ধর্মের প্রথা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রশাসন কেন প্রসাদ বিলোবে? ইদের অনুষ্ঠানে বা গির্জায় মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধিরা গেলে তোষামোদের রাজনীতি বলে হইচই হয়। প্রশাসন প্রসাদ বিলোলে ভিন্ন তোষামোদের অভিযোগ কেন উঠবে না?

না, মশাই না। অভিযোগ একটা উঠছে। সেটা প্রশাসনের প্রসাদ বিলোনো নিয়ে নয়। প্রসাদের শুদ্ধতা নিয়ে। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা উচ্চগ্রামে প্রচার করছেন এই প্রসাদে ঈশ্বরের ছোঁয়া নেই। এই প্রসাদ জগন্নাথের নয়। জগন্নাথ তো শুধু পুরীর একচেটিয়া। দিঘা তো ধর্মস্থানই নয়। অথচ রাম মন্দির উদ্বোধনে যেভাবে নেমে পড়েছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার, দিঘায় তারই পুনরাবৃত্তি করছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন।

তৃণমূল ও বিজেপি- দু'পক্ষই গাইতে পারে 'মোরা যাত্রী একই তরণীর, সহযাত্রী একই তরণীর...।' সেই সহযাত্রীদের রাজনীতি এখন শুধুই ধর্মকেন্দ্রিক। সেই ধর্ম-রাজনীতির নতুন অস্ত্র হয়ে উঠল প্রসাদ। শুধু মেরুকরণের প্রচারে ততটা লাভ হচ্ছে না বাংলার মাটিতে। মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, মহেশতলার সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালীগঞ্জের ভোটে ডিভিডেন্ড দিল না। কিন্তু খেলা চলছে নিরন্তর। আজ হয়নি বলে কাল হবে না- তেমন নিশ্চয়তা নেই।

সহজ এই আশঙ্কাটা আঁচ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর কথা, আচরণ, গান নিয়ে মিম-খিল্লি যতই হোক, অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের মন পড়তে তিনি পারদর্শী। একা ৩৪ বছরের বাম শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তো। হিন্দু ভোটের পদ্মাসন ঠেকাতে তাঁর এই দিঘা অভিযান ও প্রসাদ প্রকল্প। হিন্দু ভোট আটকানোর এই চক্রব্যূহে ভেদ করার মন্ত্র খুঁজতে তাই ব্যস্ত বিজেপি।

পুরীর মাহাত্ম্যের তুলনায় দিঘাকে খাটো দেখানোর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তেমন কাজ হচ্ছে না। তাই প্রসাদে খুঁত ধরা, তার শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার হাস্যকর প্রয়াসে মরিয়া এখন শুভেন্দু অধিকারীরা। তাঁদেরই (বিজেপি) ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়ে যে পদচারণা চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কোন পশুপাত অস্ত্রে তা ঠেকাবে পদ্ম শিবির? অথচ সামনে পড়ে অনেক হাতিয়ার। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এই যেমন আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন, নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল ইত্যাদি। এসব ব্যবহারে ব্যর্থ বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্ব। জুনিয়ার ডাক্তাররাই বলুন কিংবা চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বিজেপিকে এড়িয়ে গিয়েছেন দুটো কারণে। প্রথমত, রাজনীতির ছোঁয়ায় আন্দোলনের শুদ্ধতা নষ্ট ও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে। দ্বিতীয়ত, বিজেপির ওপর ভরসা রাখতে না পারায়।

মমতা নিশ্চিত, সংখ্যালঘু ভোট তাঁকে ছেড়ে যাবে না। একসময় তিনি বলেছিলেন, যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খেতে তাঁর আপত্তি নেই। অন্যদিকে, শুধু হিন্দু ভোটের ভরসায় বাংলা দখলের চেষ্টায় আছে বিজেপি। কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও তারা বোঝে না, বাংলায় এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়ে আছে, যেখানে সব হিন্দুরা মেরুকরণের পক্ষে নন। অথচ দলটার সমস্যা হল হাতে 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই।

শুভেন্দু মনে করছেন, আরও ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পদ্মের ইভিএমে টেনে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে। দীর্ঘ প্রচেষ্টা থাকলে সেই কাজটা যে অসম্ভব, তা মনে করার কারণ নেই। সেই আশঙ্কা মমতার আছে। তাই ওই চেষ্টায় চোনা ফেলে দিতে দিঘার মতো রাজসূয় প্রকল্পে হাত দিয়েছেন তিনি। যে প্রকল্পের লক্ষ্য দিঘাকে হিন্দুর গন্তব্য করে তোলা।

সেই উদ্দেশ্য সাধনে তড়িঘড়ি সরকারি পরিবহণ নিগমগুলিকে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস চালানো শুরু করে দিয়েছেন। মমতা মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে বলে থাকেন, মানুষের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৯৯ শতাংশ উন্নয়ন তিনি করে ফেলেছেন। তাঁর সেই '৯৯ শতাংশ উন্নয়নের দাবি' ভোট নিশ্চিত করতে পারছে না বলেই তো মমতার এই প্রসাদের চাল।

শার্দূলের হাতে নতুন বল দেখতে চাইছেন রাহানে

স্লিপে যশস্বী অন্যতম ভালো ফিল্ডার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২৭ জুন : লিডসে প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। কিন্তু গোটা ম্যাচে অন্তত চারটি ক্যাচ ফেলে দলকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার হারের পর যশস্বীর একগাদা ক্যাচ মিস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, গালিতে দাঁড়িয়ে ক্যাচ ধরার সময় যথাযথ রিঅ্যাক্ট করতে পারছেন না যশস্বী। যদিও ভারতের উঠতি তারকা ওপেনার জয়সওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'জয়সওয়াল স্লিপ কর্ডনের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ডিউক বল হাতে একটু বেশি বড় ও শক্ত মনে হয়। তাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ায় গ্যালারি থেকে ভারতীয় ফিল্ডারকে কতটা স্লেজিং করা হয়, সেটা সবারই জানা। আমি নিশ্চিত, যশস্বীকেও সেই সব শুনতে হয়েছে। ওর জন্য খারাপ লাগছে। তবে শুধু যশস্বী নয়, রবীন্দ্র জাদেজা-জসপ্রীত বুমরাহ-ঋষভ পন্থরাও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলেছে। ফলে একা যশস্বীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

হেডিংলেতে হারের হতাশার মাঝেই শুক্রবার থেকে বার্মিংহাম টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শুভমান গিল ব্রিগেড। মাইকেল ক্লার্ক, সুনীল গাভাসকাররা দ্বিতীয় টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। একই সুর অশ্বীনের গলাতেও। বলেছেন, 'আমি দেখতে চাই ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা কুলদীপের মোকাবিলা কীভাবে করে। কুলদীপ যদি তিন-চার উইকেট পেয়ে যায় তাহলে ভারতের হাতে অন্তত ১২৫ রানের লিড থাকবে। আমার বিশ্বাস, কুলদীপ বার্মিংহাম টেস্টে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর হতে চলেছে। হেডিংলেতে কুলদীপ প্রথম একাদশে থাকলে ম্যাচের ফলাফল হয়তো অন্যরকম হত।'

লিডসে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দুই ইনিংসেই শতরান করে রেকর্ডবুকে নাম তুলেছিলেন ঋষভ পন্থ। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছানোর পর ঋষভের 'সামারসল্ট' সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরানের পর পন্থের থেকে একই সেলিব্রেশন দেখতে চেয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার। যেহেতু প্রথম ইনিংসে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের পর পিঠে টান লেগেছিল তাই ঋষভ ইশারায় বুঝিয়ে দেন, আজ নয়। পরে কোনও সময় এই সেলিব্রেশন করবেন। অশ্বীনেরও পরামর্শ, শরীরকে কষ্ট দিয়ে সামারসল্ট সেলিব্রেশনের প্রয়োজন নেই। বলেছেন, 'ঋষভের কাছে অনুরোধ, সামারসল্ট সেলিব্রেশন করার দরকার নেই। টি২০-তে একজন ব্যাটার খুব বেশি হলে ৫০-৬০ বল খেলে। কিন্তু টেস্টে লম্বা সময় ক্রিজে থাকতে হয়। ফলে শরীর ক্লান্ত হয় বেশি। ঋষভ বর্তমান ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের অন্যতম স্তম্ভ। তাই সামারসল্ট সেলিব্রেশন করে ঋষভের নতুন করে কিছু প্রমাণ করার নেই।'

> অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

স্লিপে ক্যাচ মিস যশস্বী জয়সওয়ালের।

এদিকে, শার্দূল ঠাকুরকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন তারকা রাহানে। চাইছেন, শার্দূলের হাতে নতুন বল তুলে দিক শুভমান। রাহানে বলেছেন, 'অলরাউন্ডারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়। শার্দূল অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। অতীতে বিদেশে ভালো পারফর্ম করেছে। শুভমানের উচিত শার্দূলকে আরও স্বাধীনতা দেওয়া। চলতি সিরিজে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট শার্দূলকে বুদ্ধি করে ব্যবহার করলে সুফল পাবে। শার্দূলের হাতে সুইং করানোর ক্ষমতা রয়েছে। শুভমান ওর হাতে নতুন বল তুলে দিতেই পারে। ফার্স্ট চেঞ্জ বোলার হিসেবেও সফল হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শার্দূলের।'

« জোড়া উইকেট নিলেও শার্দূল ঠাকুরকে নিয়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি টিম ম্যানেজমেন্টের।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে সারা আলি খান ও আদিত্য রায় কাপুর।

বিদেশিনীকে নিয়ে টিম হোটেলে শিখর

ক্ষিপ্ত রোহিতের প্রশ্ন, আমাকে ঘুমাতে দিবি না?

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : ২০০৬ সালে এক ইংরেজ মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর সেই প্রেমের জ্বালায় একটা সময় বিরক্ত হয়েছিলেন একদা ওপেনিং পার্টনার রোহিত শর্মাও।

> একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।
>
> **শিখর ধাওয়ান**

নিজের আত্মজীবনী 'দ্য ওয়ান ক্রিকেট, মাই লাইফ অ্যান্ড মোর'-এ ১৯ বছর আগের সেই প্রেম নিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন শিখর। তিনি বলেছেন, '২০০৬ সালে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলাম। সেইসময় এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়। ও খুব সুন্দরী ছিল। আমরা নিজেদের ফোন নম্বর বিনিময় করেছিলাম। পরে দুইজনে কথা বলা শুরু করি। অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন আমরা নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করেছি। পরে ভেবেছিলাম ওকে আমি বিয়ে করব।'

শিখর ধাওয়ানের এহেন প্রেম বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল সতীর্থ রোহিত শর্মার। সেই সফরে 'হিটম্যান' ছিলেন তাঁর রুম পার্টনার। নিজের আত্মজীবনীতে শিখর বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচের পর ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে লুকিয়ে নিজের হোটেল রুমেও নিয়ে আসতাম। ওইসময় আমার রুম পার্টনার ছিল রোহিত শর্মা। ও একবার বিরক্ত হয়ে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কি ঘুমোতে দেবে?'

শুধু রোহিত নয়, সেইসময় ভারতীয় সিনিয়ার দলের এক নির্বাচকের চোখেও পড়ে যান শিখর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একদিন ডিনারের পর ওই বান্ধবীর হাত ধরে ঘুরছিলাম। আমাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরে তৎকালীন সিনিয়ার জাতীয় দলের এক নির্বাচক ছিলেন। তিনি আমাদেরকে দেখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেও আমি বান্ধবীর হাত ছাড়িনি। কারণ, আমরা কোনও অপরাধ করিনি।'

১১ মহিলাকে ধর্ষণ

অভিযুক্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার

প্রভিডেন্স, ২৭ জুন : ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার মধ্যেই ক্যারিবিয়ান দলে গায়ানার এক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ সামনে এসেছে। এক-দুইটি নয়, ১১ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, যার মধ্যে একজন কিশোরীও রয়েছেন। গায়ানার একটি সংবাদপত্রে এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ করা হয়নি। যদিও বিভিন্ন সূত্রে ক্রিকেটারটিকে শামার জোসেফ বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যিনি চলতি ব্রিজটাউন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

গোটা বিষয়টি সামনে এনেছেন বারবিসের নিউ আমস্টারডামের এক কিশোরীর পরিবার। যাঁদের মেয়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের লালসার স্বীকার হয়েছেন বলে দাবি করে তাঁরা জানিয়েছেন, যৌন নিগ্রহের শিকার কিশোরীটি কিছুদিন আগে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশকর্মীরা উলটে তাঁকেই জেরা করতে শুরু করলে মানসিক চাপে সংজ্ঞা হারান কিশোরীটি। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গায়ানা পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, তাঁরা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিববরণে জানা গিয়েছে, কিশোরীটি ২০২৩ সালের ৩ মার্চ যৌন নিগ্রহের শিকার হন। তার কিছুদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্ব হয়। ঘটনার দিন কিশোরীটিকে তাঁর কর্মস্থল থেকে গাড়িতে তুলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন গায়ানার ক্রিকেটার। এরপর তাঁরা একটি বাড়িতে যান। সেখানে অনেক লোক থাকায় প্রাথমিকভাবে তাঁর সন্দেহজনক কিছু মনে হয়নি। কিছুক্ষণ পর তাঁকে আলাদা করে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটান। কিশোরীটির অভিযোগ সামনে আসতেই আরও ১০ মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের কাছে গেলেও পাত্তা পাননি।

টেস্ট দলের সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পরও ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সভাপতি কিশোর শ্যালো বলেছেন, 'আমরা কোনও অভিযোগ পাইনি। এই ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমাদের। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

সাত গোলে লিগে শুভ মহরত ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৭
(মনোতোষ মাঝি, সায়ন, গুইতে, তন্ময়, জেসিন-২, সুমন)
মেসারার্স-১ (অ্যান্ডি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : মেঘ-বৃষ্টির দোসর লাল-হলুদ ঝড়।

অবিকল এক। শুধু প্রতিপক্ষ আলাদা। গতবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে কলকাতা ফুটবল লিগে অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবার মেসারার্সকে গোলবন্যায় ভাসিয়ে প্রিমিয়ারে লাল-হলুদের দৌড় শুরু হল। ব্যবধান একই, ৭-১।

শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুর আগে এক পশলা বৃষ্টির দেখা। সেই রেশ ধরেই যেন মাঠে ঝড় তুললেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানলালপেকা গুইতেরা। শুরু থেকেই বল ধরে রেখে আক্রমণে ডানা মেলার চেষ্টায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয়নি। ২৪ মিনিটে তন্ময় দাস বল বাড়ান গুইতেকে। তাঁর মাইনাস ধরে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন মনোতোষ মাঝি। ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সায়নের। নসিব রহমানের ভাসানো বল মেসারার্স গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ৩৮ মিনিটে কোনাকুনি শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরাস্ত করে তৃতীয় গোল গুইতের। গোটা প্রথমার্ধে মেসারার্সের অনুকূলে সুযোগ একটাই। তা অল্পের জন্য গোল হয়নি। ২০ মিনিটে বক্সের একেবারে সামনে থেকে সুরচন্দ্র সিংয়ের ফ্রি কিক ক্রসবারে প্রতিহত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে দাপট এতটুকুও কমেনি। বরং পরিবর্ত হিসাবে নেমে জেসিন টিকে একাই যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। সেখানে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল জোড়া গোলেই। ৪৮ মিনিটে তন্ময়ের মাটি ঘেঁষা শট মেসারার্স গোলরক্ষকের ভুলে গোলে ঢুকে যায়। ৬৪ মিনিটের শুরুতেই গোল জেসিনের। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে কার্যত মাটি ধরিয়ে ব্যবধান ৬-০ করেন জেসিন। ম্যাচের একেবারে শেষবেলায় দূরপাল্লার শটে মেসারার্স কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন সুমন দে। পালটা ৬৮ মিনিটে গতির বিপরীতে গিয়ে মেসারার্সের একমাত্র গোলটি করেন অ্যান্ডি জাকারি। এর বাইরেও শেষদিকে চাপের মুখে লাল-হলুদের রক্ষণ যেভাবে ভেঙে পড়ল তা নিঃসন্দেহে চিন্তায় রাখবে।

এদিন ইস্টবেঙ্গল ডাগআউটে ছিলেন না বিনো জর্জ। জানা গিয়েছে, প্রো লাইসেন্সিংয়ের জন্য মুম্বই গিয়েছেন তিনি। ডাগআউটে কেন তাদের টিম ম্যানেজার ছিলেন না, তার কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে, লিগ শুরু হতে না হতেই ঝুড়িঝুড়ি অভিযোগ ম্যাচের সম্প্রচার নিয়ে। এমনিতে টেলিভিশন সম্প্রচার নেই। যে অ্যাপে লিগের সম্প্রচার হওয়ার কথা সেখানে এদিন কোনও ম্যাচই দেখা যায়নি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা অন্য মাধ্যমে কিছুক্ষণ পর থেকে দেখানো হয়।

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, জোশেফ, চাকু, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন, তন্ময়, নসিব (কৌস্তভ), গুইতে (জেসিন), আমান (রোশল), সায়ন (বিজয়) ও মনোতোষ মাঝি (আজাদ)।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের জেসিন টিকের। শুক্রবার।

গোলের পর ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে অভিনন্দন ফেডেরিকো ভালভের্দের।

জুভেন্তাসকে ৫ গোল সিটির

ফ্লোরিডা ও ফিলাডেলফিয়া, ২৭ জুন : ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউটে ১৬ দল চূড়ান্ত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জিতে শীর্ষে থেকে শেষ ষোলোয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদ। সিটির কাছে হেরেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেল জুভেন্তাস।

বৃহস্পতিবার রাতে জুভেন্তাসকে ৫-২ গোলে হারাল নীল ম্যাঞ্চেস্টার। সিটির ৫ গোলের মধ্যে একটি পিয়েরে কালুলুর আত্মঘাতী। বাকি চারটি গোল করেন জেরেমি ডোকু, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, ফিল ফোডেন ও স্যাভিনহো। জুভেন্তাসের হয়ে দুইটি গোল শোধ করেন টেউন কুপমেইনার্স ও ডুসান ভ্লাহোভিচ। এই জয়ের সুবাদে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল সিটি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসাবে শেষ ষোলোয় খেলবে জুভেন্তাস। এদিনই ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে কেরিয়ারের ৩০০তম গোল করলেন হাল্যান্ড।

ছন্দে রিয়ালও

অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে আরবি সলজবার্গকে ৩-০ গোলে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। ৪০ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পা থেকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান বাড়ান ফেডেরিকো ভালভার্দে। ৮৪ মিনিটে শেষ গোলটি গঞ্জালো গার্সিয়ার। জিতে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটের ছাড়পত্র পেল রিয়াল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে ওই গ্রুপের দ্বিতীয় হয়ে প্রি-কোয়ার্টারে খেলবে আল হিলাল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাচুকাকে ২-০ গোলে হারাল তারা। অন্যদিকে নিয়মরক্ষার ম্যাচে আল আইন ২-১ গোলে হারাল ওয়েদাদ এসি-কে।

গোল করে উচ্ছ্বসিত ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

উত্তরপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক রিঙ্কু!

লখনউ, ২৭ জুন : তিনি নবম পাশ। ক্রিকেটের টানে এবং পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে পড়াশোনা বেশি দূর করতে পারেননি রিঙ্কু সিং। কলকাতা নাইট রাইডার্স ও ভারতীয় টি২০ দলের এহেন তারকাকে আজ চমকপ্রদভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি দেওয়া হল। যোগি রাজ্যের তরফে রিঙ্কুকে এমন চমকপ্রদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। যার পর প্রশ্ন উঠেছে, হতে পারে রিঙ্কু তারকা ক্রিকেটার। কিন্তু শিক্ষা আধিকারিকের চাকরি পাওয়ার জন্য সরকারি স্তরে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতামান রয়েছে। রিঙ্কু সেই যোগ্যতামান পার করতে পারবেন না চেষ্টা করলেও। তাই কীভাবে রিঙ্কু এই চাকরি পেলেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। সরকারি স্তরে বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, রিঙ্কুর দায়িত্ব হল তাঁর রাজ্যের জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির উন্নয়ন করা।

ভক্তের আবেদনে নীরজ ক্লাসিকের টিকিট উপহার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন : 'আমাকে কেউ ২০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করলে, আমি নীরজ চোপড়া ক্লাসিক প্রতিযোগিতা দেখতে যেতে পারি।'

এক কাতর আবেদন সমাজমাধ্যমে জানিয়েছিলেন নীরজ চোপড়ার ভক্ত তামিলনাড়ুর বাসিন্দা রঞ্জিত। ৫ জুলাই কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত হতে চলা 'নীরজ চোপড়া ক্লাসিক' স্টেডিয়ামে বসে দেখার প্রবল ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় সমাজমাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সেই আবেদন চোখে পড়ে স্বয়ং নীরজ চোপড়ার। ভারতের তারকা অ্যাথলিট নিজেই এগিয়ে আসেন রঞ্জিতের স্বপ্ন পূরণ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে নীরজ সমাজমাধ্যমে রঞ্জিতকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'রঞ্জিত, তোমার জন্য ভিভিআইপি টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। তোমার খেলা দেখতে আসার সমস্ত খরচ আমি দেব। রাডিসন হোটেলে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমার থেকে ৯০ মিটার দূরে থাকবে তুমি। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।'

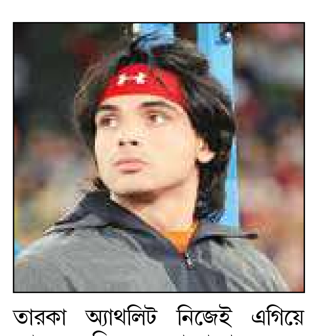

নীরজের এই কর্মকাণ্ডে প্রশংসার ঝড় উঠেছে নেটদুনিয়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় তারকা নিজেও ভালো ছন্দে রয়েছেন। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার দূরত্ব ক্রস করেছিলেন। পরে প্যারিস ডায়মন্ড লিগ ও অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক মিটে সোনা জিতেছেন তিনি।

আজ বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : বর্ষা চলছে। কলকাতায় বৃষ্টিও চলছে। আর তার মধ্যেই চলছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ।

আগামীর ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনার লক্ষ্যে গত বছর থেকে চালু হওয়া প্রতিযোগিতার ফাইনাল আগামীকাল। আর সেই বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ফাইনালের আসরে চমক হিসেবে থাকছে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী। আজ বিকেলে দমদম বিমানবন্দরের কাছে একটি হোটেলের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেছেন, 'বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেও আমরা সফলভাবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ম্যাচ করেছি। আগামীকাল ফাইনাল। আর ফাইনালের মঞ্চে লেসার শো ও আতশবাজির প্রদর্শনী থাকছে।' ১১ জুন শুরু হওয়া প্রতিযোগিতার কাল ফাইনাল। আর সেই ফাইনালের মঞ্চে বাংলা ক্রিকেটের প্রতিভা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলেছেন, 'বাংলায় প্রতিভা রয়েছে। আর সেই প্রতিভা তুলে আনার জন্যই আমাদের এই প্রতিযোগিতা। আইপিএলও একদিনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেনি। সময় লেগেছে। বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগও আরও কয়েক বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাবে।'

২০২৭ সাল পর্যন্ত আল নাসেরে চুক্তি করার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

নতুন চুক্তি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২৭ জুন : বছরে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। দিনপিছু অঙ্কটা সাড়ে ৫ কোটির আশপাশে। আল নাসেরের নতুন চুক্তি থেকে এই বিশাল অঙ্কের অর্থই হাতে পাবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

বৃহস্পতিবার আল নাসেরের সঙ্গে নতুন করে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন সিআর সেভেন। জানা গিয়েছে, এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাবেন তিনি। এখানেই শেষ নয়। বোনাস হিসেবে তিনি পাবেন ২৮৮ কোটি টাকা। যা দ্বিতীয় বছরে আরও বাড়বে। পুরোনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নাসেরের জার্সিতে শেষ যে ম্যাচ খেলার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো লিখেছিলেন, 'একটা অধ্যায় শেষ হল।' এদিন সেই রেশ ধরেই এদিন নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করে আল নাসেরের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'কাহিনী চলবে।' সিআর সেভেন নিজেও সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। একই আবেগ, একই স্বপ্ন। একইসঙ্গে ইতিহাস তৈরি হবে।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ আরাত্রিকা (রাইকা) ঃ- তোমার ২য় শুভ জন্মদিনে রইল অনেক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। – **পাপা, মাম্মা, ঠাম্মি, দাদাই, দাদা ভাই, দিনদা, সোনা।** পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

এজবাস্টনে গিলদের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন

বল করলেন না বুমরাহ-প্রসিধ ■ নজর কাড়লেন অর্শদীপ-কুলদীপ

বার্মিংহাম, ২৭ জুন : স্বপ্নের শুরু। আর শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ!

হেডিংলে টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। শুরুর ছন্দ দ্রুত তলিয়ে গিয়েছে অতল গহ্বরে। জয়ের মঞ্চ তৈরির পরও পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। পিছিয়ে পড়েছে সিরিজে।

লিডসে টিম ইন্ডিয়ার 'অবাক' হারের পর ক্রিকেট দুনিয়ার নজর এখন বার্মিংহামে। এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ এজবাস্টনের মাঠে অনুশীলন শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই অনুশীলন ছিল রুদ্ধদ্বার। যেখানে ক্রিকেটপ্রেমীদের পাশে প্রবেশের অনুমতি ছিল না দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমেরও।

প্রথম টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলের কম্বিনেশনে পরিবর্তন নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে। যার মূল আকর্ষণ, জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলবেন সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে? এজবাস্টন টেস্টে বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা কম, এমন প্রতিবেদন শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। বাস্তবে সেই সম্ভাবনার প্রতিফলন আজ দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে। যেখানে জসপ্রীত হাজির হয়ে ফিল্ডিং অনুশীলন করলেও নেটে বোলিং করেননি। বরং কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘসময় মাঠের পাশে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধন অজিত আগরকারও রয়েছেন দলের সঙ্গেই। তিনিও আলাদা করে বুমরাহর সঙ্গে আজ কথা বলেছেন। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বুমরাহ।

এক বুমরাহ নন। আজ ভারতীয় অনুশীলন হাজির থাকার পর বল করতে দেখা যায়নি প্রসিধ কৃষ্ণাকেও। তিনিও বুমরাহর মতোই শুধু ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন। বুমরাহ-প্রসিধদের বোলিং না করার দিন টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে বল হাতে নজর কেড়েছেন বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ সিং। বার্মিংহামে ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, সেটা হল অর্শদীপ এজবাস্টন টেস্টে খেলছেন। সম্ভবত রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে থাকবেন। তিনিও আজ ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন। দলের প্রথম সারির ব্যাটারদের বারবার বিব্রতও করেছেন। দলের অধিনায়ক, কোচ এবং জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারকে কুলদীপের সঙ্গে অনুশীলনের মাঝে আলোচনা করতেও দেখা গিয়েছে আজ।

নতুন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিতে চলেছেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুক্রবার।

রবীন্দ্র জাদেজাও হেডিংলে টেস্টে হতাশ করেছেন। আজ তাঁর অনুশীলনের দিকেও বিশেষ নজর ছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। অভিজ্ঞ জাড্ডুর প্রথম টেস্টের ব্যর্থতা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। স্যর জাদেজা নিজের ভুল দ্রুত শুধরে নিতে মরিয়া। শেষ পর্যন্ত জাদেজা ছন্দ পাবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতেই পারে বুমরাহর অনুপস্থিতিতে দুই স্পিনারে এজবাস্টন টেস্টে খেলার মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন গম্ভীর-শুভমানরা। ভারতীয় সময় রাতের দিকে বার্মিংহাম থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছে, 'এখনই হয়তো সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু হেডিংলে টেস্টের প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।'

সিরিজের প্রথম টেস্টে বুমরাহর পাশে বল হাতে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না মহম্মদ সিরাজও। আজ ভারতীয় দলের নেটে বুমরাহ-প্রসিধরা বোলিং না করলেও সিরাজ বল করেছেন। শুধু বল করাই নয়, নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করতেও দেখা গিয়েছে সিরাজকে। যার ফলে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনে সিরাজের সঙ্গে নতুন বল হাতে তুলে নেবেন অর্শদীপ। সঙ্গে দুই স্পিনারে বোলিং আক্রমণ সাজাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। হেডিংলের মতোই পিচ এজবাস্টনে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেখানে উইকেট শুরুর দিকে ব্যাটিং সহায়ক হলেও পরের দিকে স্পিনাররা সাহায্য পেতে পারেন।

আসলে বিলেতের গ্রীষ্মে এবার বৃষ্টি কম হওয়ার পাশে তাপমাত্রাও বাড়ছে। আর দলের কম্বিনেশন নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের উত্তাপও বেড়েই চলেছে।

নেট প্র্যাকটিসে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা। শুক্রবার।

কুলদীপকে নিয়ে পরামর্শ ক্লার্কের

লন্ডন, ২৭ জুন : প্রথম টেস্ট হারের ক্ষত ভোলেননি শুভমানরা। তার ওপর রক্তচাপ বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন জোফ্রা আর্চার।

আর্চারের অন্তর্ভুক্তিতে ইংরেজ শিবিরের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। এজবাস্টন টেস্টে তাঁকে সামলানোটাই চ্যালেঞ্জ শুভমানদের সামনে। তবে এখনই আর্চারকে দলে রাখা নিয়ে সহমত নন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন। তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পরে চোট সারিয়ে জোফ্রা আর্চার জাতীয় দলে ফিরেছে। এটা খুব ভালো খবর। তবে আমার মনে হয়, ওকে এজবাস্টন টেস্টে খেলানোটা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কারণ চার বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ফিরে একটা ম্যাচ খেলেছে আর্চার। মাত্র ১৮ ওভার বল করেছে। তাই ওকে নিয়ে এখনই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।'

দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে খেলানো ঝুঁকির : নাসের

> ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুইটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।
>
> **নাসের হুসেন**

আর্চার প্রসঙ্গে নাসের আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও একটি ম্যাচ দেখে আর্চারকে লন্ডন টেস্টে দলে রাখা যেত। ওকে নিয়ে যখন চার বছর অপেক্ষা করেছি, তখন আরও একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করাই যেত। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড আরও একটা জিনিস করতে পারে। এজবাস্টন টেস্টে ওকে বেছে বেছে কিছু ওভার বল করিয়ে দেখে নিতে পারে। ফাস্ট বোলিং সবসময় কঠিন। বাকি চারটি টেস্টের অন্তত দুটিতে আর্চার খেলবে কি না সেটাই এখন দেখার।'

আর্চার ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি। বলেছেন, 'জোফ্রা একজন প্রতিভাবান বোলার। ওকে দীর্ঘদিন পরে টেস্ট দলে দেখে ভালো লাগছে। এই মুহূর্তে আর্চার পুরো ফিট রয়েছে। সেইজন্য দলে নেওয়া হয়েছে।' আর্চার দলে ফিরে আসায় উত্তেজিত আরেক ইংরেজ পেসার মার্ক উড।

অনুশীলনের পথে কুলদীপ যাদব। শুক্রবার বার্মিংহামে।

অন্যদিকে, এজবাস্টন টেস্টে কুলদীপকে ফেরানোর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। হেডিংলে টেস্টে বুমরাহ ছাড়া বাকি ভারতীয় বোলাররা অত্যন্ত সাদামাঠা বল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কুলদীপই ভারতের তুরুপের তাস হতে পারেন বলে ধারণা অজি তারকার। তিনি বলেছেন, 'ভারতের উচিত এজবাস্টনে কুলদীপকে খেলানো। এটা নিয়ে কোনও আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ কুলদীপ সবসময় উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ভারত সবসময় ব্যাটিং গভীরতাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে স্পিনার ছাড়া দল নামানোর ঝুঁকি নিতে পারে। কিন্তু টেস্ট জিততে গেলে ভারতকে ২০টি উইকেট পেতেই হবে।'

DURAND CUP SINCE 1888

দল টানতে পুরস্কার অর্থ বাড়ানোর ভাবনা ডুরান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুন : এক মাস ধরে হওয়ার কথা ডুরান্ড কাপ। কিন্তু সেই টুর্নামেন্টই এখন প্রশ্নের মুখে। আদৌ কি হবে শতাব্দীপ্রাচীন ডুরান্ড?

আয়োজকদের দাবি, হচ্ছেই। প্রশ্নটা হল কিন্তু কীভাবে? আর ৬টা ভেনুতে এক মাস ধরে টুর্নামেন্ট চালাতে গেলে প্রথম প্রয়োজন আইএসএলের সব দলের সঙ্গে আই লিগ, এদেশের সামরিক বাহিনী ও বিদেশি এক কী দুইটি দল। কিন্তু কুমিরের ছানা খেয়ে ফেলার মতো, ক্রমশই খসে পড়ছে এক একটা দল। আগে দল কম থাকায় বছরে ২৭ ম্যাচ খেলতেই হবে বলে ক্লাবগুলি ডুরান্ডে খেলত। কিন্তু এখন আইএসএলে দল বেড়ে যাওয়ায় সেই সমস্যা আর নেই বলেই আগ্রহ হারাচ্ছে ক্লাবেরা।

কেরালা ব্লাস্টার্স খেলার জন্য চুক্তিতে সই করেও বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে ডুরান্ডে না খেলার কথা জানিয়েছে। এর আগে আইএসএল, আই লিগ মিলিয়ে একাধিক দল নাম প্রত্যাহার করায় এতটাই বিপদে পড়েছে আয়োজকরা যে টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য বাড়ানোর ভাবনাচিন্তাও শুরু হয়েছে। বিজয়ী দল গত মরশুমে পায় ৬০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কার অর্থ এক কোটি। বিজয়ী দলকেই এখন এক কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। হয়তো রানার্সের টাকাও বাড়বে। তবে সবটাই এখনও আলোচনার স্তরে। ক্লাবগুলিকে টুর্নামেন্টে টানতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

জয়ের পথে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৭ জুন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের কাছে শ্রীলঙ্কা। শুক্রবার দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ১১৫/৬। ইনিংস হার বাঁচাতে তাদের প্রয়োজন আরও ৯৬ রান।

নাজমুল হোসেন শান্তকে আউট করে উচ্ছ্বাস ধনঞ্জয় ডি সিলভার।

এদিন দিনের শুরুতে কুশল মেন্ডিসের লড়াকু ৮৪ রান এবং পরের দিকে বাংলাদেশের ব্যাটিং বিপর্যয়- এই দুইয়ের মিলিত ফলে টেস্ট সহ সিরিজ হারের মুখে বাংলাদেশ। অথচ তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম এক ঘণ্টায় তারা ফেলে দেয় শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট। পাথুম নিসাঙ্কা গতকালের ১৪৬ রানের পর এদিন মাত্র ১২ রান যোগ করে ফেরেন। পরের দিকে তাইজুল ইসলামদের (১৩১/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢালেন কামিন্দু মেন্ডিস (৩৩) ও কুশল মেন্ডিস (৮৪)। ষষ্ঠ উইকেটে তাঁরা ৪৯ রান জোড়েন। এরপর সপ্তম, অষ্টম ও নবম উইকেট জুটিতে মোট ৭৫ রান জোড়ে শ্রীলঙ্কা। যা বাংলাদেশের কাজ আরও কঠিন করে দেয়। দুইটি উইকেট পেয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা।

ম্যাচের সেরা দীপঙ্কর সোরেন।

হ্যাটট্রিক দীপঙ্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার গ্রুপ 'বি'-তে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ৫-৩ গোলে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিধানের দীপঙ্কর সোরেন হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি বাবুলাল মুর্মু ও তপন হেমব্রমের। ইউনাইটেডের গোলস্কোরার দীপক ওরাওঁ, আদর্শ মুন্ডা ও কুলদীপ ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা হয়ে দীপঙ্কর পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও নবোদয় সংঘ।

ফাইনালে উইনার্স কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে দুই বিভাগে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র, পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ফুটবলে শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৩-০ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা আদিত্য সাহা। অন্যটি আশিস বাড়ুইয়ের।

অন্যদিকে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উইনার্স ৭-০ গোলে বাগডোগরার জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা মহম্মদ রোহন হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করে। জোড়া গোল রাজদীপ রায়ের। অন্যটি দিলশান আহমেদের। উইনার্স ক্লাবের সভাপতি বিপ্লব খাসনবীশ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগের ফাইনাল রবিবার হবে। মঙ্গলবার হবে অনূর্ধ্ব-১৩ ও ১৫ বিভাগের খেতাবি লড়াই।

ম্যাচের সেরা মহম্মদ রোহন।

শুরু জেলা খো খো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার আন্তঃ ক্লাব পুরুষ ও মহিলাদের তিনদিনের জেলা খো খো শুক্রবার শুরু হল। রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের মাঠে উদ্বোধনী দিনে পুরুষ বিভাগে আলোক সংঘ ৯-৭ পয়েন্টে জুয়েল অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি খো খো লাভার্স ১১-১০ পয়েন্টে কাছারি রোড যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। পরে খো খো লাভার্স ৮-৬ পয়েন্টে আলোককে হারিয়েছে। জুয়েল ৭-৬ পয়েন্টে যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়।

মহিলা বিভাগে যুবক সংঘ ৫-৪ পয়েন্টে পিডিএমএসএসপিএ-কে হারিয়েছে। তোমান্স শালুগাড়া ৫-৪ পয়েন্টে চৌরঙ্গী মোড় যুবক সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। তোমান্স পরে ৫-৪ পয়েন্টে কাছারি রোড যুবক সংঘকে হারিয়েছে। চৌরঙ্গী মোড় যুবক ১২-৬ পয়েন্টে পিডিএমএসএসপিএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। লিগ পর্যায়ের চারটি ম্যাচ শনিবার হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা খো খো সংস্থার সভাপতি অলোক চক্রবর্তী, মেয়র পরিষদ মানিক দে, রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘের সভাপতি সৌমিত্র কুণ্ডু প্রমুখ।

দাপুটে জয় বৈভবদের

হোভ, ২৭ জুন : ইংল্যান্ডেও ব্যাট হাতে তাণ্ডব জারি বৈভব সূর্যবংশীর। অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর ১৯ বলে ৪৮ রানের সুবাদে দাপটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলও। ৫০ ওভারের ম্যাচে তারা ৪ উইকেট হারিয়ে টার্গেটে পৌঁছে যায় ২৪ ওভারে। বৈভবের ৫ ছক্কা ও ৩ বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের আগেই ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বোলাররা। ৪২.২ ওভারে তারা অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলকে ১৭৪ রানে অল আউট করে। আয়ুষ মাত্রে ২১ রানে আউট হন।

সুবিধায় অজিরা

ব্রিজটাউন, ২৭ জুন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের ফলে পিছিয়ে পড়েও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে গতকালের ৯২/৪ থেকে শুরু করে তারা ৩১০ রানে অল আউট হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে জয়ের জন্য টার্গেট রেখেছে ৩০১ রান। অ্যালেক্স ক্যারি ৬৫, বিউ ওয়েবস্টার ৬৩ ও ট্রাভিস হেড ৬১ রানে আউট হন। শামার জোসেফ ৫ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১৮০ রানে অল আউট হয়। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৯০ রানে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 85C 19871 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সর্বপ্রথম ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করতে চাই। টিকিট মূল্য খুবই সাশ্রয়ী ছিল এবং এটি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জীবনে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং আমার ভবিষ্যতকে খুব সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ - কে 07.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে কৌসার আলি ও রবি হালদার।

সেমিতে বিবেকানন্দ, ডিএসইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুন : ডিএসইউ তরাই মর্নিং এফসি-র গণেশচন্দ্র সেন, নিতাই পোদ্দার ও মাঠের সাথি গ্রুপ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বিবেকানন্দ ক্লাব মর্নিং সকার ও আয়োজকরা। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বিবেকানন্দ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা বিবেকানন্দের রবি হালদার।

চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ডিএসইউ ৩-০ গোলে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে শুভজিৎ বর্মন, সূর্য বর্মন ও ম্যাচের সেরা কৌসার আলি। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে বিবেকানন্দ ও উইনার্স। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ড্রিম এফসি-র মুখোমুখি হবে ডিএসইউ।

DAIKIN

WORLD'S LEADING AIR CONDITIONING COMPANY FROM JAPAN

যত্ন করে, করতেই থাকে

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*

JAPANESE TECHNOLOGY MADE IN INDIA

Daikin -দি এয়ার স্পেশালিস্ট

Comfort: 56°C পর্যন্ত ঠান্ডা করে
Air Quality: পেটেন্টেড স্ট্রিমার ডিসচার্জ টেকনোলজি
Reliability: সেল্ফ হিলিং টেকনোলজি
Efficiency: ISEER 6.3~ RATING উচ্চ শক্তি সাশ্রয়

Green Exchange Offer UP TO ₹ 6000#
CASHBACK UP TO ₹2500#
FREE^ STANDARD INSTALLATION
EASY EMI
HDFC BANK | IDFC FIRST Bank CREDIT CARDS | onecard | SBI card
Check offer with Daikin Authorized channel partner before purchase.

এখনই নিকটতম অনুমোদিত DAIKIN ডিলারশিপে যান

DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PVT. LTD. Smartworks – Victoria Park 7th Floor, Block GN37/2, Sector V, Kolkata – 700091, Contact: 033-40659544 / 40608019.

DAIKIN SOLUTION PLAZA: Bhowanipur & Howrah Salkia: Jyoti Airconditioning: 9007224365; Hazra: Rounek Airconditioners Pvt. Ltd.: 9836524001; Bardhaman: Aircooling Solutions: 7797620091; Durgapur: Associated Appliances: 9609203111; Kalyani: Polar Cooling Industries: 8296654487; Krishnanagar: Techno Festa: 9564118565; Siliguri: Shah Marketing: 7908103726 / 9932068102; Uluberia: Moon Star Refrigeration Engineering Company: 9830177141.

FOR TRADE ENQUIRIES: Kolkata - Debabrata (9874761105); North 24 Parganas – Somnath (9831242056); South 24 Parganas - Lucky (9874721215); Howrah, Hooghly - Rakesh (9830111875); Midnapore - Debrup (9933675003); Bardhaman, Birbhum, Purulia, Bankura - Uday (9083299030); Nadia – Timir (8145801965), Berhampore - Tarak (9732567082); Coochbehar, Darjeeling, Jalpaiguri, Malda, Dinajpur, Sikkim – Debabrata (9933131511).

ALSO AVAILABLE AT: MyDaikinStore.com amazon Flipkart KHOSLA ELECTRONICS Great Eastern RETAIL RAIPUR ELECTRONICS Sales Emporium croma

For service related queries: WhatsApp "Hi" at 987 140 9300, give a Missed Call at 9210 188 999, Call our Customer Contact Centre at 011-4031-9300/1860 180 3900, or write to us at customerservice@daikinindia.com

Follow us on: www.facebook.com/daikinindia www.twitter.com/daikinindia www.instagram.com/daikinindia in.company/daikin-airconditioning-india-pvt.-ltd. www.youtube.com/user/DaikinACIndia

Daikin adheres to E-waste Rules notified by MoEF. For more information on E-waste disposal and exchange policy please contact our Customer Service Centre.

Product image is for representation only. The above C.A.R.E features mentioned may vary in different AC Models. *Offer valid on all inverter split ACs from 1st April'25 to 30th June'25. #Check www.daikinindia.com/terms-conditions for further T&C. ^Offer valid till 30th June'25. ~Figure mentioned is for FTKF35.